নমঃ সচ্চিদানন্দায় হরয়ে

ঈশাচরিতামৃত।

উত্তরবিভাগ।

“[illegible]
বয়ংময্যস্মি যুষ্মাসু।”

[জন, ১৪।২০]

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা কর্ত্তৃক
বিরচিত।

কলিকাতা।
বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮০৫। ৪ জ্যৈষ্ঠ।

মূল্য ৸৹ বার আনা।

সূচীপত্র।

ঈশাচরিতামৃত।

জেরুশালমে যাত্রা।

(সামেরিটান্ নারী।)

যিশু গালিল্ পরিত্যাগ করিয়া জুডিয়ার অভিমুখে চলিলেন; জন্মের মত জন্মভূমির নিকট বিদায় লইলেন। আগে পাছে সহচর ও শিষ্যগণ, যেন মহাবীর সম্মুখসমরে বহির্গত হইল। পৌত্তলিকদিগের পরিত্রাণের জন্য তাঁহার হৃদয় ইতঃপূর্ব্বেই ব্যাকুল হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা চরিতার্থের এক উৎকৃষ্ট সুযোগ পাইলেন। গালিল্ হইতে জুডিয়া যাইবার পথে সামেরিয়া নামে এক ক্ষুদ্র দেশ আছে, উহা পৌত্তলিকদিগের আবাস স্থান। ধর্ম্মাভিমানী য়িহুদী জাতির সহিত ইহাদের আহার ব্যবহার ছিল না কেবল তাহা নহে, উভয়ে কেহ কাহার ছায়া স্পর্শ করিত না। কিন্তু সামেরিটান-বাসীরা বড় দয়ালুস্বভাব ছিল। মেরীতনয় অগ্রে কয়েক জন শিষ্যকে এই দেশে প্রেরণ করেন। তাহারা এক স্থানে পৌঁছিয়া গুরুদেবের অবস্থিতির জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু অধিবাসিগণ তাহাতে সম্মত হইল না। জেমস্ এবং জন্ এজন্য অপমানিত হইয়া যিশুকে বলিয়াছিলেন, "প্রভু, আপনি যদি আজ্ঞা করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যদ্বক্তা ইলায়াস্ যেমন করিয়াছিলেন তেমনি আমরা আদেশ করি, স্বর্গ হইতে অগ্নি বর্ষিত হইয়া উহাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলুক!" যিশু তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলেন, "তোমরা জান না তোমরা কি প্রকৃতির মনুষ্য। মনুষ্যপুত্র লোকের জীবন নাশ করিতে আসেন নাই, তাহা রক্ষা করিতে আসিয়াছেন।"

এই কথার পর যিশু উক্ত দেশের অন্তর্গত সাইচার নামক নগরে উপনীত হইলেন। মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত, ক্ষুধা তৃষ্ণা ও পথশ্রান্তিতে শরীর ক্লিষ্ট হইয়াছে, নিকটে এক কূপ দর্শন করিয়া তথায় বসিলেন। শিষ্যেরা ভক্ষ্য বস্তু আহরণার্থ নগরমধ্যে চলিয়া গেল। এই কূপতটে নারীগণ সচরাচর জল লইতে আসিত। একটি স্ত্রীলোক জল তুলিতে আসিয়াছে দেখিয়া যিশু তাহার নিকট পানার্থ জল প্রার্থনা করিলেন। বামা বলিল, "সে কি কথা! তুমি য়িহুদী হইয়া সামেরিটান্ নারীর হস্তে জল পান করিবে?" যিশু বলিলেন, "যিনি তোমার নিকট জল চাহিতেছেন, ঈশ্বরপ্রসাদে যদি তুমি তাঁহাকে চিনিতে পারিতে, তাহা হইলে তুমি তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে এবং তিনি তোমাকে জীবনপ্রদ সলিল প্রদান করিতেন।" স্ত্রীলোকটি বলিল, "মহাশয়! আপনার নিকট জল তুলিবারত কিছুই দেখিতেছি না, এবং এ কূপও অতিশয় গভীর, তবে আপনি জল কেমন করিয়া দান করিবেন? তবে কি আপনি এই কূপপ্রতিষ্ঠাতা জ্যাকোবের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লোক?" যিশু বলিলেন, "এ জল যে পান করে, সে আবার তৃষ্ণার্ত্ত হয়, কিন্তু আমার প্রদত্ত জল পান করিলে আর পিপাসা থাকিবে না। যে তাহা পান করিবে তাহার ভিতরে এক অনন্তজীবনের প্রস্রবণ উন্মুক্ত হইয়া যাইবে।" এমনি তাঁহার ভাবের উদ্গম যে কে কোন্ কথা ধারণ করিতে পারিবে, না পারিবে তাহা ভাবিবার অবসর ছিল না; সর্ব্বদা তাঁহার চক্ষে যেন অনন্ত বিস্তৃত অধ্যাত্মরাজ্য বাহ্য বস্তুর ন্যায় ভাসমান থাকিত। দুঃখিনী সামান্যা নারী চিরকাল কূপের জলই পান করে, সে যিশুর কথার গভীর অর্থ কিরূপে বুঝিবে? সাধু মহাপুরুষেরা যেন আপনার ভাবে আপনি পাগল। নারী বলিল, "মহাশয়, তবে আমাকে সেই জল কিঞ্চিৎ দান করুন, যাহাতে আর আমার পিপাসা না হয় এবং এখানে আর আসিতেও না হয়।" একাকী নির্জ্জনে স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ করা বিধেয় নহে এই ভাবিয়া বোধ হয় শেষ তিনি বলিলেন, "তোমার স্বামীকে ডাকিয়া আন।" তাহার বৈধ স্বামী কেহ ছিল না, যিশু তাহা পরে বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া স্ত্রীলোকও পরিশেষে বুঝিল যে ইনি সামান্য নর নহেন, এক জন প্রেরিত পুরুষ। তখন সে পুনর্ব্বার বলিল, "আমা-

দের পিতা পিতামহেরা এই পর্ব্বতে উপাসনা করিতেন, কিন্তু আপনারা বলেন জেরুশালমই উপাসনার স্থান"। যিশু বলিলেন, "হে নারী, আমার কথায় তুমি বিশ্বাস কর। সময় আসিতেছে যখন এ উভয়ের কোন স্থানেই তোমরা পিতার উপাসনা করিবে না। উপাসনা কাহাকে বলে তাহা তোমরা জান না, আমরা জানি। সময় আসিতেছে এবং আসিয়াছে যখন যথার্থ উপাসকেরা পিতা পরমেশ্বরকে আত্মাতে এবং সত্যেতে পূজা করিবে, কারণ তিনি এইরূপ ইচ্ছা করেন। ঈশ্বর চিৎস্বরূপ, অতএব যে তাঁহাকে উপাসনা করিতে চায় সে আত্মাতে এবং সত্যেতে উপাসনা করিবে।" প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা কোন স্থানবিশেষে বদ্ধ নহে, মানবাত্মাই তাহার মন্দির। বাহ্য পূজার প্রতিকূলে এই আধ্যাত্মিক উপাসনাতত্ত্ব এখানে ব্যাখ্যাত হইল। সংক্ষেপে এরূপ নিগূঢ় উপাসনাতত্ত্ব আর কেহ বলিতে পারে না। ধর্ম্মের মূল কথা, সার উপদেশ ইহার ভিতর নিহিত আছে।

এমন সময় শিষ্যেরা এই দৃশ্য দর্শন করত বিস্ময়াপন্ন হইল। কিন্তু তিনি কি জন্য স্ত্রীলোকের সহিত একা বাক্যালাপ করিতেছিলেন তাহা কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। স্ত্রীলোক স্বস্থানে চলিয়া গেলে শিষ্যেরা বলিল "প্রভু, ভোজন করুন।" যিশু ভাবে বিভোর হইয়া বলিলেন, "আমার এক খাদ্য সামগ্রী আছে তাহা তোমরা জান না।" সকলে মনে করিল, তবে কি কেহ কোন খাদ্য সামগ্রী দিয়া গিয়াছে? প্রভু পুনরায় বলিলেন, "আমার প্রেরয়িতার ইচ্ছা পালন এবং কার্য্য সম্পাদন করাই আমার খাদ্য। তোমরা না বলিয়া থাক, শস্য প্রস্তুত হইতে এখনও চারি মাস বাকী আছে? ক্ষেত্রের দিকে অবলোকন কর, উহা সুপক্ক শস্যমঞ্জরীতে কেমন শুভ্রবর্ণ হইয়াছে! যে উহা কর্ত্তন করিবে, সে বেতন পাইবে এবং অনন্তজীবন ফলসংগ্রহ করিবে। তখন বপনকারী ও কর্ত্তনকারী উভয়ে মিলিয়া আনন্দ সম্ভোগ করিবে। এক জন বপন করে, আর এক জন শস্য কর্ত্তন করে, সেই কথা এ স্থলে সত্য হইল। যেখানে তোমরা কোন পরিশ্রম কর নাই সেই খানে আমি তোমাদিগকে ফলসংগ্রহের জন্য পাঠাইতেছি। অন্যেরা পরিশ্রম করিয়া গিয়াছে, তোমরা এক্ষণে তাহার ফল ভোগ করিতে চলিলে।" পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণের পরিশ্রমজাত ফল পরবংশীয়গণ অনায়াসে

ভোগ করিতে পায়। যিশুর রোপিত বৃক্ষের ফল তদীয় শিষ্যশাখাগণ উপভোগ করিয়াছিল।

তদনন্তর সেই নারীর প্রমুখাৎ মনুষ্যপুত্রের অলৌকিক গুণগ্রামের কথা শুনিয়া নগরবাসীরা তৎসমীপে উপনীত হইল এবং স্বকর্ণে তাঁহার শ্রীমুখের বাণী শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিল, "ইনি বাস্তবিকই জগতের পরিত্রাতা যিশু।" এখানে অনেকে তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়াছিল। লোকদিগের অনুরোধে যিশু এই স্থানে দুই দিবস কাল অবস্থিতি করেন। তিনি যে প্রেরিত মহাপুরুষ, পরিত্রাণ বিলাইবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এ কথা নিজমুখে এ স্থলে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কারণ তখন সম্মুখসমরে প্রবেশ করিবার কাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল।

(বিবাহ ও স্ত্রীত্যাগ।)

ক্রমে জর্দ্দননদীর পরপারে জুডিয়ার সীমামধ্যে সকলে উপনীত হইলেন। সঙ্গে শত শত দীন দুঃখী নরনারী চলিতেছে। পথিমধ্যেও কত স্থানে কত লোক আসিয়া দলে মিশিতেছে। কেহ বা দেখিয়া শুনিয়া পুনরায় ঘরে ফিরিয়া যাইতেছে। যাহারা বেশী বুদ্ধিমান্ তাহারা বলিতেছে, চল ভাই আমরা যাই, পাগলের সঙ্গে মিশিয়া শেষ কি পাগল হইয়া যাইব? আমরা সংসারী গৃহস্থ লোক, যাহাতে দুই টাকা উপার্জ্জন হয়, পুত্র পরিবার সুখে থাকে তাহাই দেখিতে হইবে, ওদের কথা কি শুনিতে আছে? নানা মুনির নানা মত। মেষপালক যেমন আপনার মেষযূথের অগ্রে অগ্রে গমন করে, কাঙ্গালের সখা যিশু তেমনি শিষ্যদলের অগ্রে চলিতেছেন। যে ভূভাগে তাঁহার পদরজঃ পড়িতেছে তথাকার লোক সকল সচকিত নেত্রে জাগিয়া উঠিতেছে। কিন্তু শত্রুদল কিছুতেই সঙ্গ ছাড়িতেছে না। যেখানে সেখানে তাহারা সঙ্গে লাগিয়াই রহিয়াছে। এক বার কোন দোষ পাইলে হয়, অমনি ধরিয়া কারাবদ্ধ করিবে এই তাহাদের সঙ্কল্প।

কোন স্থানে এক জন ফিরুশী জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়! কোন কারণ বশতঃ কেহ যদি আপন স্ত্রীকে ত্যাগ করে তাহা কি বৈধ হয়?" যিশু বলিলেন, "সৃষ্টিকর্ত্তা প্রথমে মনুষ্যকে স্ত্রী পুরুষ করিয়া সৃজন করিয়াছেন।

এই কারণে পিতা মাতাকে ছাড়িয়া মনুষ্য আপনার স্ত্রীর সহিত একাঙ্গ হইয়া থাকিবে। অতএব তাহারা আর যুগল নহে, অভেদাঙ্গ; এ কথা কি তোমারা পাঠ কর নাই? ঈশ্বর যাহা সংযুক্ত করিয়াছেন, মনুষ্য যেন তাহা বিযুক্ত না করে।" ফিরুশীরা বলিল, "তবে মুসা কেন ত্যাগপত্র দ্বারা স্ত্রীত্যাগে অনুমতি দিলেন?" যিশু বলিলেন, "সে কেবল তোমাদের কঠিন হৃদয়তার জন্য, কিন্তু প্রথম হইতে এরূপ ছিল না। ব্যভিচার ব্যতীত অন্য কারণে যদি কেহ স্ত্রীত্যাগ করিয়া পুনরায় বিবাহ করে সে ব্যভিচারী হয়; এবং সেই ত্যক্তা স্ত্রীকে যে বিবাহ করে সেও ঐ দোষে দোষী হয়।" শিষ্যেরা জিজ্ঞাসা করিল, "স্ত্রীর সম্বন্ধে পুরুষের যদি এইরূপ ঘটে তাহা হইলে পুনরায় কি বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে?" যিশু বলিলেন, "স্ত্রী যদি স্বামী ত্যাগ করিয়া অন্যকে বিবাহ করে, তবে সেও ব্যভিচারিণীর মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু যাহাদিগকে এই উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহারা ব্যতীত ইহা সকলের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় না। কতকগুলি নপুংসক আছে যাহারা মাতৃগর্ভ হইতেই সেইরূপ। আর কতকগুলি আছে যাহারা মনুষ্য কর্ত্তৃক তদ্রূপ কৃত হয়। আর কতকগুলি আছে যাহারা স্বর্গরাজ্যের অনুরোধে আপনি আপনাকে ঐরূপ করিয়া থাকে। যে এই বৃহদ্ব্রত লইতে সমর্থ সে লউক!" আশ্চর্য্য যিশুর তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিভা! তাঁহার ধর্ম্মনীতি বিষয়ে মতগুলি একবারে অনন্ত কালের অপরিবর্ত্তনীয় সত্যের সহিত অনুস্যূত। আপাততঃ শুনিতে যেন পাগলের কথা মনে হয়, কিন্তু কবিত্বরসপূর্ণ সুমধুর দৃষ্টান্ত সকল কি মনোহর! ইহার অভ্যন্তরে যতই প্রবেশ করি ততই নব নব সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই। এমন সুরসিক উপদেষ্টা আর জন্মে না। কত সুন্দর হৃদয়গ্রাহী গল্পই তিনি জানিতেন। মানবজীবনের প্রত্যেক বিভাগের প্রত্যেক প্রশ্নের সার সিদ্ধান্ত যেন তাঁহার হৃদয়মধ্যে থরে থরে সাজান থাকিত; যেমন জিজ্ঞাসা অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাহার উত্তর। শেষোক্ত নপুংসকের কথা যাহা তিনি ব্যাখ্যা করিলেন, নিজেই তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। স্বর্গরাজ্যের অনুরোধে চিরকৌমারব্রতধারী ঊর্দ্ধ্বরেতা সংন্যাসী তাঁহার মত আর আমরা কোথায় পাইব? শাক্য, পল্, শ্রীগৌরাঙ্গ এই জন্য সংন্যাসী হইয়াছিলেন।

(বালকের প্রতি প্রেম।)

যিশু বড় শিশু ভাল বাসিতেন। তাঁহার শ্রীকরকমল শিশুগণের মস্তকে স্থাপিত হয় ইহা অনেক পিতা মাতার মনে সাধ হইত। এক স্থানে তাঁহার আশীর্ব্বাদ পাইবার জন্য কয়েকটি বালক উপস্থিত হইল। শিষ্যেরা তাহাদিগকে ধমক্ দেওয়াতে তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "উহাদিগকে নিষেধ করিও না, আসিতে দাও, কারণ স্বর্গরাজ্য ইহাদিগের ন্যায়। সত্য সত্য আমি বলিতেছি, শিশুর মত না হইলে কেহ স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।" পরে তাহাদিগের মস্তকস্পর্শপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া যিশু তথা হইতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। তিনি ক্ষুদ্র শিশু সন্তানদিগের যেরূপ প্রশংসা করিতেন তাহা দেখিলে আর মনে হয় না যে মনুষ্য জন্মপাপী। অন্ততঃ তিনি এ ভ্রান্ত মতে বিশ্বাস করিতেন না।

(অনন্তজীবন।)

পথিমধ্যে এক যুবা দৌড়িয়া আসিয়া অতীব বিনয় সহকারে বলিল, "হে সদ্গুরো! কি করিলে আমি অনন্ত জীবনের অধিকারী হইতে পারি তাহা বলিয়া দিন্?" যিশু বলিলেন, "তুমি আমাকে কেন সৎ বলিতেছ? ঈশ্বর ব্যতীত সৎ আর কেহ নাই। যদি তুমি অনন্ত জীবনে প্রবেশ করিতে সমুৎসুক হও তবে ঈশ্বরাজ্ঞা পালন কর।" যুবা বলিল, "কি সেই আজ্ঞা?" যিশু তাহাকে বলিলেন, "নরহত্যা ব্যভিচার এবং চুরি করিও না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, পিতা মাতাকে সম্মান কর এবং প্রতিবাসীকে আত্মবৎ প্রীতি কর।" সে কহিল, "এ সমস্তই আমি পালন করিয়া থাকি, আর কি অবশিষ্ট আছে তাহাই বলুন। প্রতিবাসীর অর্থ কি? কাহাকে আমি প্রতিবাসী বলিয়া বুঝিব?" যিশু তাহাকে প্রীতির সহিত বলিলেন," কোন ব্যক্তি জেরুশালম হইতে জেরিকো যাইবার কালে পথিমধ্যে দস্যুকর্ত্তৃক সর্ব্বস্বান্ত এবং আহত হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া থাকে। অল্প ক্ষণ পরে জনৈক য়িহুদী পুরোহিত তথায় আসিলেন এবং উহাকে তদবস্থায় দেখিয়া অন্য পথে চলিয়া গেলেন। এক জন অধ্যাপকও তদ্রূপ আচরণ করিলেন। পরিশেষে এক সামেরিটান্ লোক সেখানে আসিয়া দয়ার সহিত উহার শুশ্রূষা করিল এবং পান্থশালায় লইয়া গিয়া উহাকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিল। পর

দিন প্রাতে পান্থশালার রক্ষককে বলিল যে এই মুদ্রা লও, ইহা দ্বারা এই রোগীকে ঔষধ পথ্য দিবে, আরো কিছু যদি আবশ্যক হয় আমি প্রত্যাগমন কালে তোমাকে দিয়া যাইব। এই বলিয়া সে নিজকার্য্যে গম্যস্থানে চলিয়া গেল। বিপন্ন ব্যক্তির পক্ষে এই তিন জনের মধ্যে কে প্রতিবাসী ?" যুবা বলিল, "শেষোক্ত ব্যক্তি।" তখন যিশু তাহাকে উপদেশ করিলেন যে, "যদি সিদ্ধ হইতে চাও তবে সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দুঃখীদিগকে দান কর, তৎপরিবর্ত্তে স্বর্গে ধনরাশি প্রাপ্ত হইবে ; এবং ক্রুশ স্কন্ধে লইয়া আমার পশ্চাদ্গামী হও।" এই নিদারুণ উপদেশ শ্রবণে নিতান্ত ক্ষুণ্নমনা হইয়া সে যুবা ঘরে চলিয়া গেল ; কারণ সে প্রচুর সম্পত্তির অধিস্বামী ছিল। তখন যিশু চারি দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "ধনীর পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা বড়ই কঠিন ; বরং ইহা অপেক্ষা সূচীর ছিদ্রের ভিতর দিয়া উষ্ট্রের গমন সহজ।" এ কথায় শিষ্যেরাও বিস্মিত হইয়া বলিল, "তবে আর কে পরিত্রাণ পাইবে ?" যিশু বলিলেন, "হে বৎসসকল ! মনুষ্যসম্বন্ধে ইহা অসম্ভব, কিন্তু ঈশ্বরের নামে সকলি সম্ভব হয়।"

যিশুর কথার তাৎপর্য্য ইহা নহে যে ধন ঐশ্বর্য্য থাকিলে মুক্তিলাভের আর কোন আশা নাই। ধনিসন্তানের বিলাসসম্ভোগের বস্তুও অনেক, তাহা লাভের উপায়ও আয়ত্তাধীন, প্রলোভন যথেষ্ট, সুতরাং ধন ও পার্থিব ক্ষমতার উপর তাঁহার সমস্ত নির্ভর, দৈবশক্তির মূল্য তিনি জানেন না ; এই জন্য তাঁহার পক্ষে স্বর্গপ্রবেশ বড় কঠিন। ইহাতে ধনের দোষ কিছু নাই, তাঁহার মনের দোষ। ঈশ্বরচরণে ধন সম্পদ উৎসর্গ করিয়া স্বর্গরাজ্য বিস্তারের জন্য তাহা ব্যয় করিলে তদ্দ্বারা মুক্তির পথ পরিষ্কার হয় ; সেরূপ ধনের সহিত বৈরাগ্যের কোন বিরোধ নাই ; ইহার আভাস তাঁহার অন্য উপদেশে প্রকাশ আছে। অগ্রে স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ করিলে অন্যান্য প্রয়োজন সুসম্পন্ন হয়, এই বাক্যের মধ্যে উভয়ের সামঞ্জস্য অবস্থিতি করিতেছে।

যিশুর মনে যেমন বৈষয়িক লালসা ছিল না তেমনি তৎসংক্রান্ত কোন প্রকার প্রভুত্বের ভাবকেও তিনি অন্তরে স্থান দিতেন না। কোন মোহান্ধ ব্যক্তি আসিয়া অভিযোগ করিল যে, "প্রভু, আপনি আমার ভ্রাতাকে

বলিয়া দিন সে যেন আমার সঙ্গে পৈতৃক বিভব অংশ করিয়া লয়।” যিশু বলিলেন, “হে মানব! তোমাদের বিষয়বিভাগের কর্ত্তা এবং বিচারক আমাকে কে করিয়াছে? তোমরা ধনলোভের বিষয়ে সাবধান হইবে। ইহা জানিও যে মানবজীবন প্রচুর সম্পত্তিতে জীবিত থাকে না। একটি গল্প বলি শ্রবণ কর।

“কোন ধনীর ক্ষেত্রে একবার অতিরিক্ত শস্য জন্মে। তদ্দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া সে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, এত সামগ্রী আমি কোথায় রাখিব? প্রশস্ত শস্যাগারত কৈ দেখিতেছি না? পরে সে স্থির করিল, আমি পুরাতন শস্যাগার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তৎস্থানে বৃহত্তর গৃহ নির্ম্মাণ করিব এবং তন্মধ্যে আমার সমস্ত শস্যরাশি সঞ্চয় করিয়া রাখিব; এবং তখন আপনাকে আপনি বলিব, হে আত্মন্! তোমার জন্য বহু বৎসরের ভোগ্য সামগ্রী সঞ্চিত রহিল, এক্ষণে তুমি সুখে পান ভোজন কর এবং আমোদিত হও। এই ভাবে যখন সে আপনাপনি আশার হিল্লোলে ভাসিতেছে এমন সময় ঈশ্বর আসিয়া বলিলেন, ‘রে মূর্খ, অদ্য রাত্রেই তোমার পরলোক গমনের প্রয়োজন। এখন তবে এই সকল সঞ্চিত সম্পত্তি তোমার কে ভোগ করিবে?’ অতএব যে আপনার জন্য ধন সংগ্রহ করে সে ঈশ্বরের নিকট ধনী নয়।” অনন্তর শিষ্যদিগকে স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া বলিলেন, “কেহই দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না। কারণ হয় সে এক জনকে ঘৃণা এবং অপরকে প্রীতি করিবে; নতুবা এক জনের প্রতি অনুরক্ত হইবে ও অপরকে তুচ্ছ করিবে। তোমরা ঈশ্বর ও সংসারের যুগপৎ সেবা করিতে পার না। অতএব আমি বলিতেছি, কি আহার করিব, কি পান করিব, ইহা বলিয়া আপনার জীবনের জন্য ভাবিত হইও না; এবং কি পরিধান করিব বলিয়া শরীরের জন্যও ভাবিত হইও না। অন্ন অপেক্ষা জীবন এবং বস্ত্র অপেক্ষা শরীর কি গুরুতর নহে? আকাশের পক্ষীদিগকে দেখ, তাহারা বপনও করে না, সংগ্রহও করে না, এবং শস্যাগারে সঞ্চয়ও করে না; তথাপি তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তাহাদিগকে আহার দেন। তোমরা কি তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহ? তোমাদের মধ্যে ভাবিত হইয়াই বা কে শরীরের দীর্ঘতা এক হস্ত বৃদ্ধি করিতে পারে? এবং বস্ত্রের জন্যই বা কেন ভাবিত

হও? স্থলপদ্মগুলির বিষয় ভাবিয়া দেখ। তাহারা কেমন বর্দ্ধিত হয়! তাহারা শ্রম করে না, বয়নও করে না; তথাপি আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, রাজা সলিমান তাঁহার যাবতীয় ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও ইহার একটিরও মত বিভূষিত হন নাই। অতএব পরমেশ্বর যদি ক্ষেত্রের তৃণ যাহা অদ্য আছে কল্য চুল্লিনিক্ষিপ্ত হইবে, তাহাকে এমন করিয়া সজ্জিত করেন, তবে হে অল্পবিশ্বাসী ব্যক্তিগণ! তিনি কি তোমাদিগকে তদপেক্ষা অধিক সজ্জিত করিবেন না? অতএব আমরা কি আহার করিব কি পান করিব, অথবা কি পরিধান করিব বলিয়া ভাবিত হইও না। কেন না, তোমাদের যে এই সকল অভাব আছে তাহা তোমাদের স্বর্গীয় পিতা জানেন। ঈশ্বরের রাজ্য এবং তাঁহার ধর্ম্ম সর্ব্বাগ্রে অন্বেষণ কর, তাহা হইলে এই সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে। কল্যকার নিমিত্ত ভাবিও না, কল্য আপনার বিষয় আপনি ভাবিবে। প্রত্যেক দিনের কষ্ট তৎপক্ষে যথেষ্ট।"

ঈশ্বরের প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য ধনের আবশ্যকতা আছে, তদ্ভিন্ন উহা কোন কার্য্যে আসে না এই কথার উপলক্ষে যিশু সহচর বৃন্দকে বৈরাগ্য শিক্ষা দিলেন। সম্মুখে যে ভয়ঙ্কর সময় আসিতেছে, এ সময় বিন্দুমাত্র আসক্তি থাকিলে মহা বিপদ ঘটিবে। এখন প্রেরিত সাধুগণের পক্ষে মহাবৈরাগ্য এবং আত্মত্যাগের প্রয়োজন, সংসার এবং ঈশ্বর সেবা একত্রে চলিবে না; এই নিমিত্ত শিষ্যদিগকে উহা বলিয়া দিতে হইল। এত দিন তাঁহারা স্বদেশে ছিলেন, সময়ে সময়ে গৃহকার্য্য করিতেন, সর্ব্বতোভাবে কাহাকেও বৈরাগী হইতে হয় নাই, কিন্তু সে ভাবে আর এখন কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। যিশুর কাল পূর্ণ হইয়াছে, এক্ষণে পবিত্রাত্মা দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া সকলকে স্বর্গরাজ্য বিস্তার করিতে হইবে, অতএব তিনি সে জন্য শিষ্যদিগকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। শিষ্যদিগের হৃদয় হইতে এখনো পর্য্যন্ত ফলকামনার ধর্ম্ম উন্মূলিত হয় নাই।

(পশ্চাদ্গামী অগ্রবর্ত্তী।)

যিশুর এই সকল কথা শুনিয়া পিটার বলিলেন, "দেখ, আমরা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তোমার শরণাগত হইয়াছি, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে কি

পাইব বল দেখি?" যিশু বলিলেন, "তোমরা যে যে আমার অনুবর্ত্তী হইয়াছ, নবজীবনে মনুষ্যপুত্র যখন গৌরবের সিংহাসনে বসিবেন, তখন তোমরাও দ্বাদশ জন দ্বাদশ সিংহাসনে বসিয়া ইস্রায়েলদিগের দ্বাদশ বংশের বিচার করিবে। আমার এবং বিধানের অনুরোধে যে কোন ব্যক্তি পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী স্ত্রীপুত্র গৃহ কিংবা ভূমি সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়াছে তাহারা নির্য্যাতনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার শত গুণ লাভ করিবে এবং অনন্তজীবনের অধিকারী হইবে। কিন্তু অনেক অগ্রগামী পশ্চাতে পড়িয়া রহিবে এবং পশ্চাদ্গামীরা অগ্রে চলিয়া যাইবে।

"স্বর্গরাজ্য এক জন গৃহস্থের ন্যায়। এক দিন তিনি প্রাতে উঠিয়া আপনার দ্রাক্ষাক্ষেত্রের জন্য কৃষক অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কয়েক ব্যক্তির সহিত এই কথা স্থির হইল যে তাহারা সমস্ত দিন কর্ম্ম করিয়া প্রত্যেকে এক এক সিকি পাইবে। এই অনুসারে তাহারা কার্য্যে নিযুক্ত হইল। আর কয়েক জন লোক কাজ না পাইয়া অলসের ন্যায় বাজারের পথে বসিয়াছিল, বেলা নয়টার সময় গৃহস্বামী তাহাদিগকেও দ্রাক্ষাক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিলেন এবং সমুচিত বেতন দানে অঙ্গীকার করিলেন। পুনরায় দ্বিতীয় প্রহর এবং অপরাহ্ন সময়ে আর কয়েক জনকে তিনি উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করেন। অনন্তর সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে ক্ষেত্রপতি আপনার কর্ম্মচারী দ্বারা কৃষকদিগকে বেতন প্রদান করিতে লাগিলেন। যাহারা সকলের শেষে অপরাহ্নে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিল তাহারা প্রতিজনে এক সিকি করিয়া পাইল। ইহা দেখিয়া প্রথম নিয়োজিত ব্যক্তিরা মনে করিল, তবে আমরা অবশ্য অধিক পাইব। কিন্তু যখন সে আশায় বঞ্চিত হইল তখন বিরক্ত হইয়া তাহারা বলিতে লাগিল, "আমরা সমস্ত দিন রৌদ্রে পরিশ্রম করিলাম, আর উহারা এই এক ঘন্টা আসিয়াছে মাত্র, উভয়ের প্রাপ্য কি সমান হইল? গৃহ স্বামী বলিলেন, 'ওহে মিত্র! আমি কিছু অন্যায় আচরণ করিতেছি না। তোমরা কি এক এক সিকিতে স্বীকৃত হও নাই? অতএব আপনার প্রাপ্য গণ্ডা লইয়া চলিয়া যাও। শেষে যাহারা আসিয়াছে তাহাদিগকেও আমি তোমাদের সমান বেতন দিব। নিজস্ব ধন ইচ্ছামত ব্যয় করা কি আমার

পক্ষে বৈধ নহে? আমি সৎ বলিয়া কি তোমার চক্ষু কলুষিত হইল?" গল্প শেষ করিয়া যিশু বলিলেন, "অতএব যে পশ্চাতে ছিল সে অগ্রবর্ত্তী হইবে এবং যে অগ্রে ছিল সে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে। কারণ অনেক আহূত, কিন্তু অল্প মনোনীত"। বিধাতার কৃপায় এবং মনুষ্যের বিশ্বাস ভক্তির তারতম্যানুসারে ধর্ম্মরাজ্যেও অবিকল ঐরূপ ব্যবস্থা হয় গল্পচ্ছলে যিশু তাহা বুঝাইয়া দিলেন। পরিশ্রমের প্রাচুর্য্য বা কালের দীর্ঘতার উপর ধর্ম্মোন্নতি নির্ভর করে না, বিশ্বাস এবং আত্মত্যাগ দ্বারা দশ বৎসরের কার্য্য এখানে এক মাসে সম্পন্ন হয়। পিটারকে প্রভু যে পুরস্কারের আশা প্রদান করিলেন তাহা অপার্থিব। স্বর্গরাজ্যের প্রেম পরিবারে প্রবেশ করিলে এক জন আত্মীয়ের স্থানে সহস্র ভাই ভগিনী পাওয়া যায়; দশ ঘর কুটুম্বের পরিবর্ত্তে "বসুধৈব কুটুম্বকং" হয়। যিশুর রূপক ভাষা স্বার্থপর চিত্তে ঐহিক সুখাশা সঞ্চার করে বটে, কিন্তু একটু আত্মদৃষ্টি থাকিলে আর কাহাকেও সে ভ্রমে পড়িতে হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয় যে এত কথার পরেও শিষ্য-গণের চৈতন্যোদয় হইল না। কিন্তু অন্য দিকে আবার যিশুর কি মোহিনী শক্তি! সম্মুখে বিপদ মৃত্যু ইহা জানিয়াও কেহ পশ্চাৎপদ নহে। দুর্ব্বলতা এবং নীচবাসনার ভিতর দিয়াও ভগবান্ যেন কেশে ধরিয়া সকলকে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। বহুল ত্রুটি অজ্ঞানতা সত্ত্বেও ঐ কয় জনের ভিতরে এমন কিছু স্বর্গীয় পদার্থ ছিল যদ্দ্বারা তাঁহারা পরে লোকপূজ্য হন।

শিষ্যদিগকে চৈতন্যদান।

ভক্তরাজ যিশু অনেক বিধ প্রণালীতে স্বর্গরাজ্যের লক্ষণ এবং নিজের মহৎ উদ্দেশ্য শিষ্যদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, তথাপি কাহারো মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। ছদ্মবেশধারী ফিরুসীদলের প্রশ্নের উত্তর উপলক্ষে নিজ সহচরবৃন্দকেও তিনি বিশ্বাসতত্ত্ব শিক্ষা দিতেন, কিন্তু দিলে কি হইবে, তাহার যথার্থ তাৎপর্য্য কাহারো হৃদয়ঙ্গম হইত না, হইলেও অল্প কাল মধ্যে তাহা প্রাচীন সংস্কারের মধ্যে ডুবিয়া যাইত। এ দিকে দেখিতে দেখিতে ক্রমে পরীক্ষার কাল নিকটবর্ত্তী হইল, বিপক্ষেরা চারি দিকে যিশুর দুর্নাম ঘোষণা করিতে লাগিল, অল্প কাল মধ্যে তাঁহার কথা জুডিয়ার নানা স্থানে বিস্তার হইয়া পড়িল। এক্ষণে তিনি আর আপনাকে গোপন রাখিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি ঈশ্বর প্রেরিত মসি, মানব কুলের মুক্তির পথপ্রদর্শক, এ বিশ্বাস দিন দিন আপনার অন্তঃকরণে যেমন বিকসিত হইতে লাগিল, তেমনি তাহা মুক্তকণ্ঠে যথা তথা তিনি ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি যে জাতিসাধারণের প্রত্যাশিত মসি নহেন, কথা এবং ব্যবহারে তাহা প্রকাশ পাইল। চতুর্দ্দিকে দেশময় বিরোধের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, ধর্ম্মযাজক ও অধ্যাপকমণ্ডলী একটার পর একটা ক্রমাগত ছল অন্বেষণ করিতেছে, এ সময় আর কি তিনি ভিতরকার বিশ্বাস প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারেন? ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে বর্ত্তমানের অবস্থা দর্পণে তাহাও তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। লজ্জা ভয় ভাঙ্গিয়া গেল, উৎসাহের অনল প্রাণের ভিতর জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু যাহাদিগকে অল্প কাল পরে জীবন উৎসর্গ করিয়া স্বর্গরাজ্যের সীমা বিস্তার করিতে হইবে তাহাদিগের দুরবস্থা আলোচনা করিয়া যিশুর প্রাণ বড় আকুল হইতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গে আসিলে সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়া ক্রুশভার স্কন্ধে লইতে হয়, একার্য্যের পুরস্কার পৃথিবীতে নাই, কোন প্রকার সাংসারিক সুখ সৌভাগ্য ইহাতে লাভ হইবে না, বরং

তদ্বিপরীত যাহা কিছু তাহাই ঘটিবে; এ সমস্ত কথাই তিনি স্পষ্টাক্ষরে বা প্রকারান্তরে পুনঃ পুনঃ বলিলেন, তত্রাচ কেহ বুঝিতে পারিল না। শিষ্যেরা যদিও গৃহ পরিবার আত্মীয় ধন জন ছাড়িয়া আসিয়াছে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যাহা পাইবে সে সম্বন্ধে এখনও অনেকে অবিশ্বাস সন্দেহ পোষণ করে। যিশু ইতঃপূর্ব্বেই নিজ প্রাণদণ্ডের কথা বলিয়া আসিয়াছেন, এক্ষণে চারিদিকের অশুভ লক্ষণ সকল দেখিয়া তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন; ভবিষ্যতে য়িহুদী বংশের কি দুর্দ্দশা ঘটিবে তাহাও ইঙ্গিতে প্রকাশ করিলেন।

অনন্তর বিবিধ কথা প্রসঙ্গে ক্রমে তাঁহারা জেরুশালমের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বহুসংখ্যক নরনারী যুবা বৃদ্ধকে পশ্চাতে লইয়া মহাবীর যিশু চলিতেছেন, গ্রামে নগরে পথে প্রান্তরে দর্শকবৃন্দ কৌতূহল নেত্রে সে শোভা দর্শন করিতেছে। পথশ্রান্তি অনাহার রাত্রি জাগরণে শরীর ক্লিষ্ট, অথচ আত্মার প্রভা বিন্দুমাত্র ম্লান নহে। পৃথিবীর যাবতীয় দুঃখ শোক দারিদ্র্য অপমান মস্তকে বহন করিয়া তাহাকে সত্য ধনে ধনী করিবার জন্য যেন তিনি ব্রত লইয়াছিলেন। আহা! ভগবানের প্রিয়সন্তান যিশু সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া দীন দুঃখীদিগের সঙ্গে কাঙ্গালের বেশে পথে পথে ভ্রমণ করিতেছেন, ইহা কি অভূতপূর্ব্ব স্বর্গীয় দৃশ্য! তাঁহার এই দিগ্‌বিজয়ী মূর্ত্তি অবলোকনে এবং অগ্নিময় বাক্য শ্রবণে দুর্ব্বল ভীরুস্বভাব অনুচরবর্গের প্রাণ ভয়ে কাঁপিতেছে। কিন্তু "শিরদিয়াতো রোনা ক্যা" মন্ত্রে যাহারা সৈনিকপদে ব্রতী হইয়াছে তাহারা আর ভয় করিয়াই বা কি করিবে? প্রাণের টানে, স্বর্গীয় আকর্ষণে আবদ্ধ, পলাইবার পন্থা নাই। অল্পবিশ্বাসী জীবেরা চিরকালই কৃপার পাত্র। যত দিন তাহারা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক সাধুর মাতৃক্রোড়ে অবস্থিতি করে তত দিন কিছুতেই নিদ্রাভঙ্গ হয় না, পরে পবিত্রাত্মার প্রভাবে জাগিয়া উঠে। সঙ্গীদিগকে ভীত দেখিয়াও যিশু আসন্ন বিপদের কথা বলিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন না, বরং বিকারী রোগীকে যেন পুনঃ পুনঃ বিষপ্রয়োগ দ্বারা উজ্জীবিত করিতেছেন।

পথে চলিতে চলিতে এক নিভৃত স্থানে চিহ্নিত দ্বাদশ জনকে ডাকিয়া

বলিতে লাগিলেন, "দেখ, এক্ষণে আমরা জেরুশালমে যাইতেছি, মনুষ্য পুত্র তথায় প্রধান ধর্ম্মযাজক ও অধ্যাপকদিগের হস্তে সমর্পিত হইবেন; তাহারা অপমান এবং পরিহাস করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে প্রাণে বধ করিবে।" শিষ্যগণের অন্ধতা যে কত অধিক, তাহা আর বলা যায় না। তাদৃশ মর্ম্মভেদী সংবাদ শুনিয়াও পরক্ষণে জেবেদির পুত্রদ্বয় জেম্‌স এবং জন্ বলিল, "প্রভু, আমাদের বড় ইচ্ছা যে, আপনি আমাদের বাসনা পূর্ণ করেন।" যিশু কহিলেন, "তোমরা আমার নিকট কি প্রার্থনা কর?" উহারা বলিল, "আপনি গৌরবের সিংহাসনে যখন আরোহণ করিবেন তখন আমরা দুই জন আপনার দক্ষিণে বামে বসিব।"* যিশু বলিলেন, "তোমরা কি চাহিতেছ তাহা জান না। আমি যে পানপাত্র পান করিব তাহা কি তোমরা পান করিতে পারিবে? এবং আমি যে অভিষেকে অভিষিক্ত হইব তাহাতে কি তোমরা অভিষিক্ত হইতে সক্ষম হইবে?" ভ্রাতৃদ্বয় কহিল, হাঁ আমরা পারিব।" যিশু বলিলেন, "তোমরা পারিবে তাহা বুঝিলাম, কিন্তু কাহাকেও আমার দক্ষিণে কিংবা বামে বসাইবার ক্ষমতা আমার হস্তে নাই; যাহাদের জন্য তাহা নির্দিষ্ট আছে তাহারাই কেবল সেখানে বসিবে।" ঘোর সঙ্কটের কালে এ প্রকার স্বার্থপর প্রশ্নের সদুত্তর দিতে কেবল যিশুই পারেন। এ অবস্থায় শান্তি ধৈর্য্য দয়া সহিষ্ণুতার প্রায় অন্ত হয়, কিন্তু ক্ষমার অবতার যিশু তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না, প্রশান্ত চিত্তে অবোধ শিষ্যদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন।

জন্ এবং জেম্‌সের কথায় অবশিষ্ট দশ জনের ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। তাহারা উহাদিগের প্রতি কুটিল কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। যিশুর কি দুঃখের অবস্থা। কোথায় তিনি ধর্ম্মের জন্য অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন করিতে যাইতেছেন, আর ইহারা উচ্চ পদের ভিকারী হইয়া পরস্পরকে হিংসা দ্বেষ করিতেছে! হায়! স্বার্থপরতা, পদমর্য্যাদা, স্বর্গপুরেও অধিকার বিস্তার করিতে চায়। গৃহবিবাদের সূত্র দেখিয়া যিশু মধুর ভাষে বলিলেন, "দেখ, জেণ্টাইল্‌দিগের উপর যাহারা শাসন ও প্রভুত্ব করে তাহাদের উপরেও আবার শাসন করিতে পারে এমন প্রভু আছে, কিন্তু তোমাদের ভিতর

* মথির গ্রন্থে আছে, জন্ ও জেম্‌সের মাতা এই প্রার্থনা করিয়াছিল।

সেরূপ সম্বন্ধ থাকা উচিত নহে। যে কেহ তোমাদের মধ্যে বড় হইতে চায় সে সকলের সেবা করিবে। কারণ মনুষ্যপুত্র যিনি তিনিও সেবিত হইতে আসেন নাই, সকলকে সেবা করিতে আসিয়াছেন। বহুলোকের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তিনি স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করিবেন।"

এইভাবে নানাবিধ শিক্ষা দিতে দিতে চলিতেছেন, একস্থানে য়িহুদীরা জিজ্ঞাসা করিল, "ঈশ্বরের রাজ্য কবে আসিবে?" যিশু বলিলেন, "সে রাজ্য বাহ্যাড়ম্বরের সহিত আসে না। এখানে এবং সেখানে এরূপ কথা এবিষয়ে সংলগ্ন হয় না; কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের হৃদয়ে বর্ত্তমান।" স্বর্গরাজ্য বাহিরের কোন একটি বস্তু নহে, বিশ্বাসীর অন্তরের মুক্তাবস্থা, বিশ্বাস নয়নে যে তাহা নিজ অন্তরে দেখে সেই তাহার প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পায়। বাহিরে ভক্তপরিবারে সাধুমণ্ডলীতে তাহার আভাস নয়নগোচর হয়।

প্রার্থনা শিক্ষা।

এক দিন যিশু কোন স্থানে একাকী বসিয়া প্রার্থনা করিতেছিলেন। তথা হইতে উঠিয়া আসিলে জনৈক শিষ্য বলিল, " প্রভু, জন্ যেমন আপনার শিষ্যদিগকে প্রার্থনাতত্ত্ব শিখাইয়াছিলেন তেমনি আপনিও আমাদিগকে বলিয়া দিন আমরা কিরূপে প্রার্থনা করিব।" যিশু বলিলেন, "তোমরা ঈশ্বরের নিকট গোপনে প্রার্থনা করিবে। কপটীরা প্রকাশ্য স্থানে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করে যে লোকেরা তাহাদিগকে প্রশংসা করুক, কিন্তু তাহাদের পুরস্কার তাহারা এইখানেই পাইল। দেবপূজকেরা যেরূপ করে, প্রার্থনার কালে সেরূপ বৃথা পুনরুক্তি করিও না। তাহারা মনে করে, অনেক কথা বলিলে বুঝি তাহা গ্রাহ্য হইবে। তাহাদের মত তোমরা হইও না। কথা বলিবার পূর্ব্বেই তোমার পিতা জানেন, কি তোমার অভাব। এইরূপে প্রার্থনা করিবে; 'হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম পবিত্র হউক! তোমার রাজ্য আগমন করুক! স্বর্গে যেমন তেমনি পৃথিবীতেও তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক! আমাদিগকে প্রতি দিবসের জীবিকা দান কর। আমরা যেমন অপরাধীর অপরাধ মার্জ্জনা করি তেমনি তুমি আমাদের দোষ মার্জ্জনা কর; পরীক্ষায় ফেলিও না, মন্দ হইতে উদ্ধার কর। রাজ্য, পরাক্রম, মহিমা চিরকাল তোমারি।' তুমি যদি মনুষ্যের দোষ ক্ষমা কর তবে স্বর্গস্থ পিতা তোমার দোষ ক্ষমা করিবেন। তুমি যদি তাহা না কর তবে তাঁহার নিকট তুমি ক্ষমা পাইবে না। যাচ্ঞা কর তোমাদিগকে দেওয়া হইবে; অন্বেষণ কর তোমরা প্রাপ্ত হইবে; আঘাত কর তোমাদের জন্য দ্বার মুক্ত হইবে। কারণ যে কেহ যাচ্ঞা করে সে লাভ করে; যে অন্বেষণ করে সে প্রাপ্ত হয়; এবং যে আঘাত করে তাহার নিমিত্ত দ্বার উন্মুক্ত হয়। এমন লোক তোমাদের মধ্যে কে আছে যে, যদি তাহার সন্তান রুটী ও মৎস্য চায় তাহাকে সে প্রস্তর খণ্ড এবং

সর্প দেয়? যদি তোমরা মন্দ হইয়াও সন্তানকে ভাল সামগ্রী দিতে শিখিয়া থাক, তাহা হইলে স্বর্গস্থ পিতা তাঁহার প্রার্থী সন্তানদিগকে কত অধিক ভাল সামগ্রী দিবেন বিবেচনা করিয়া দেখ?"

"তোমাদের মধ্যে এরূপ লোক কে আছে যে তাহার নিকট রাত্রি দুই প্রহরের সময় গিয়া যদি বল যে বন্ধু, আমাকে তিন খণ্ড রুটী দাও, কারণ বিদেশ হইতে একটি বন্ধু আসিয়াছেন তাঁহাকে দিবার কোন সামগ্রী আমার ঘরে নাই, আর তিনি ইহা শুনিয়া গৃহাভ্যন্তর হইতে এইরূপ উত্তর দেন যে, এখন আমাকে বিরক্ত করিও না, দ্বার বন্ধ আছে, ছেলেরা সব আমার কাছে ঘুমাইতেছে, এখন আর আমি উঠিয়া তোমাকে রুটী দিতে পারি না? আমি বলিতেছি, যদি সে প্রথমে ফিরাইয়া দিতে চেষ্টা করে, তথাপি বার বার অনুরোধ করিলে সে উঠিবে এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী অভাবানুযায়ী তাহার বন্ধুকে সে দিবে।"

অনন্তর তিনি আরো বলিলেন, "নিরুৎসাহী না হইয়া সতত প্রার্থনা করা উচিত। কোন নগরে এক বিচারকর্ত্তা ছিল; সে ঈশ্বর কিংবা মনুষ্যকে ভয় করিত না। কোন বিধবা তাহাকে পুনঃ পুনঃ বলিত যে আমার বিপক্ষে অত্যাচার হইতে আমাকে রক্ষা কর। প্রথমে কিছু ক্ষণ তাহার কথায় বিচারপতি কর্ণপাত করিল না। পরে মনে মনে ভাবিল, 'আমিত ঈশ্বর কিংবা মনুষ্য কাহাকেও ভয় করি না, কিন্তু এই বিধবা আমাকে বড় জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে; যাহাতে প্রতিদিন আসিয়া এ আমাকে বিরক্ত করিতে না পারে তজ্জন্য কিছু উপায় করিতে হইল। আচ্ছা, আমি উহার মনস্কামনা সিদ্ধ করিব।' শুনিলেত অন্যায়কারী বিচারক কি কথা বলিল? তেমনি জানিবে, ঈশ্বর আপনার চিহ্নিত সেবকগণের আবেদন শুনিবেন। তাহারা যদি ঈশ্বরের দ্বারে গিয়া দিবা নিশি কাঁদে তাহাতে কি তিনি কর্ণপাত করিবেন না? যদিও তিনি ধৈর্য্য শিক্ষা দিবার জন্য ফলদানে অনেক সময় বিলম্ব করেন, কিন্তু প্রার্থীর প্রার্থনা অপূর্ণ থাকে না।"

আর একটি দৃষ্টান্ত বলিলেন, "এক জন ফিরুশী এবং এক জন করসংগ্রাহক প্রার্থনা করিবার জন্য মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিল। ফিরুশী এই ভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিল, 'হে ঈশ্বর! তোমাকে ধন্যবাদ; কেন না আমি

পাপী ব্যভিচারী হীন লোকদিগের মত নহি। আমি সপ্তাহে দুইবার উপবাস করি, সমস্ত আয়ের দশমাংশ ধর্ম্মার্থ দান করিয়া থাকি।' কিন্তু করসংগ্রাহক দূরে দণ্ডায়মান হওত স্বর্গের দিকে নয়ন উত্তোলন করিতে সাহস না পাইয়া বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, 'হে ঈশ্বর! এ পাপীর প্রতি ক্ষমাশীল হও।' এই দুইজনের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তি পবিত্র হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল। যে আপনাকে আপনি উচ্চ করিতে চাহে সে নত হইবে, এবং যে নত হয় সে উন্নত হইবে।"

অপর কোন স্থলে এক দিন শিষ্যদিগকে চমৎকৃত হইতে দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি তোমাদের এমন বিশ্বাস থাকে যে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ স্থান না পায়, তাহা হইলে সেই বিশ্বাসের বলে পর্ব্বতকে বলিবে স্থানান্তরিত হও, সে হইবে। যে কোন বিষয় প্রার্থনা করিবে বিশ্বাস রাখিও যে তাহা পাইবে।" এই কথাটি প্রার্থনাশাস্ত্রের সার কথা, ইহা বুঝিলে স্বর্গরাজ্য অধিকার করা যায়। যথার্থ প্রার্থনাতত্ত্ব যিশু পৃথিবীকে দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস যেমন জীবন্ত, প্রার্থনা তেমনি অব্যর্থ ছিল। প্রার্থনার ফলোপধায়িতাসম্বন্ধে যাঁহারা চিরকাল তর্ক করেন তাঁহারা যেন যিশুর পদতলে এক বার বসিয়া উহার গূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা করেন।

স্বর্গরাজ্যের ঔদার্য্য।

যিশু যে প্রেমরাজ্য সংস্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন তাহাতে জাতি, সম্প্রদায় বা বর্ণভেদ ছিল না। য়িহুদীরা যাহাদিগকে স্পর্শ করিত না সেই পৌত্তলিক জেণ্টাইল ও সামেরিটান প্রভৃতি ভিন্ন বংশীয়দিগকেও যিশু দয়া করিতেন। তিনি জগজ্জনের বন্ধু, সুতরাং যেমন চিহ্নিত ইস্রায়েল বংশকে পাপ কুসংস্কার অন্ধ বিশ্বাসের দাসত্ব হইতে রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল, তেমনি প্রধানপদারূঢ় ধর্ম্মযাজকদিগের পদদলিত দীন দুঃখী সমাজচ্যুত জনসাধারণকেও পৌরহিত্যের পীড়ন হইতে মুক্ত করিতে সমুৎসুক। সামান্য ও মধ্যবিধ শ্রেণীর লোকের উপরেই তাঁহার অধিক আশা ভরসা ছিল; কারণ তাহাদের মধ্যে স্বর্গরাজ্যের ভিত্তি প্রথমে স্থাপিত হয়। উচ্চপদস্থ জ্ঞানী ও সম্পন্ন ব্যাক্তিদিগের নিকট কেবল তিনি পুনঃ পুনঃ প্রতিঘাত পাইতেন। তাহারা ধর্ম্মের নামে স্বার্থ সাধন করিত এবং বলিত যে অপরসাধারণের স্বর্গপ্রবেশে অধিকার নাই। এই অহঙ্কার ও সাম্প্রদায়িকতার প্রাচীর ভগ্ন করিবার জন্যই যিশুর আগমন। তিনি মৃত ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রাণহীন কর্ম্মকাণ্ডকে বিনাশকরণার্থ স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

শিষ্য সঙ্গে জুডিয়ার পথে পথে গ্রামে গ্রামে যখন তিনি স্বর্গীয় সুসমাচার প্রচারে প্রবৃত্ত আছেন এমন সময় বহুলোকের মধ্য হইতে এক নারী উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "ধন্য সেই গর্ভ যাহা তোমাকে ধারণ করিয়াছিল! এবং ধন্য সেই মাতৃস্তন যাহা তুমি চোষণ করিয়াছ!" যিশু বলিলেন, "বরং তাহারা ধন্য যাহারা ঈশ্বরের বাণী শুনিয়া তাহা পালন করিতেছে!" বংশ গৌরব এবং মানবীয় গুণগরিমা তাঁহার নিকট নিতান্ত অসার বলিয়া বোধ ছিল, সর্ব্বত্র কেবল সেই এক অদ্বিতীয়ের মহিমা সমস্ত বিষয়ে তিনি দেখিতেন।

শক্রকুল বারংবার মর্ম্মাঘাত প্রাপ্ত হইয়া নিরন্তর দোষ অনুসন্ধান করিতেছে। যে অপরাধে প্রাণদণ্ড হয় সে অপরাধে যিশু ইতঃপূর্ব্বেই অপরাধী হইয়াছেন। কেন না তাঁহা কর্ত্তৃক প্রাচীন ধর্ম্মবিধি পুনঃ পুনঃ উপেক্ষিত হইয়াছে; জাতিকুলভ্রষ্ট অন্ত্যজ মনুষ্যদিগের সঙ্গে বাস, বিশ্রাম বারে রোগ ভাল করা, অধৌত হস্তে ভোজন, অধিকন্তু প্রেম ক্ষমা দয়া পবিত্রতা বিশ্বাস ভক্তি বৈরাগ্যের অন্তর্ভেদী উপদেশ; এ সমস্তই প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ। সদা সর্ব্বদা বহুলোক সঙ্গে থাকিত, সে সকল লোক আবশ্যক হইলে এবং একটু অনুমতি পাইলে শক্রর মস্তক ভগ্ন করিতে অপারগ নহে, যিশুর বাক্যবল ও ক্ষমতাও অদ্ভুত, এই কারণে সহসা কেহ কিছু অত্যাচার করিতে সাহসী হইত না। কিন্তু তাঁহাকে রাজদ্রোহী কিংবা বিধর্ম্মী বলিয়া সাব্যস্ত করিবার জন্য যত দূর উপায় হইতে পারে তাহা অন্বেষণে তাহারা পরাঙ্মুখ ছিল না। গোপনে চতুর্দ্দিকে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তৃত হইয়াছে, বিপক্ষেরা নানাস্থানে নানাভাবে কুমন্ত্রণা করিতেছে; কোন না কোনটার মধ্যে যিশুকে পড়িতেই হইবে।

এক দিন কোন দুষ্ট ফিরূশী আসিয়া ভোজনার্থ যিশুকে নিজালয়ে লইয়া গেল। অভয়কবচে আবৃত মনুষ্যপুত্রের আর এখন ভয় ভাবনা কিছু নাই, শক্রমণ্ডলীতে বেষ্টিত হইয়া নির্ভয়ে বাস করিতেছেন। ক্রূরমতি য়িহুদীদিগের যেমন সকল কূট প্রশ্ন, তাঁহার উত্তরও তেমনি মুদ্গরের ন্যায় আশুফলপ্রদ; সহজে কেহ যে বাগ্বিতণ্ডায় অপ্রতিভ করিবেন সে ধাতুর লোক তিনি নহেন। কখন গল্পচ্ছলে, কখন স্পষ্ট ভাষায় এমন সকল সুতীক্ষ্ণ বাক্যবাণ তিনি বর্ষণ করিতেছেন যে তাহাতে শক্রকুলের অন্তঃকরণ বিদ্ধ হইয়া যাইতেছে এবং তাহা শুনিয়া ভীরুপ্রকৃতি সহচরগণেরও ভয়ে প্রাণ কাঁপিতেছে। মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত ও পুরোহিত দল যিশুর তীব্র ভর্ৎসনায় এক এক বার অস্থির হইয়া পড়িতেছে; মান সম্ভ্রম আর কাহারো রহিল না। সিংহশাবকের নিকট সহস্র শৃগাল কি করিতে পারে? যিশু শক্রগৃহে ভোজনে বসিয়াছেন, চারি দিকে বিপক্ষের অনুচরগণ দোষানুসন্ধানে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, তদবস্থায় নানা কথার প্রসঙ্গ আরম্ভ হইল।

সভাস্থলে কিরুশীদিগকে উচ্চাসন লাভে ব্যাকুল দেখিয়া যিশু বলিলেন, "যখন কেহ তোমাদিগকে বিবাহে নিমন্ত্রণ করে তখন সভাস্থলে গিয়া উচ্চাসনে বসিও না। কি জানি তথায় যদি তোমা অপেক্ষা কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিমন্ত্রণ হইয়া থাকে, আর সে আসিবা মাত্র গৃহস্বামী তোমাদিগকে বলে যে এস্থান হইতে নিম্ন আসনে যাও, তাহা হইলে বড় লজ্জার বিষয়। বরং নিমন্ত্রণে গিয়া সর্ব্বাগ্রে এক পার্শ্বে এক নিম্ন আসনে বসিবে; গৃহস্বামী যখন দেখিবেন তখন তিনি তোমাদিগকে আদর করিয়া সকলের সমক্ষে উচ্চাসনে বসাইবেন। যে আপনাকে আপনি উচ্চ করিতে চাহে তাহাকে নত করা হইবে, এবং যে বিনম্র সে সমুন্নত হইবে"

পরে তিনি গৃহস্বামীকে বলিলেন, "যখন তুমি বাড়ীতে ভোজনের আয়োজন করিবে তখন আপনার বন্ধু ও ভ্রাতৃগণ কিংবা ধনাঢ্য প্রতিবাসী এবং কুটুম্বদিগকে নিমন্ত্রণ করিও না; কারণ তাহারা কোন সময়ে আবার তোমাকেও নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার প্রতিশোধ দিবে। বরং তুমি দুঃখী অন্ধ খঞ্জ অতুরদিগকে ডাকিয়া তাহাদের সেবা কর, ধন্য হইবে, পরলোকে তাহার পুরস্কার পাইবে।" ইহা শুনিয়া একজন বলিয়া উঠিল, "ধন্য! সেই ব্যক্তি যে স্বর্গরাজ্যে বসিয়া ভোজন করিবে।"

পুনরায় যিশু বলিতে লাগিলেন, "স্বর্গরাজ্য এক নরপতির ন্যায়। তিনি স্বীয়পুত্রের বিবাহোপলক্ষে এক দিন নিজভবনে এক ভোজের আয়োজন করেন এবং তাহাতে অনেক লোক নিমন্ত্রিত হয়। অনন্তর আহার্য্য প্রস্তুত হইলে যখন তাঁহার ভৃত্যেরা সকলকে ডাকিতে গেল তখন প্রত্যেকে কোন না কোন ছল করিয়া বলিল, আমরা যাইতে পারিব না। রাজা তাহা শুনিয়া অনুচরদিগকে আজ্ঞা দিলেন যে যাও, এবং সকলকে অবগত কর, আমি তাহাদের জন্য হৃষ্ট পুষ্ট গো মেষ পশু বধ করিয়া ভোজ্য প্রস্তুত করিয়াছি, তোমাদিগকে আসিতেই হইবে। পুনর্ব্বার ডাকিতে যাওয়ায় এক জন বলিল, আমি এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়াছি তাহা দেখিতে যাইতে হইবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, আমি পাঁচটি হালের বলদ কিনিয়াছি তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে, অতএব আমায় ক্ষমা কর। তৃতীয় ব্যক্তি কহিল, আমি সম্প্রতি বিবাহ করিয়াছি এই জন্য যাইতে

পারিতেছি না। অবশিষ্টেরা রাজার ভৃত্যদিগকে ধরিয়া মারিল এবং হত্যা করিল। এই সংবাদ পাইয়া রাজা আপনার সৈন্যদল পাঠাইয়া উহাদিগকে ধনে প্রাণে বিনাশ করিলেন এবং বলিলেন, শীঘ্র যাও, নগরের পথ হইতে দুঃখী খঞ্জ অন্ধ দরিদ্রদিগকে ডাকিয়া আন। ভৃত্যেরা তাহাই করিল, কিন্তু তাহাতে রাজবাড়ীর সকল স্থান পূরিল না। রাজা আবার বলিলেন যে যাও, যেখানে যে থাকে লইয়া আইস। ভাল মন্দ নানা প্রকার লোক ভোজনে বসিয়াছে, তন্মধ্যে এক জনের বিবাহোপযোগী পরিচ্ছদ ছিল না, রাজা তাহাকে কারাবদ্ধ করিলেন, কেন না সে রাজাকে সম্মান প্রদর্শন করে নাই, বিবাহোপযোগী বস্ত্র রাজার নিকট ভিক্ষা করিয়া লয় নাই।" একথা শেষ করিয়া যিশু বলিলেন, "নিমন্ত্রিত ঐ সকল লোকদিগের মধ্যে কেহ আমার ভোজের আস্বাদ পাইবে না।" অভিমানী য়িহুদীদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য তিনি এখানে দুঃখীদিগের মান বাড়াইলেন।

তদনন্তর বহু লোক সমবেত হইলে, যিশু বলিলেন, "যদি কেহ আমার সঙ্গী হইতে চায় আর সে আপনার পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র ভাই ভগ্নী এবং জীবনকে তুচ্ছ না করে, তবে সে আমার শিষ্য হইতে পারিবে না। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে কোন একটি উচ্চতর কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণে কৃতসংকল্প হইয়া তাহার উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ আছে কি না তাহা অগ্রে গণনা না করে? ভিত্তি স্থাপন করিয়া শেষ যদি সে ঘর গাঁথিয়া তুলিতে সক্ষম না হয়, তাহা হইলে যে দেখিবে সেই উপহাস করিবে আর বলিবে, এ ব্যক্তি ঘর আরম্ভ করিয়া শেষ করিতে পারিল না। এমন নরপতি কি কেহ আছে যে বিপক্ষের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে এক বার ভাবিয়া দেখে না যে আমার দশ সহস্র সৈন্য শত্রুর বিশ সহস্রকে জয় করিতে পারিবে কি না? যদি সে যুদ্ধ বিষয়ে আপনাকে অপারগ মনে করে তবে শত্রুপক্ষ দূরে থাকিতে থাকিতে দূত পাঠাইয়া সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা পায়। তেমনি তোমাদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি হউক, যদি সে সর্ব্বস্ব ত্যাগ না করে, তবে সে কোন কালে আমার শিষ্য হইতে পারিবে না। তোমরা পৃথিবীর লবণস্বরূপ। লবণ অতি উৎকৃষ্ট সামগ্রী; কিন্তু যদি উহা স্বাদহীন হয় তবে কিসের দ্বারা পুনরায় সে লবণাক্ত

হইবে? উহা ভূমিতে কি গোময়কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইবারও যোগ্য নহে, কেবল দূরে নিক্ষিপ্ত হইবার উপযুক্ত। যাহার কর্ণ আছে সে শ্রবণ করুক।” পৃথিবীতে যাহারা স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিতে চাহে তাহাদিগকে সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী হইতে হইবে, ইহা বুঝাইবার জন্য যিশু বলিয়াছেন, পিতা মাতা আত্মীয় জন এবং জীবনকে ঘৃণা না করিলে উক্ত কার্য্যে কেহ ব্রতী হইতে পারে না। স্বর্গরাজ্যস্থাপন সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়কার্য্য ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য পার্থিব বিষয়কে ঘৃণা করিবার কথা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু গুরুজনকে ভক্তি করিতে হইবে একথা পূর্ব্বেই তিনি বলিয়াছেন।

এক দিন যিশু বহু লোক সঙ্গে পথে চলিতেছেন, জাকেসাস্ নামক কোন খর্ব্বাকৃতি মনুষ্য তাঁহাকে দেখিবার জন্য এমনি ব্যাকুল হইয়াছিল যে সে এক ডম্বুর বৃক্ষে উঠিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। যিশু উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত বলিলেন, “জাকেসাস্, শীঘ্র নামিয়া আইস, অদ্য আমি তোমার গৃহে বাস করিব।” সে নিতান্ত হীনবংশীয় ইতর লোক ছিল, যিশুর কথা শুনিয়া মহা আহ্লাদিত চিত্তে তাঁহাকে নিজালয়ে লইয়া গিয়া যত্নপূর্ব্বক সেবা করিল। ইহাতে কেহ কেহ বলিয়াছিল ইনি পাপীর বাড়ীতে রাত্রবাস করেন। জাকেসাস্ বিনীত ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া কহিল, “প্রভু, দেখুন, আমার সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ আমি দরিদ্রকে দান করিব। আর অন্যায় পূর্ব্বক যদি কাহারো কিছু হরণ করিয়া থাকি তবে তাহার চতুর্গুণ তাহাকে ফিরাইয়া দিব।” যিশু বলিলেন, “অদ্য এই গৃহে পরিত্রাণ অবতীর্ণ হইল।”

দুঃখীর প্রতি ঈশ্বরের দয়া।

য়িহুদী জাতির প্রধান ব্যক্তিরা মনে করিত তাহারা যেমন দীন দরিদ্র শূদ্রদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখে ঈশ্বরও তাহাদের প্রতি তেমনি করেন। যিশু ঠিক ইহার বিপরীত কথা বলিতেন। জুডিয়াদেশের প্রাচীন কুসংস্কারের দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া অবধি কেবল এই কয়েকটি বিষয়ে তিনি বার বার উপদেশ দিতেন। (১) বিশ্বাসঘাতক প্রধান ভৃত্য অর্থাৎ য়িহুদীদিগের নিকট হইতে স্বর্গরাজ্য প্রত্যাহরণ করিয়া তাহা চণ্ডাল পতিতদিগের হস্তে দেওয়া হইবে। (২) যাহারা অনুতপ্ত হইল না তাহাদের মহাবিনাশের কাল নিকটবর্ত্তী। (৩) ঈশ্বর পুত্রের নিধন এবং ভবিষ্যতে তাঁহার জয়।

স্বজাতির রাজদ্রোহী প্রকৃতি এবং রোমীয় সাম্রাজ্যের বিপুল পরাক্রম পর্য্যালোচনা দ্বারা যিশু সহজ জ্ঞানে ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে অচিরে এই গর্ব্বিত কঠোরমনা ইস্রায়েল কুলের দর্প চূর্ণ হইবে। বিশেষতঃ যখন স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন উঁহারা পবিত্রাত্মার বিরুদ্ধে বার বার পাপাচরণ করিতেছে, ধর্ম্মের নামে আপনারা নরকে ডুবিয়া অপরকেও ডুবাইতেছে, ধন বিদ্যা এবং পদমর্য্যাদার অপব্যবহার করিয়া পৃথিবীতে দুর্নীতি অবিচার পাপ অধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত করিতেছে, তখন এরূপ সিদ্ধান্ত মনে কেনই বা না আসিবে? রাজা এবং ঈশ্বর যেখানে উভয়ই বিপক্ষ, জাতীয় সাধারণ প্রকৃতিও আত্মঘাতী, সেখানে আর প্রাচীন গৌরব কত দিন তিষ্ঠিতে পারে? কিসের বলেই বা তাহা তিষ্ঠিবে? পাপ অধর্ম্মের বলে? অসত্য দুর্নীতি যথেচ্ছাচার জাতীয় মহত্ত্বের ঘুণস্বরূপ। ঈশামসি পুরাতন পতনোন্মুখ রাজ্যের পরিবর্ত্তে নূতন রাজ্য সঙ্গঠনের সংবাদ ঘোষণা করিলেন। কারণ তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন, যে ধর্ম্মসমাজ দৈবশক্তিবিহীন হইয়া কেবল পুরোহিত ও অর্থলোভী শাস্ত্রীদিগের স্বার্থসাধনের হেতু হয়, যেখানে

নৈতিক শাসন সাংসারিক সুখবিলাসের উপায় মাত্র, সে ধর্ম্মসমাজ আত্মবিনাশের বীজ ইতঃপূর্ব্বেই গর্ভে ধারণ করিয়াছে, তাহার অধঃপতন কেবল কালসাপেক্ষ মাত্র। কিন্তু যিশু দাউদবংশসম্ভূত পার্থিব ক্ষমতাশালী মসি নহেন, অথচ তিনি নূতন অর্থে এই শব্দ ব্যবহার করিতেন। তিনি ঈশ্বরপ্রেরিত পরিত্রাতা ইহা নিজ মুখে শেষে বলিয়াছিলেন। আপনাকে মসি বলিয়া স্বীকার করিতেন, কিন্তু প্রচলিত অর্থের সঙ্গে তাহা মিলিত না, মসির লক্ষণ তাঁহাতে ছিল না, এই জন্য য়িহুদীরা তাঁহাকে প্রবঞ্চক বলিয়া নিন্দা করিয়া বেড়াইত। যিশু নূতন অর্থে পুরাতন সংজ্ঞা অনেক ব্যবহার করিতেন, ইহাতে অন্ধ বিশ্বাসীরা বড়ই বিরক্ত হইত। কিন্তু তাঁহার নববিধ স্পষ্ট ব্যাখান দ্বারা তাহার আধ্যাত্মিক অর্থ এমন পরিষ্কাররূপে বিবৃত হইত যে তাহাতে প্রবঞ্চিত হইবার কাহারো সম্ভাবনা থাকিত না। তবে লোকে না কি সাধারণতঃ প্রাচীন সংস্কারানুসারে সমস্ত কথার অর্থ বুঝিতে চায়, সুতরাং প্রচলিত ভাষার অভিনব গভীর অর্থ তাহারা সহসা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। ধর্ম্মানুরাগ, সত্যপ্রিয়তা থাকিলে তাহা অনায়াসে পরে বুঝা যাইতে পারে; কিন্তু সেরূপ সদ্গুণ বিরল বলিয়া লোকে ক্রোধে হতবুদ্ধি হয়; তখন আর তাহাকে কিছুতেই বুঝান যায় না। যিশুর প্রচারিত "স্বর্গরাজ্য" বিশ্বাসী প্রমুক্তাত্মাদিগের সমষ্টি, অর্থাৎ প্রেমপরিবার। "মসি" অর্থেও তেমনি সেই স্বাধীন প্রেমরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং পাপী জগতের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বলি উপহার। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মমত ও কার্য্যপ্রণালী সম্পূর্ণ নূতন হইলেও তাহা জাতীয় এবং দেশীয় ভাব স্বভাবের আবরণে আবৃত থাকিত। অন্তর্দৃষ্টি উজ্জ্বল না হইলে অন্তর জগতের তত্ত্ব কেহ কাহাকেও বুঝাইতে পারে না, ধর্ম্মান্ধ সঙ্কীর্ণমনা য়িহুদী এবং আধুনিক স্থূলদর্শী খ্রীষ্টীয়ানগণ তাহার দৃষ্টান্ত।

নীচ শ্রেণীর পতিত ব্যক্তিদিগের সহিত যিশুকে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া ফিরুশীরা বলিতে লাগিল, দেখ, এ ব্যক্তি পাপীদের সঙ্গে ভোজন করে। যিশু বলিলেন, "এক শত মেষের মধ্যে যদি একটি মেষ যূথভ্রষ্ট হইয়া পশ্চাতে কোথাও পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে এমন লোক তোমাদের মধ্যে কে আছে যে অবশিষ্ট গুলিকে ফেলিয়া রাখিয়া সেই একটিকে অন্বেষণ

না করে? যখন সে উহাকে পায় তখন উহাকে স্কন্ধে রাখিয়া মহা আনন্দ প্রকাশ করে। পরে বাড়ী আসিয়া প্রতিবাসী বন্ধু বান্ধবকে বলে যে তোমরাও আমার সঙ্গে আমোদ কর, কারণ আমি সেই হারানো মেষকে পাইয়াছি। স্বর্গধামেও তেমনি এক জন অনুতপ্ত পাপীর উদ্ধারের উপলক্ষে সাধুমণ্ডলীতে আনন্দধ্বনি উঠিবে। যে স্ত্রীলোকের দশটি মুদ্রার মধ্যে একটি হারাইয়া যায় সেকি দীপ জ্বালিয়া তন্ন তন্ন করিয়া তাহার অন্বেষণ করে না? যখন সে তাহা পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হয় তখন আপনিও আনন্দিত হয় এবং প্রতিবাসী আত্মীয়দিগকে তজ্জন্য আনন্দ প্রকাশ করিতে বলে।

"আর একটি উপাখ্যান বলি শ্রবণ কর। কোন গৃহস্থের দুই পুত্র ছিল। কনিষ্ঠপুত্র এক দিন বলিল, পিতঃ! আমার অংশে যে কিছু সম্পত্তি প্রাপ্য হয় তাহা আমার হস্তে অর্পণ করুন। পিতা উভয় সন্তানকে বিষয় বিভাগ করিয়া দিলেন। কিছু দিনান্তে কনিষ্ঠ সমস্ত ধন সংগ্রহ করিয়া লইয়া এক দূর দেশে চলিয়া গেল এবং তথায় অপরিমিতব্যয়ী হইয়া সর্ব্বস্ব অপচয় করিয়া ফেলিল। তাহার সঞ্চিত ধনও নিঃশেষিত হইয়া গেল, ওদিকে আবার দেশের মধ্যে দুর্ভিক্ষও আরম্ভ হইল। মহাক্লেশ উপস্থিত, না অন্ন, না বস্ত্র দুঃখের আর অবধি রহিল না। অবশেষে এক গৃহস্থের শূকর পালনের কার্য্যে সে নিযুক্ত হইল। শূকরের মুখভ্রষ্ট তুষ ভক্ষণ দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ করিতে চাহিত, কিন্তু তাহারও অনুমতি পাইত না। এক দিন তদবস্থায় সে একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিল, হায়! আমার পিতার সংসারে যাহারা চাকরী করে তাহাদের ঘরেও প্রচুর অন্নের সংস্থান, আর আমি কিনা এই বিদেশে ক্ষুধায় প্রাণ হারাইতেছি! এখনি আমি পিতার নিকট যাইব এবং তাঁহাকে গিয়া বলিব, 'পিতঃ! আমি ঈশ্বর এবং তোমার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি, এক্ষণে আমি তোমার পুত্র একথা বলিবারও যোগ্য নহি, কিন্তু আমাকে তোমার এক জন বেতনগ্রাহী ভৃত্য করিয়া রাখিতে হইবে।' এই স্থির করিয়া সে নিতান্ত দীন হীন শীর্ণকায় মলিন বেশে স্বদেশে প্রতি গমন করিল। দূর হইতে পিতা তাহাকে দেখিয়াই একবারে স্নেহে বিগলিত হইলেন এবং দৌড়িয়া আসিয়া পুত্রের গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। তখন পুত্র অনুতাপ সহকারে বলিতে লাগিল, 'পিতঃ! আমি

ঈশ্বর এবং তোমার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি, আমি আর এখন তব পুত্র নামের উপযুক্ত নহি।' পিতা তৎক্ষণাৎ ভৃত্যকে আদেশ করিলেন যে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ, অঙ্গুরী এবং পাদুকা লইয়া আইস এবং পুত্রকে সে সমুদায় পরাইয়া দাও; আর একটি হৃষ্টপুষ্ট গোবৎস কাটিয়া আমাদের সকলকে খাইতে দাও, তাহা খাইয়া আজ আমরা আমোদ আহ্লাদ করি। কেন না আমার এই পুত্র মরিয়া গিয়াছিল, এক্ষণে পুনর্জ্জীবন পাইয়াছে; ইহাকে হারাইয়া ছিলাম, আবার পাইলাম। এই বলিয়া পুরবাসিগণ সকলে হর্ষোৎফুল্ল মনে আহ্লাদ আমোদ করিতে লাগিল। জ্যেষ্ঠপুত্র ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে গিয়াছিল। বাড়ীর নিকটে পৌঁছিয়া দেখে যে নৃত্য গীতের মহা ধুম লাগিয়া গিয়াছে। জনৈক ভৃত্যকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, তোমার ভ্রাতা নির্ব্বিঘ্নে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছেন, সেই জন্য কর্ত্তা একটি হৃষ্টপুষ্ট গোবৎস মারিতে বলিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ তাহা শুনিয়া ক্রোধ এবং অভিমান প্রযুক্ত আর বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে পারিল না। অনন্তর পিতা আসিয়া তাহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। অভিমানী পুত্র বলিল, 'দেখ, কত বৎসর হইতে আমি তোমার সেবা করিয়া আসিতেছি, কখন কোন দিন একটি আজ্ঞা লঙ্ঘন করি নাই; তথাপি আমার ভাগ্যে কোন দিন একটী ছাগবৎসও মিলিল না যে আমি পাঁচ জন বন্ধুকে লইয়া আমোদ করি; কিন্তু তোমার যে পুত্র গণিকাসক্ত হইয়া কত ধন অপচয় করিল সে বাড়ী ফিরিয়া আসিবামাত্র অমনি তাহার জন্য তুমি হৃষ্টপুষ্ট গোবৎস মারিলে।' পিতা বলিলেন, 'হে পুত্র, তুমি সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে বাস করিতেছ, যাহা কিছু আমার আছে সকলই তোমার কিন্তু তোমার যে ভাই মরিয়া বাঁচিল, নিরুদ্দেশ হইয়া আবার ঘরে ফিরিয়া আসিল তাহার উপলক্ষে আমোদ আহ্লাদ করা নিতান্ত সঙ্গত।" অপব্যয়ী পুত্রের গল্পে যিনি ঈশ্বরের অনন্ত দয়ার এবং চিরক্ষমার তত্ত্ব বিন্যাস করিয়াছেন তাঁহার নামে এখন অনন্ত নরক যন্ত্রণার মত প্রচারিত হইয়া থাকে ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়।

অনন্তর শিষ্যদিগকে দৃষ্টান্ত দ্বারা বলিলেন, "কোন ধনীর একজন ধনাধ্যক্ষ পরিচারক ছিল। প্রভুর সম্পত্তি নষ্ট করিয়া সে অভিযুক্ত হয়। এক দিন প্রভু তাহাকে বলিলেন, কিহে তোমার সম্বন্ধে যে কি কথা শুনি-

তেছি! তুমি আপনার কার্য্যের হিসাব দাও, একার্য্যে তোমাকে আর রাখা হইবে না। ভৃত্য ভাবিতে লাগিল, এখন আমি কি করি। চাকরীত যায়, মাটী খুঁড়িতেও পারিব না, ভিক্ষা করাও লজ্জার বিষয়। আচ্ছা, কর্ম্মচ্যুত হইয়াও যাহাতে বাড়ীতে থাকিতে পারি এমন কিছু কৌশল করা যাউক। এই বলিয়া যাহার কাছে যাহা প্রাপ্য ছিল তাহাকে ডাকিয়া তাহার হিসাব চাহিল। প্রথম ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল আমার নিকট এক শত মণ তৈল পাওনা আছে। পরিচারক বলিল, এই বিল্ লও. এবং এক শতের স্থানে পঞ্চাশ লিখিয়া রাখ। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নিকট কত? সে বলিল, এক শত মণ গোধূম। তাহাকেও ভৃত্য পরামর্শ দিল যে তুমি এক শতের স্থানে আশি লিখিয়া রাখ। প্রভু এই ভৃত্যের চতুরতার প্রশংসা করিলেন। কারণ ধর্ম্মাত্মাদিগের অপেক্ষা এই পৃথিবীর লোকেরা বড় চতুর। আমি বলিতেছি, তোমরা পৃথিবীর প্রবঞ্চক অর্থের সঙ্গেও সদ্ভাব রক্ষা কর; কারণ যখন ইহলোক ত্যাগ করিবে তখন সে তোমাদিগকে নিত্যধামে লইয়া যাইবে। যে সামান্য বিষয়ে বিশ্বস্ত হয় সে গুরুতর বিষয়েও বিশ্বস্ত হইতে পারে। আবার যে সামান্য বিষয়ে অন্যায়াচরণ করে,সে গুরুতর বিষয়েও সেইরূপ করিবে,যদি তোমরা অনিত্য-ধনে বিশ্বাসী না থাকিতে পার, তবে কে তোমাদের হাতে পরমার্থ দান করিবে? অপরের সম্পত্তিতে যদি তুমি বিশ্বাসী থাকিতে না পার, তবে আপনার বিষয় কিরূপে পাইবে?"

ধনলোভী ফিরুশী দল এ কথা শুনিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। যিশু বলিলেন, "তোমরা মনুষ্যের নিকট আপনাদের সাধুতা সপ্রমাণ করিতে চাও, কিন্তু ঈশ্বর তোমাদের হৃদয় দেখেন। মনুষ্যের নিকট যাহা অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়, ঈশ্বরের চক্ষে তাহা ঘৃণিত।

"এক জন ধনী ছিল, সে প্রতিদিন বহু মূল্য বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া আত্মগৌরব প্রকাশ করিত। লেজ'র স্ নামে কোন ক্ষতাঙ্গ রুগ্ন দুঃখী ব্যক্তি তাহার দ্বারে এই আশায় বসিয়া থাকিত যে ধনীর ভোজনাবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ অন্ন আহার করিয়া সে প্রাণ ধারণ করিবে। সে ব্যক্তি রোগে এমনি জড়বৎ হইয়াছিল যে কুকুরে তাহার ক্ষত দেহ লেহন করিত। কিছু দিন পরে

তাহার মৃত্যু হইলে স্বর্গদূত আসিয়া তাহাকে লইয়া গেল এবংএব্রাহেমের বক্ষো-পরি তাহার স্থান হইল। ধনীও কালক্রমে পরলোকে গেলেন এবং মৃত্তিকা প্রোথিত হইলেন। তদনন্তর নরকানলে পরিতপ্ত হইয়া এক দিন নয়ন উত্তোলন পূর্ব্বক দেখেন যে সেই দুঃখী লেজারস্ এব্রাহেমের বক্ষে বাস করিতেছে। তখন সে কাঁদিয়া বলিল, হে পিতা এব্রাহেম! আমার প্রতি কৃপা কর। লেজারস্‌কে পাঠাইয়া দাও, যে সে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা একটু জল আমার জিহ্বায় দিয়া যায়, আমি অগ্নির উত্তাপে জ্বলিয়া মরি-তেছি। এব্রাহেম বলিলেন, পুত্র,স্মরণ করিয়া দেখ জীবদ্দশায় তুমি কি সুখে ছিলে, আর লেজারস্‌ইবা কি কষ্টে কাল হরণ করিয়াছে। কিন্তু এখন সে সুখী হইয়াছে, তুমি যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ। তদ্ব্যতীত তোমার ও আমাদের মধ্যে এখন এত প্রভেদ যে, এখানকার লোক ওখানে যাইতে পারে না এবং ওখান হইতেও কেহ এখানে আসিতে পারে না। ধনী বলিল, তবে উহাকে আমার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দাও, সেখানে গিয়া আমার আর পাঁচটি ভ্রাতা আছে তাহাদিগকে গিয়া বলিয়া আসুক যেন তাহারা আমার মত নরকভোগ না করে। এব্রাহেম বলিলেন, মুসা এবং অন্যান্য প্রেরিত মহাজনেরা আছেন তাঁহাদিগের নিকট তাহারা সদুপদেশ শ্রবণ করুক। ধনী বলিল, না পিতা, তাহাতে কিছু হইবে না। পর লোক হইতে যদি এক জন গিয়া সংবাদ দেয় তাহা হইলে তাহারা অনুতাপ করিবে। এব্রাহেম বলিলেন, তাহারা মুসা এবং অন্যান্য সাধুর কথা যদি না শুনে তবে মৃতদিগের মধ্য হইতে এক জন ফিরিয়া গেলেও তাহাদের মন ফিরিবে না।”

জেরুশালমে প্রবেশ।

বিবিধ কথা প্রসঙ্গে ক্রমে যাত্রিদল জেরিকো নামক স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পথপার্শ্বে এক অন্ধ ভিক্ষুক বসিয়াছিল, যিশুর আগমন বার্ত্তা শুনিয়া সে চীৎকার রবে বলিতে লাগিল, "হে যিশু, দাউদের পুত্র, আমাকে দয়া কর।" সহচরগণ তাহাকে ধমক দেওয়ায় সে আরো চেঁচাইতে লাগিল। যিশু গমনে ক্ষান্ত হইয়া বলিলেন, উহাকে ডাকিয়া আন। ইঙ্গিত মাত্র সে অন্ধ অঙ্গের বস্ত্রাদি ফেলিয়া একবারে দৌড়িয়া তাঁহার নিকটে আসিল। যিশু বলিলেন, "তুমি কি চাও?" সে বলিল "প্রভু, আমাকে দৃষ্টিশক্তি দান কর।" যিশু বলিলেন, "চলিয়া যাও! তোমার বিশ্বাস তোমাকে আরোগ্য দান করিয়াছে।" অন্ধ চক্ষু পাইয়া তাঁহার সঙ্গ ধরিল।

যিশু সদলবলে যখন নগর সমীপে অলিভ্ পর্ব্বতস্থ বেথ্‌ফেজ এবং বেথানি গ্রামের নিকট আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন দুই জন শিষ্যকে অনুমতি করিলেন, সম্মুখস্থ ঐ গ্রামে যাও, এবং এমন একটি নবীন গর্দ্দভ লইয়া আইস যাহার উপর কেহ কখন আরূঢ় হয় নাই। শিষ্যদ্বয় তৎক্ষণাৎ এক গর্দ্দভ আনিল এবং আপনাদের গাত্রবসন বিছাইয়া তদুপরি মেরীনন্দনকে উপবেশন করাইল। গর্দ্দভের উপর আরোহণ করিয়া রাজবেশে যিশু জেরুশালমাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। শিষ্যগণ কেহ পথিমধ্যে অঙ্গের বসন বিছাইয়া দিতেছে, কেহ কেহ খর্জ্জুর এবং তালবৃক্ষের শাখা হস্তে ধারণ পূর্ব্বক অগ্র পাশ্চাতে চলিতেছে, কেহ বা জয়ধ্বনি সংকারে বলিতেছে, "ধন্য ধন্য তিনি যিনি ঈশ্বরের নামে আগমন করিতেছেন! স্বর্গলোকে শান্তি ও মহিমা বিরাজিত হউক!" কেহ বলিতেছে, ইস্রায়েলদিগের রাজা আসিলেন। ইহা শ্রবণে কোন ফিরুশী মহা বিরক্ত হইয়া বলিল, "তুমি ইহাদিগের মুখ বন্ধ করিয়া দাও না! শুনিতেছ না! লোকে কি সব কথা বলিতেছে?" যিশু বলিলেন, "উহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিলে কি হইবে?

উঁহারা যদি চুপ করিয়া থাকে, পথের প্রস্তর খণ্ড সকল চীৎকার করিয়া উঠিবে।” নগর কম্পিত করিয়া রাজপথের মধ্য দিয়া যিশু নির্ভয়ে চলিতে লাগিলেন। য়িহুদী জাতির নিস্তারপর্ব্বের সময় নিকটবর্ত্তী, নানা দিগ্ দেশ হইতে তীর্থযাত্রিদল আসিতেছে, তন্মধ্যে আপনার দলবল লইয়া তিনি উপস্থিত হইলেন। দর্শকবৃন্দ সচকিত হইয়া পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কে এ ব্যক্তি এত সমারোহ করিয়া আসিতেছে? শিষ্যেরা উচ্চ নিনাদে বলিতে লাগিল, “ইনি নাশরথ নিবাসী ভবিষ্যদ্বক্তা যিশু!” আনন্দের আর সীমা নাই, সকলেই মহা উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে। অল্পমতি ধীবর সন্তাগণ গুরুদেবের রাজবেশদর্শনে হয়তো মনে করিল, এত দিনে আমাদের মনোবাঞ্ছা সফল হইল। রাজৈশ্বর্য্যের মধ্যে এক নবীন গর্দ্দভ, আর শিষ্যদিগের ছিন্ন মলিন গাত্রাবরণ, আর অবশিষ্ট কি? বৃক্ষশাখা সকল রাজদণ্ড ছত্র এবং পতাকা হইয়াছে। এত দিন যিশু যে সমস্ত স্বর্গীয় অমূল্য রত্ন বিতরণ করিলেন তাহাতে লোকের যত উৎসাহ হউক না হউক, তাঁহার রাজবেশ ধারণ সকলের পক্ষে বিশেষ আহ্লাদের বিষয় হইল। প্রেমের পাগল যিশুর মনে তখন যে কি অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা কে বুঝিবে? দুঃখই যাঁহার আনন্দ, অপমান নির্য্যাতন মৃত্যু যাঁহার রাজমুকুট, তাঁহার রাজবেশ ইহা অপেক্ষা আর অধিক গৌরবান্বিত কি হইতে পারে? এ সকল পাগলবংশীয় লোকের প্রেমের লীলা চিরকালই এইরূপ।

অতঃপর যুবরাজ যিশু বহুলোক জন সঙ্গে করিয়া একবারে জিহোবার মন্দিরের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। মন্দিরের সম্মুখস্থ পথের উভয় পার্শ্বে ক্রেতা বিক্রেতাগণের বিষম জনতা। নানাবিধ চেতনাচেতন পূজা উপহার ও বলির সামগ্রী লোকে ক্রয় বিক্রয় করিতেছে, চারিদিকে কোলাহল গণ্ডগোল, দেখিলেই বোধ হয় যেন কালীঘাটের মন্দির। বস্তুতঃ তথায় সংসার একবারে মূর্ত্তিমান্ আকার ধরিয়া বসিয়া আছে। এই ঘৃণিত দৃশ্য দর্শনে ব্রহ্মভক্ত যিশুর মন বড় ক্ষুব্ধ এবং উত্তেজিত হইল। পরে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে সেখানেও ক্রেতা বিক্রেতাদিগের ভয়ানক হট্টগোল। কেহ কপোতদিগকে পিঞ্জরবদ্ধ করিয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত রাখিয়াছে, কেহ পূজা ও বলি উপহারের অন্যান্য উপকরণ সামগ্রী বিক্রয় করিতেছে,

কেহ কাষ্ঠাসনের উপর তাম্র ও রজত মুদ্রা খণ্ড বিনিময়ার্থ সাজাইয়া রাখিয়াছে। তাহার মাঝে মাঝে লম্বিত শ্মশ্রু দীর্ঘ পরিচ্ছদধারী য়িহুদী ধর্ম্মযাজকগণ গম্ভীরভাবে ইতস্ততঃ পদ চালনা করিতেছেন, আর বিক্রীত দ্রব্যাদি হইতে আপনারা কি পাইবেন তাহাই ভাবিতেছেন। বৃষ মেষ কপোতদিগের মলমূত্র এবং গাত্রগন্ধে দেবতার স্থানকে এমনি নরকতুল্য করিয়া ফেলিয়াছে যে সেখানে তিষ্ঠান যায় না। দেবাত্মজ যিশু ঈদৃশ জঘন্য কাণ্ড কারখানা দেখিয়া এককালে যেন অগ্নি অবতার হইয়া উঠিলেন। তাঁহার হৃদিস্থিত ধর্ম্মক্রোধ শতধা হইয়া জ্বলিয়া উঠিল। বলিলেন, "কি! আমার পিতার মন্দিরকে তোরা হট্টমন্দির করিয়া তুলিয়াছিস্?" এই বলিয়া বীর পরাক্রমে ঐ সমস্ত লোকজনকে কশা প্রহার দ্বারা ঘর হইতে দূর করিয়া দিলেন, মুদ্রাধার এবং বিক্রেতাদিগের আসন উল্টাইয়া ফেলিলেন, চারিদিকে একবার হুলস্থুল পড়িয়া গেল। পশু পক্ষীদিগের আর্ত্তনাদ চীৎকার, মনুষ্যগণের কলরব হাহাকারধ্বনিতে মন্দির পরিপূর্ণ হইল। বণিকেরা আপনাপন বিচ্ছিন্ন মুদ্রা এবং পশু পক্ষীদিগকে পুনঃসংগ্রহ করিবে, না কেহ তাহাদিগকে তাড়না করিতেছে তৎপ্রতি চাহিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না; ভয়ে মনোদুঃখে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। যিশুর না আছে সৈন্য সামন্ত, না আছে কোন পার্থিব ক্ষমতা প্রভুত্ব, না তিনি নিজেই কোন রাজবংশোদ্ভব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; লোক বলের মধ্যে কতিপয় দুঃখী কৃষক ও ধীবর সন্তান, ঐশ্বর্য্যের মধ্যে এক গর্দ্দভ; কিন্তু ইহাতেই তাঁহার এত তেজঃ বিক্রম যে লোকে মনে করিল হয়তো কোন দিগ্বিজয়ী রাজাই বা আসিয়াছেন। দৈববলের এমনি প্রভাব। কাহারো সাধ্য হইল না যে একটী কথা তাঁহাকে মুখ ফুটিয়া বলে। সকলে হতবুদ্ধি হইয়া মুখপানে চাহিতে লাগিল। প্রত্যেকেই মনে মনে জানিত যে তাহারা দোষী, বিধিবহির্ম্মুখাচারী, কাজে কাজেই ধর্ম্মবলের নিকট তাহাদিগকে পরাস্ত হইতে হইল। কিন্তু যিশুর কি সাহস! কি অসাধারণ মনস্বিতা! এরূপ স্থলে যে তাঁহার ঐরূপ ক্ষমতা প্রকাশে সম্পূর্ণ অধিকার ছিল তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতেন। সেই জন্য নির্ভয়ে বলিলেন, "শাস্ত্রে লিখিত আছে আমার মন্দির পূজার মন্দির বলিয়া উক্ত হইবে। তোরা সেই স্থানকে চোর দস্যুর আবাস করিয়া ফেলিয়াছিস্?"

পরে মন্দিরে সমাগত অন্ধ খঞ্জ অতুরদিগকে তিনি ভাল করিলেন। বহুলোকসমারোহ ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া দর্শনে ধর্ম্মযাজক অধ্যাপকেরা কি করিবে কিছুই বুঝিতে পারিল না। শেষ যখন কতকগুলি বালক "ধন্য দাউদের পুত্র ধন্য!" বলিয়া মহা চীৎকার করিতে এবং করতালি দিতে লাগিল তখন উহারা মুখ খুলিবার অবসর পাইল। একে যিশু লোকদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তাহাদের স্বার্থহানি করিয়াছেন, তাহার উপর আবার বালকবৃন্দের মুখে তাঁহার ঐ রূপ প্রশংসাধ্বনি, তদ্ভিন্ন অন্যান্য কারণে জাতক্রোধতো আছেই; পুরোহিতেরা আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিল, "শুনিতেছ কি বালকেরা কি বলিতেছে?" তদুত্তরে যিশু কহিলেন, "হাঁ শুনিতেছি; 'দুগ্ধপোষ্য শিশুর মুখ দিয়া তুমি আমার যশোগান করিবে;' এ কথা কি পাঠ কর নাই?" য়িহুদীরা শেষ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বালকদিগকে ধমকাইয়া বলিয়াছিল, তোরা কি বুঝিয়া এমন করিতেছিস্? ফলতঃ যিশু তাহাদিগকে নিতান্ত উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। পুরাতন ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন দেবমন্দিরেরও মাহাত্ম্য চলিয়া গিয়াছে ইহা দেখিয়া তদুপরি তিনি আক্রমণ করেন। এক্ষণে তিনি অভিনব প্রেমমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তথায় সকল মানবজাতির সহিত মহেশ্বরের মহিমা যশঃ কীর্ত্তন করিবেন, আর কি পশু বলিদান এবং পশু বিক্রয়ের ধর্ম্মমন্দির থাকিতে পারে? পুরাতন মন্দির চূর্ণ করিয়া তৎস্থানে নূতন মন্দির স্থাপনের কথা এই সময় ঘোষিত হয়।

মার্থা ও মেরী।

যিশু যে তিন কি সাড়ে তিন বৎসর কাল প্রচার কার্য্যে ব্রতী ছিলেন তাহার অধিকাংশ সময় গালিল্ প্রদেশে গত হয়; অবশিষ্ট কাল তিনি জুডিয়া দেশে অতিবাহিত করেন। কিন্তু এই শেষ ভাগের জীবন বিবিধ গুরুতর ঘটনায় পরিপূর্ণ। এ সমস্ত ঘটনা যে নিতান্ত অল্প কালব্যাপী তাহা বোধ হয় না। জুডিয়ার কার্য্যবিবরণ সমুদায় এক যাত্রার কি দুই তিন বারের তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। ইহা অসম্ভব নহে যে মধ্যে মধ্যে তিনি তথায় গিয়া লোকের অত্যাচার ভয়ে পুনরায় স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেন। কিন্তু এ কথা প্রথম তিন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। যাহা হউক, তিনি যে নিস্তার পর্ব্বের কিছু দিন পূর্ব্বে ঐ দেশে গিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এ অঞ্চলের অধিকাংশ ঘটনা জেরুশালমে সংঘটিত হয়। মধ্যে মধ্যে তথায় যাইতেন এবং শত্রুকুলের সম্মুখে স্বমত প্রচার করিয়া নগরপ্রান্তবর্ত্তী পল্লিতে রাত্রি বাস করিতেন।

বেথানী গ্রামে মার্থা ও মেরী নামে দুই ভগ্নী ছিল, তাহারা যিশুকে অতিশয় ভক্তি করিত এবং ভাল বাসিত। ইহাদের গৃহে তিনি সচরাচর শয়ন ভোজন করিতেন। মেরী বড় ভক্তিমতী ছিল, সে যিশুর শ্রীমুখবিগলিত অমৃত বচন শুনিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়া তাঁহার পদতলে বসিয়া থাকিত। একদা যিশু উহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে মার্থা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আহারাদির আয়োজন করিতে লাগিল, কিন্তু মেরীর আর অন্য কোন দিকে মন নাই, সে প্রভুর পদপ্রান্তে বসিয়া একান্ত চিত্তে কেবল তত্ত্ব কথা শুনিবার নিমিত্ত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। গুরুদেবের সেবা অপেক্ষা তাঁহার মধুরবাণী শ্রবণে সে অধিক অনুরাগিণী ছিল। মার্থা একাকিনী নানা কার্য্য করিতেছে আর মেরীর উপর বিরক্ত হইতেছে। পরিশেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া সে যিশুর নিকট অভিযোগ করিল যে, দেখুন

প্রভু, আমার ভগ্নী আমাকে একলা ফেলিয়া এখানে আপনার নিকট বসিয়া আছে। আপনি উহাকে বলিয়া দিন যেন ও আমাকে সাহায্য করে। যিশু বলিলেন, "মার্থা, তুমি নানা বিষয়ে চিন্তিত এবং ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছ, কিন্তু একটি বিষয়ই প্রয়োজনীয়; অতএব মেরী যে কার্য্য মনোনীত করিয়াছে উহাই থাকিবে।" কর্ম্মী ও ভক্তের মধ্যে কত প্রভেদ তাহা এ স্থলে বলিয়া দেওয়া হইল। যিশু সার জানিতেন যে, যাহারা তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া বিধানকে বিশ্বাস করে, তাহারাই কেবল স্বর্গরাজ্যের অধিবাসী হইতে পারিবে; এই জন্য কার্য্যাড়ম্বরের উপর তাদৃশ অনুরাগ প্রকাশ করিতেন না। অথচ "আমাকে প্রভু প্রভু করিলে কিছু হইবে না, পিতার ইচ্ছা পালন কর" এ কথাও বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনে এবং ধর্ম্ম মতে বিশ্বাস ও কার্য্যের সামঞ্জস্য ছিল।

শত্রুজয় ও বিশ্বাসঘোষণা।
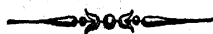
একা যিশু এক দিকে, না আছে কেহ তাঁহার ভাবের সমভাবী, না আছে কেহ সৎপরামর্শদাতা সহকারী। শিষ্যেরা কেবল পশ্চাৎ অনুগমন করিতেছে মাত্র, তদ্ভিন্ন তাহাদের নিকট অন্য কোন সাহায্যের প্রত্যাশা নাই। অপরদিকে ফিরুশী সদুকী স্ক্রাইব্ প্রভৃতি প্রধান পক্ষীয় য়িহুদীদল ক্রমাগত নব নব কৌশলজাল বিস্তার করিতেছে। কিন্তু সাধ্য কি যে সহসা কেহ কিছু করিয়া উঠে। ধন্য ঈশ্বরের পুত্র যে তিনি কেবল দৈববলে বলীয়ান্ হইয়া সকলকে পরাস্ত করিয়া ফেলিতেছেন। এক্ষণে তাঁহার পরীক্ষার অগ্নি চতুর্দ্দিকেই জ্বলিয়া উঠিয়াছে, নানা বেশ নানা ভাব ধারণ করিয়া বিপক্ষের অনুচরগণ পায়ে পায়ে ফিরিতেছে। কিন্তু যতই শক্রতার বৃদ্ধি ততই তাঁহার ধর্ম্মভাবেরও শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। একবারে সপ্তমে স্বর চড়াইয়া আন্তরিক বিশ্বাসের গুপ্ত কথা তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

জাতীয় পর্ব্বোপলক্ষে নানা স্থান হইতে বিচিত্র প্রকৃতির যাত্রিদল নগরমধ্যে একত্রিত হইয়াছে, নানা জনে নানা কথা বলিতেছে। কেহ বলিতেছে ইনি একজন সাধু। কেহ বলিতেছে, না ও ব্যক্তি লোকদিগকে প্রতারণা করিতেছে। যাহার ভাল বলিয়া মনে হইয়াছে সেও লোকভয়ে তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। যিশুকে মন্দিরের সম্মুখে প্রচার করিতে দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত য়িহুদীরা বলিতে লাগিল, "এ ব্যক্তি লেখা পড়া না শিখিয়া কিরূপে এমন সব জ্ঞানের কথা কহিতেছে?" যিশু তাহার এই উত্তর দিলেন যে, "যে ধর্ম্মমত আমি প্রচার করিতেছি ইহা আমার মত নহে, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন তাঁহার। তাঁহার ইচ্ছা যদি কেহ পালন করে, তাহা হইলে সে জানিতে পারিবে ইহা আমার কি ঈশ্বরের। যে আপনার কথা বলে, সে নিজের গৌরব অন্বেষণ করে; কিন্তু যে আপনার প্রেরয়িতার গৌরব ঘোষণা করে সেই যথার্থ, তাহাতে কিছু মাত্র অধর্ম্ম নাই।

মুসা কি তোমাদিগকে বিধি দেন নাই? তথাপি তোমরা কেহ তাহা প্রতিপালন কর না। আমাকে হত্যা করিবার জন্য কেন বেড়াইতেছ?" বিপক্ষেরা বলিল, "তোর ঘাড়ে ভূত চাপিয়াছে। কে তোকে মারিবার জন্য বেড়াইতেছে?" যিশু বলিলেন, "মুসার বিধি অনুসারে যদি তোমরা বিশ্রাম বারে ত্বকচ্ছেদ করিতে পার, তবে আমি রোগ আরোগ্য করিয়াছি বলিয়া ক্রুদ্ধ হও কেন? বাহিরের দৃশ্য দেখিয়া বিচার করিও না, ধর্ম্মানুগত হইয়া বিচার কর।" এমন সময় এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "এ সেই নয়, যাহাকে সকলে মারিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে? কিন্তু দেখ, কেমন উহার বুকের পাটা! তথাপি কেহ কিছু বলিতেছে না। এ যে সেই খ্রীষ্ট যিশু তাহা কি কর্তৃপক্ষেরা কেহ জানেন না? আমরা জানি কোথা হইতে এ লোক আসিয়াছে।" ইহা শুনিয়া যিশু উচ্চ নিনাদে বলিলেন, "আমি কে এবং কোথা হইতে আসিয়াছি তাহা তোমরা জান, কিন্তু আমি আপনা হইতে আসি নাই; যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন তিনিই সত্য, তাঁহাকে তোমরা জান না। আমি তাঁহাকে জানি, কারণ আমি তাঁহা কর্তৃক প্রেরিত।" শত্রু পক্ষীয়েরা এই সময় তাঁহাকে ধৃত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু লোকভয়ে পারিল না, শেষ গৃহে গিয়া কয়েক জন অনুচর পাঠাইয়া দিল।

লোকদিগকে যিশু বলিতে লাগিলেন, "আর অল্পকাল আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, তাহার পর পিতার নিকট চলিয়া যাইব। তোমরা তখন আমাকে অন্বেষণ করিয়া পাইবে না। যেখানে আমি থাকিব সেখানে তোমাদের যাইবার ক্ষমতা নাই। য়িহুদীরা পরস্পরে কাণাকাণি করিতে লাগিল, "এ ব্যক্তি কোথায় যাইবে যে আমরা খুঁজিয়া পাইব না? জেণ্টাইল্‌দিগকে শিক্ষা দিতে যাইবে না কি? কি প্রকার কথা এ বলিতেছে?" যিশু কহিলেন, "যদি কেহ পিপাসার্ত্ত থাকে সে আমার নিকট আসিয়া পান করুক। যে আমাকে বিশ্বাস করিবে তাহার উদর হইতে নদী উৎসারিত হইবে।" ইহা শুনিয়া অনেকে বলিতে লাগিল, "সত্যই ইনি প্রেরিত মহাজন।" অন্যেরা বলিল, "এ খ্রীষ্ট।" কেহ কেহ বলিল, "গালিল্ হইতে খ্রীষ্ট কেমন করিয়া আসিবে? তাহারতো বেথ্‌লিহামে দাউদের বংশে জন্মিবার কথা?" এইরূপে তাঁহার সম্বন্ধে লোকে নানা মত ব্যক্ত করিতে লাগিল।

অনুচরগণকে শূন্যহস্তে আসিতে দেখিয়া প্রধান যাজকেরা কহিল, কেন তোমরা তাহাকে আনিলে না? তাহারা বলিল ধর্ম্মাবতার, তিনি যেরূপ কথা কহেন আমরা এমন কথা আর কখন কাহারো মুখে শুনি নাই। ফিরুশীরা বলিল, তোমরাও কি প্রতারিত হইলে? আমরা কি কেহ তাহাকে বিশ্বাস করিয়াছি দেখিয়াছ? শাস্ত্রীয় বিধি যাহারা জানে না তাহারা অতি হেয় লোক। নিকোডিমাস্ নামে যিশুর এক গুপ্ত বন্ধু তথায় ছিলেন, তিনি বলিলেন, "কোন ব্যক্তির বিষয় কিছু না জানিয়া শুনিয়া কি বিচার করা উচিত?" বিরোধীরা বলিল, "তুমিও কি গালিল্ দেশীয় লোক? অনুসন্ধান করিয়া দেখ, কারণ তথায় কখন কোন প্রেরিত মহাজনের জন্ম হয় না।" তদনন্তর সকলে নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেল।

পর দিবস যিশু পুনরায় মন্দিরের নিকট ভূতলে বসিয়া শ্রোতৃবর্গকে শিক্ষা দিতেছেন এমন সময় শত্রুরা এক ব্যভিচারিণী নারীকে তৎসন্নিধানে আনিয়া উপস্থিত করিল। ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে হতভাগ্যেরা স্ত্রী ত্যাগ বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছে, এক্ষণে আবার এই উপলক্ষে দুরভিসন্ধি সাধনে চেষ্টা করিতে লাগিল। যিশুর প্রতি যেন কতই ভক্তি শ্রদ্ধা! অথচ ভিতরে কেবল কুটিল মন্ত্রণা। বলিল, "মহাশয়, এই স্ত্রীলোক ব্যভিচার করায় আমরা ইহাকে ধরিয়া আনিয়াছি। মুসার বিধি অনুসারে ইহাকে প্রস্তরাঘাত করা উচিত, কিন্তু আপনার এ বিষয়ে ব্যবস্থা কি?" যিশু উহাদের ভাবগতি দেখিয়া এমনি ভাবে হেঁট মস্তকে অঙ্গুলী দ্বারা মাটিতে অঙ্কপাত করিতে লাগিলেন যেন কিছুই শুনিতেছেন না। শত্রুদল ক্রমাগত উত্তেজনা করাতে শেষ মস্তক উত্তোলন করিলেন। প্রশ্নটি নিতান্ত সহজ ছিল না। দুষ্টেরা এমনি মায়াজাল পাতিয়াছে যে মানবীয় বুদ্ধিশক্তি দ্বারা কোনক্রমে তাহা হইতে উদ্ধারের আশা নাই। যিশু যে প্রকার উত্তর দিবেন তাহা দ্বারাই তাঁহাকে উহারা বিপাকে ফেলিবে। প্রাচীন বিধি অনুসারে তিনি কঠোর দণ্ডও অনুমোদন করিতে পারেন না, এ দিকে আবার পবিত্রতার উচ্চ আদর্শও রক্ষা করা চাই। কিন্তু দৈব যাহার সহায় তাহার আর ভাবনার বিষয় কি? তিনি জানিতেন মনুষ্যের স্বভাব পুণ্যেতে গঠিত, পাপ তাহার সাময়িক রোগ

দুর্ব্বলতা মাত্র ; কোন একটী পাপজনক ঘটনা দ্বারা তাহার সমস্ত জীবন বিচারিত, হইতে পারে না। এই কারণে অনেক মহাপাপী তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিয়া মুক্ত হইয়া যাইত। তাঁহার চরিত্রপ্রভাবে কত দুশ্চারিণী গণিকাও ভাল হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে কিসের বলে? তিনি কি তাহাদিগকে পুনঃ পরিণয়সুখে সুখী করিয়া উদ্ধার করিতেন? আপনার পুণ্য প্রভাব দ্বারা তাহাদিগকে ঈশ্বরের চিরক্রীত দাসী করিয়া রাখিতেন। পাপের প্রতি যথোচিত ঘৃণা এবং পুণ্যানুরাগ তাঁহার স্বাভাবিক এবং তদ্বিষয়ক মত সম্পূর্ণ ঐশিক শাসনের অনুগামী ছিল। অনন্তর স্বর্গীয় জ্ঞানযোগে তিনি প্রশ্নকারীদিগকে এইমাত্র বলিলেন যে, "তোমাদের মধ্যে যে নিষ্পাপী সেই অগ্রে উহাকে প্রস্তরাঘাত করুক।" এই কথা বলিয়া পূর্ব্ববৎ ভূমিতে অঙ্কপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই মহাবাক্য শ্রবণে বিরোধীদল আপনাপন বিবেকের নিকট অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হইল, এবং অধোমুখে এক এক করিয়া সকলে সরিয়া পড়িল, একটি লোকও আর সেখানে রহিল না। যিশু এমনি ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করিয়াছেন যে তাহা শত্রুদিগের বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়াছে। উহারা যেরূপ উত্তর প্রত্যাশা করিয়াছিল যিশু সে দিক্ দিয়াও গেলেন না, বিধিনিয়োজিত নূতন প্রণালীতে উত্তর দিলেন। য়িহুদীরা যদি ধর্ম্মভয়হীন নাস্তিক হইত তাহা হইলে নিজেদের ব্যভিচার দোষ সত্ত্বেও ঐ নারীকে প্রস্তরাঘাত করিত সন্দেহ নাই, কিন্তু তত দূর বিকৃতি তাহাদের ঘটে নাই। বরং যিশুর স্বর্গীয় বচন তাহাদের নিদ্রিত বিবেককে তখন জাগ্রৎ করিয়া তুলিয়াছিল।

ক্ষণকাল পরে যিশু মস্তক উন্নত করিয়া দেখেন যে কেহ কোথাও নাই, সকলে চলিয়া গিয়াছে, কেবল স্ত্রীলোকটি একাকিনী লজ্জাবনত শিরে দাঁড়াইয়া আছে। এ স্থলে দৈব বলের কি অব্যর্থ সন্ধানই তিনি দেখিতে পাইলেন! পাপীর কুটিল দুর্ব্বুদ্ধির সহিত সাধুর নির্ম্মল সরল বুদ্ধির কি প্রভূত তারতম্য! তখন যিশু বলিলেন, "হে নারী, কোথায় গেল তোমার সেই সব অভিযোক্তাগণ? এক জনও তোমাকে দণ্ডদান করিল না? বামা বলিল, "না প্রভু, কেহই কিছু বলিল না।" যিশু বলিলেন, "আমিও দণ্ড দিলাম না। এক্ষণে যাও, এমন কর্ম্ম আর কখন করিও না।।"

অনন্তর তিনি এইরূপে সকলকে উপদেশ দিতে লাগিলেন যে, "আমি জগতের আলোক, আমার পশ্চাতে যে আসিবে সে অন্ধকারে ভ্রমণ করিবে না, সে জীবনের আলোক প্রাপ্ত হইবে।" ফিরুশীরা বলিল, "তুমি আপনার বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য দিতেছ, তোমার কথা সত্য নহে।" যিশু বলিলেন, "যদিও আমি নিজমুখে আপনার কথা বলিতেছি, কিন্তু আমার কথা সত্য; কারণ আমি জানি কোথা হইতে আমি আসিয়াছি এবং কোথায় যাইব; কিন্তু তোমরা সে বিষয় কিছুই জান না। তোমরা বাহ্য ভাব দেখিয়া বিচার করিয়া থাক, আমি কোন মনুষ্যের বিচার করি না; যদি করি তাহা যথার্থ বিচার; যে হেতু আমি একাকী নহি, আমি এবং আমার পিতা দুই জনে একত্র থাকি। তোমাদেরিতো বিধিতে লেখা আছে যে দুই জনের সাক্ষ্য সত্য বলিয়া গ্রাহ্য? অতএব দেখ, আমি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছি, আবার আমার পিতাও আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিতেছেন।

শ্রোতারা বলিল, "কোথায় তোমার পিতা?" যিশু বলিলেন, "তোমরা আমাকেও জান না, এবং আমার পিতাকেও জান না। যদি তোমরা আমাকে জানিতে তাহা হইলে আমার পিতাকেও জানিতে পারিতে। আমি চলিয়া গেলে তোমরা আমাকে অন্বেষণ করিবে এবং পাপে হত হইবে, কিন্তু যেখানে আমি যাইব সেখানে তোমরা যাইতে পারিবে না।" য়িহুদীরা বলিতে লাগিল, "এ ব্যক্তি আত্মহত্যা করিবে না কি? নতুবা এমন কথা কেন বলিতেছে?" যিশু বলিলেন, "তাহার কারণ এই যে তোমরা পৃথিবীর আর আমি স্বর্গের। ইহা বিশ্বাস না করিলেই পাপে হত হইবে।" বিপক্ষেরা বলিল, "তুমি কে?" যিশু উত্তর করিলেন, "আমি কে তাহাইতো প্রথম হইতে বলিয়া আসিতেছি। তোমাদের সম্বন্ধে বলিবার এবং বিচার করিবার আমার অনেক আছে। যাহা হউক, আমার প্রেরণকর্ত্তা সত্যবাদী। তাঁহার নিকট আমি যাহা যাহা শুনিয়াছি তাহাই পৃথিবীকে বলিতেছি। কিন্তু আমি যে পিতার কথাই বলিতেছি লোকেরা তাহা বুঝিল না। তোমরা মনুষ্যপুত্রকে যদি সম্মান করিতে তাহা হইলে বুঝিতে পারিতে যে আমিই সেই। যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন তিনি

আমার সঙ্গেই আছেন। পিতা আমাকে একাকী পরিত্যাগ করিয়া যান নাই, কারণ যাহাতে তাঁহার সন্তোষ হয় আমি সেই কর্ম্ম করি।" এই কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি অনেকের বিশ্বাস জন্মিল। তাহাদিগকে যিশু বলিলেন, "তোমরা যদি আমার বাক্যে স্থির থাক, তাহা হইলে বাস্তবিকই তোমরা আমার শিষ্য। সত্য কি, তাহা এখন তোমরা জানিতে পারিবে এবং সত্যই তোমাদিগকে স্বাধীন করিবে।"

অবোধেরা এ কথার বিপরীত অর্থ বুঝিয়া কহিল, "আমরা এব্রাহেমের বংশ কখন কাহারো দাসত্ব করি নাই, তবে তুমি স্বাধীন হইবার কথা কি বলিতেছ?" যিশু বলিলেন, "সে দাসত্ব নয়, যে পাপ করে সেই পাপের দাস হয়। যে দাস সে নিত্য কাল বাটীতে থাকে না, পুত্র যিনি তিনিই সেখানে সর্ব্বদা থাকেন। অতএব পুত্র যদি তোমাদিগকে স্বাধীন করেন তবেই তোমরা প্রকৃতরূপে স্বাধীন হইবে। তোমরা এব্রাহেমের বংশ তাহা আমি জানি, কিন্তু আমার বাক্য তোমাদের অন্তরে স্থান পায় না; সেই জন্য তোমরা আমাকে বধ করিবার চেষ্টায় আছ। আমার পিতার নিকট আমি যাহা যাহা দেখিয়াছি তাহাই করিতেছি।" তাহারা বলিল, "এব্রাহেম আমাদের পিতা।" যিশু বলিলেন, "তাহা হইলে তোমরা সেইরূপ কার্য্য করিতে। আমি ঈশ্বরের নিকট সত্য বচন শুনিয়া তোমাদিগকে তাহা অবগত করিয়াছি, কিন্তু তোমরা আমাকে হত করিবার চেষ্টায় ফিরিতেছ।" য়িহুদীরা বলিল, "আমরা ব্যভিচারজাত নহি, আমাদের একই পিতা পরমেশ্বর।" যিশু বলিলেন, "ঈশ্বর যদি তোমাদের পিতা হইতেন তাহা হইলে তোমরা আমাকে ভাল বাসিতে; কারণ আমি আপনা হইতে আসি নাই, তাঁহারই নিকট হইতে আসিয়াছি। তোমরা আমার কথা বুঝিতেছ না এই জন্য যে তোমরা তাহা শুনিতে পার না। পাপপুরুষ তোমাদের পিতা, তোমরা তাহারই অভিপ্রায় পূর্ণ করিতে ভালবাস। সে প্রথম হইতেই নরঘাতক, মিথ্যাবাদী, তাহার ভিতরে সত্য নাই। আমি সত্য কথা কহিয়া থাকি এই নিমিত্ত তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর না। আমাতে পাপ আছে এমন প্রমাণ কে দিতে পারে? আর যদি আমি সত্য কথা বলি তাহা তোমরা বিশ্বাস করিবে

নাই বা কেন? যে কেহ ঈশ্বরের সে তাঁহার কথা মানে; তোমরা ঈশ্বরের নও এই জন্য তাহা মান না।"

শত্রুরা ক্রোধান্ধ হইয়া বলিল, "তুই যে একজন সামরীয় দেশের ভূতগ্রস্ত লোক এ কথা কি সত্য নহে?" যিশু বলিলেন, "আমি ভূতগ্রস্ত নহি, আপনার পিতার গৌরব আমি ঘোষণা করিতেছি, আর তোমরা আমাকে হত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছ; কিন্তু আমি নিজের গৌরব অন্বেষণ করি না। যে আমার বাক্য পালন করে সে অমর হইবে।" তখন য়িহুদীরা বলিল, "তুই যে ভূতগ্রস্ত তাহা এখন আমরা বুঝিলাম। কারণ এব্রাহেম ও ভবিষ্যদ্বক্তাগণ সকলেই মরিয়াছেন, তবু তুই বলিতেছিস্ যে, যে আমার কথা পালন করে সে কখন মৃত্যুর আস্বাদন পাইবে না। তবে কি তুই এব্রাহেমের অপেক্ষা বড় লোক? তিনিত মরিয়াছেন এবং আর আর প্রেরিত মহাজনেরাও গত হইয়াছেন, তুই তবে আপনাকে আপনি কি জ্ঞান করিস্?" যিশু বলিলেন, "আমি যদি আপনাকে আপনি গৌর-বান্বিত করি তাহা কিছুই নয়, কিন্তু পিতাই আমাকে গৌরবান্বিত করি তেছেন। তোমরা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া মান, অথচ তাঁহাকে জান না; কিন্তু আমি তাঁহাকে জানি। যদি বলি যে জানি না, তাহা হইলে আমি তোমাদেরই মত মিথ্যাবাদী হইব। আমি তাঁহাকে জানি এবং তাঁহার বাক্য পালন করি। তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ এব্রাহেম আমার দিন দেখিবার আশায় উল্লসিত হইয়াছিলেন এবং তাহা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন।" উহারা বলিল, "তোর বয়স পঞ্চাশ বৎসরও হয় নাই, তবে তুই এব্রাহেমকে কিরূপে দেখ্‌লি?" যিশু বলিলেন, "সত্যই আমি এব্রা-হেমের জন্মের পূর্ব্বে ছিলাম। ইহা শুনিয়া তাঁহাকে প্রস্তর তুলিয়া সকলে মারিতে গেল, যিশু বেগতিক দেখিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। যেরূপ তাঁহার কথার প্রণালী তাহাতে যে লোকে রাগিবে এবং মারিতে উদ্যত হইবে ইহা বিচিত্র নহে। এ প্রকার নিদারুণ কথা পৃথিবীর কয় জন লোকে সহ্য করিতে পারে? তাহার পর উনিশ শত বৎসর গত হইয়াছে, জ্ঞান ধর্ম্মসম্বন্ধে এখন কত উদারতা বাড়িয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষিত দল এ কথা শুনিলে কি করে? তাহারাও মারিতে উদ্যত হয় সন্দেহ নাই। ফলতঃ

যিশুর কথায় লোকে বড় জ্বালাতন হইত; এখনো হয়, চিরকাল হইবে। সে যাহা হউক, এক্ষণে "এব্রাহেমের পূর্ব্বে আমি ছিলাম" কি "সৃষ্টির প্রথমে আমি ছিলাম" এ সব কথার অর্থ কি? যিশু অনন্ত কালের জীব ছিলেন। মনুষ্যের শরীর ধারণ, জন্ম মৃত্যু নাম ধাম জাতি সংজ্ঞা উপাধি কিংবা স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিত্ব এ সকল অনিত্য অস্থায়ী ভাবের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে তিনি থাকিতেন না। সত্য ন্যায় দয়া ধর্ম্ম পুণ্য প্রেম যেমন অনন্ত কালের অমর পদার্থ, সুতরাং এই সমুদায় উপাদানে রচিত যে সাধুজীবন তাহাও দেশ কালের অতীত অমর পদার্থ, আকস্মিক অস্থায়ী নহে, এই ভাবে তিনি ঐ রূপ কথা বলিতেন। অগ্রে ভাবরূপে বীজরূপে অপ্রকট অবস্থায় অনন্ত গুণধারিণী জগৎপ্রসবিনীর গর্ভে তিনি ছিলেন, পরে যথাসময়ে দেহ ধারণ করিলেন, কিন্তু দেহধারণের পূর্ব্বে সৃষ্টিবীজে নিদ্রিতাবস্থায় ছিলেন। অনাত্মবাদী য়িহুদীর মস্তিষ্কে এ ভাব প্রবেশ হইবার নহে, জড়বাদী জ্ঞানীর মোট বুদ্ধিও ইহা ধারণ করিতে পারে না। এ দেশে নিত্যসিদ্ধ মহাজনদিগের যে লক্ষণ বর্ণিত আছে যিশুর কথা তাহার সহিত ঐক্য হয়। যাহাই হউক, সাধারণ এ প্রকার গভীর অর্থযুক্ত বাক্যে অতিশয় বিরক্ত। যে যত বুঝিতে পারে না সে ততই আরো রাগিয়া উঠে। যিশু এমনি সহজে অম্লান বদনে এ সমস্ত বিশ্বাসবাক্য বর্ণন করিতেন যে তাহাতে অন্ধবুদ্ধি মানবের ধৈর্য্যচ্যুত হইত। অবিশ্বাসী লোকেরা ভাবুকতা ও কবিত্বের উপর বড়ই অসন্তুষ্ট, বিশ্বাসের খাঁটি কথাও ধরিতে অক্ষম।

জেরুশালমে প্রকাশ্য উপদেশ।

এক দিন কোন এক জন্মান্ধ মনুষ্য আরোগ্যলাভের ইচ্ছায় যিশুর নিকট উপস্থিত হইলে শিষ্যেরা জিজ্ঞাসা করিল, "এ ব্যক্তির অন্ধ হইবার কারণ কি? পিতা মাতার দোষে, না ইহার নিজদোষে ইহা ঘটিয়াছে?" যিশু বলিলেন, "কাহারো দোষে নহে, ইহাতে ঐশ্বরিক ক্রিয়া যেন প্রত্যক্ষীভূত হয়, এই জন্য উহার উৎপত্তি। যাহারা দেখে না তাহারা যেন দেখিতে পায়, এবং যাহারা দেখে তাহারা যেন অন্ধ হয়, এই বিচারার্থ আমি জগতে অবতীর্ণ হইয়াছি।" ফিরুশীরা বলিল, "তবে আমরাও কি অন্ধ?" যিশু বলিলেন, "যদি অন্ধ হইতে তবে তোমাদের পাপ হইত না, কিন্তু দেখিতে পাইতেছি এইরূপ মনে করাতেই পাপ হইয়াছে।"

অনন্তর হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "সত্য সত্য আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যে সম্মুখ দ্বার দিয়া প্রবেশ না করিয়া অন্য কোন দিক্ দিয়া মেষশালার মধ্যে যায় সে চোর; কিন্তু যে দ্বার দিয়া প্রবেশ করে সে রক্ষক। দ্বারবান্ তাহাকে দ্বার খুলিয়া দেয়, এবং সে মেষগণের স্ব স্ব নাম ধরিয়া ডাকিবামাত্র তাহারা তাহার কণ্ঠরব বুঝিতে পারিয়া বাহিরে আইসে ও রক্ষকের পশ্চাতে গমন করে। কিন্তু অন্য কেহ ডাকিলে তাহার পশ্চাতে তাহারা যায় না, বরং দূরে পলায়ন করে; কারণ তাহার রব অপরিচিত।" এ দৃষ্টান্তের অর্থ কেহ বুঝিতে না পারায় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আমিই মেষশালার দ্বার, আমাকে অতিক্রম করিয়া যাহারা অগ্রে আসিয়াছে তাহারা চোর; কিন্তু মেষগণ তাহাদের কথা শুনে নাই। আমার মধ্য দিয়া যে কেহ প্রবেশ করে সে রক্ষা পাইবে, এবং ভিতর বাহির যাতায়াত করিতে পারিবে এবং তাহাদিগকে আমি ভোজ্য বস্তু দান করিব। চোর কেবল চুরি এবং বধ করিবার নিমিত্ত আসে, কিন্তু আমি জীবন দিতে আসিয়াছি। আমি উত্তম রাখাল। যে উত্তম রাখাল হয়

সে আপনার মেষপালের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে। কিন্তু যে বেতনভোগী, মেষদিগকে যে আপনার বলিয়া মনে করে না, শ্বাপদ জন্তু দেখিলেই সে সকলকে ফেলিয়া নিজের প্রাণরক্ষার্থ ব্যাকুল হয়; সুতরাং তাহারা চারিদিকে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে। বেতনগ্রাহী রাখাল নিজের মেষপালের জন্য চিন্তাও করে না। যেমন পিতা আমাকে জানেন এবং আমিও পিতাকে জানি, তেমনি আমি আমার মেষদিগকে জানি এবং তাহারাও আমাকে জানে। তাহাদের জন্য আমি জীবন দিয়াছি। মেষশালার মেষ ভিন্ন আমার আরো মেষ আছে, সে সকলকে আমি এখানে একত্রিত করিব, তাহারা আমার কথা শুনিবে। জগতে একটি মেষপাল এবং একজন মাত্র রাখাল থাকিবে। পিতা আমাকে প্রীতি করেন, কারণ আমি তাঁহাকে প্রাণ দিয়াছি; পুনরায় সে প্রাণ আমি আবার ফিরিয়া পাইব। কেহ আমার নিকট হইতে তাহা লয় নাই, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা সমর্পণ করিয়াছি। প্রাণ দিবার এবং তাহা পুনর্গ্রহণ করিবার আমার ক্ষমতা আছে, এই উপদেশ আমি পিতার নিকট পাইয়াছি।” যিশুর শিষ্যবাৎসল্য কেমন অকৃত্রিম মধুর! বেতনগ্রাহী ধর্ম্মযাজক কি কখন আপনার মণ্ডলীসম্বন্ধে এরূপ ভালবাসার কথা বলিতে পারে? তাহার সঙ্গে কাহারো প্রাণের সম্বন্ধ হয় না। যে যজমান তাহাকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত অর্থ বিত্ত দানে তুষ্ট করিতে পারে তাহার প্রতি ততক্ষণ তাহার ভালবাসা। স্বার্থ চরিতার্থ না হইলে সে ভীষণ রিপুকুলের করাল গ্রাসে আপনার মণ্ডলীকে নিক্ষেপ করিতে পারে, সুতরাং বেতনগ্রাহী আচার্য্য কাহারো ধর্ম্মবন্ধু নহে।

যিশুর পূর্ব্বোক্ত বচনে য়িহুদীদিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল। কেহ বলিল, এ ব্যক্তি ভূতগ্রস্ত এবং ক্ষিপ্ত, উহার কথা তোমরা কেন শুনিতেছ? কেহ বলিল, না না, এ ভূতগ্রস্তের কথা নয়; ভূতে কি কখন অন্ধকে চক্ষুদান করিতে পারে?

যিশু মন্দিরমধ্যে সলিমানের বারেন্দায় বেড়াইতেছিলেন এমন সময় য়িহুদীরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া কহিল, “আর কত দিন তুমি আমাদের মন সন্দেহে আন্দোলিত রাখিবে? যদি তুমি বাস্তবিকই খ্রীষ্ট হও তবে স্পষ্ট

করিয়া সে কথা বল?" যিশু উত্তর করিলেন, "আমিত তাহা বলিয়াছি, কিন্তু তোমরা যে বিশ্বাস কর না। আমি আমার পিতার নামে যে যে কার্য্য সম্পাদন করিতেছি তাহারাই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। তথাপি তোমরা বিশ্বাস করিতে চাহ না। তাহার কারণ এই যে তোমরা আমার মেষগণের মধ্যে নহ। আমার মেষগণ আমার কথা শুনে, আমিও তাহাদিগকে চিনি। তাহারা আমার পশ্চাতে গমন করে, আমি তাহাদিগকে অনন্তজীবন দান করি। তাহারা কখন বিনষ্ট হইবে না, কেহ আমার হস্ত হইতে তাহাদিগকে কাড়িয়া লইতেও পারিবে না। যে পিতা আমার হস্তে তাহাদিগকে দিয়াছেন তিনি সর্ব্বোপরি মহান্; তাঁহার হস্ত হইতে কেহ তাহাদিগকে কাড়িয়া লইতে পারিবে না।"

অনন্তর যিশু স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন, "আমি এবং আমার পিতা একই।" এ কথা শুনিয়া য়িহুদীরা আবার তাঁহাকে প্রস্তরাঘাত করিতে উদ্যত হইল। তদ্দর্শনে তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমি আমার পিতার শক্তিতে যে সকল সৎ কর্ম্ম তোমাদের সমক্ষে করিয়াছি তাহার কোন্‌টির জন্য তোমরা আমাকে প্রস্তরাঘাত করিতে আসিতেছ?" তাহারা বলিল, "কোন সৎ কর্ম্মের জন্য নহে, ঈশ্বরনিন্দা করিয়াছ সেই জন্য! তুমি মানুষ হইয়া আপনাকে ঈশ্বর করিয়া তুলিতেছ?" যিশু বলিলেন, "তোমাদের শাস্ত্রে 'আমি কহিয়াছি তোমরা ঈশ্বর' এই বচন কি লিখিত নাই? যাহাদের নিকট ঈশ্বরের বাণী উপস্থিত হইয়াছিল তাহাদিগকে যদি ঈশ্বর বলা যায়, এবং তাহাতে যদি শাস্ত্রের কোন ব্যতিক্রম না ঘটে, তবে আমি আমাকে 'ঈশ্বরপুত্র' এই কথা বলিয়াছি বলিয়া কেন তোমরা আমাকে ঈশ্বরনিন্দুক মনে করিতেছ? আমি যদি আমার পিতার কার্য্য না করি তাহা হইলে তোমরা আমাকে বিশ্বাস করিও না, কিন্তু যদি তাঁহার কার্য্য করি, তবে আমাকে তোমরা বিশ্বাস কর না কর কার্য্য দেখিয়া তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর; তাহা হইলে বুঝিতে এবং বিশ্বাস করিতে পারিবে পিতা আমাতে আছেন এবং আমি পিতাতে আছি।" সূত্রের অপেক্ষা ভাষ্য আরো দুর্ব্বোধ্য হইল।

পৃথিবীর ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে যিশুর এ প্রকার মত প্রচার করা নিতান্ত ভুল হইয়াছিল। কেবল ভুল নহে, ইহাকে ঈশ্বরনিন্দাও বলা যাইতে

পারে। কারণ "আমি এবং আমার পিতা একই" "তাঁহার শক্তিতে আমি কার্য্য করি। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাই বলি, আমি নিজে কিছুই নই।" এ সকল কথা কে সহ্য করিতে পারে? বিদ্যোপাধি-সমন্বিত মার্জ্জিত বুদ্ধি জ্ঞানী ইহাকে ঈশ্বরনিন্দা ভিন্ন আর কি বলিবেন? যিশু যদি বলিতেন, "বোধ হয় ইহা সত্য এবং বিবেক বুদ্ধির অনুমোদিত; আমি যুক্তি সঙ্গত সত্য কথা কহিতেছি" তাহা হইলে তিনি প্রশংসা পাইতেন, অভিনন্দনপত্রও দুই এক খান পাইতে পারিতেন। এবং সকলেই বিনয়ী সত্যপ্রিয় উদারচরিত বলিয়া তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিত। তাহা না বলিয়া হৃদয়ের নিঃসংশয় বিশ্বাস ব্যক্ত করিলেন ইহাতেতো নিন্দিত হইতে হইবেই। সংশয় চিত্তের নিকট এ কথার কোন অর্থ নাই, সুতরাং তাঁহার মুখে ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের পিতা পুত্র সম্বন্ধের ব্যাখ্যা শুনিয়া য়িহুদীরা আরো বিরক্ত হইল। বরং জগৎপিতা বলিলে সহ্য হইত, "আমার পিতা" ইহা বড় নির্ঘাত কথা! যখন তাহারা ক্রোধ অভিমানে অন্ধ হইল তখন আর যথার্থ তত্ব বুঝিবে কিরূপে? ফলতঃ য়িহুদীরা যে আশঙ্কায় বিরক্ত হইয়াছিল বর্ত্তমান খ্রীষ্টিয়ানমণ্ডলী পুত্রকে পিতার স্থলে স্থাপন করিয়া তাহার সত্যতা সমর্থন করিয়াছেন। ব্যক্তিত্বের ভাব যিশুর ধর্ম্মে স্থান পায় নাই, এই কারণে তিনি আপনাকে একবারে অস্বীকার করিতেন। কিন্তু কখন এ কথা বলেন নাই যে "আমি ঈশ্বর।" তাঁহার সহিত আমার সকল বিষয়ে একতা আছে ইহাই কেবল তাঁহার বলিবার উদ্দেশ্য। য়িহুদীস্বভাব কঠোরাত্মা একেশ্বরবাদীরা এক্ষণেও ঐ কথানুসারে খ্রীষ্টিয়ানদিগকে নরোপাসক বলিয়া ঘৃণা করে। কিন্তু যিশু এই উভয় সম্প্রদায়ের অতীত স্থানে বাস করিতেন। তিনি সামান্য নর নহেন, পূর্ণব্রহ্মও নহেন।

"আমি এবং আমার পিতা একই" এ কথা লইয়া পৃথিবীতে অদ্যাবধি কত তর্ক বিতর্কই চলিতেছে! যিশু যে স্বয়ং ভগবান্ তাহা এই কথা দ্বারা খ্রীষ্টোপাসকেরা প্রমাণ করিয়া থাকেন। "যে আমাকে দেখিয়াছে, সে আমার পিতাকেও দেখিয়াছে" ইহাও প্রমাণস্থলে গৃহীত হয়। ইহা ভিন্ন স্পষ্ট ভাষায় "আমি ঈশ্বর" এ কথা তিনি কুত্রাপি কখন বলেন নাই। সেরূপ বিশ্বাস থাকিলে "এবং" শব্দ ব্যবহারের কোন আবশ্যকতা দেখা

যায় না। দুই ব্যক্তির কথা তিনি কেন উল্লেখ করিতেন? "পিতা আমা অপেক্ষা মহৎ" এ কথারইবা অর্থ কি? দুই জনে আমরা এক, অর্থাৎ ভাব রুচি ইচ্ছা সঙ্কল্প মঙ্গলাভিপ্রায়ে উভয়ে অভেদ। "এক" অর্থে এখানে একতা. অথচ ব্যক্তিত্বের পার্থক্য আছে, ইহা বুঝিলেই আর কোন গোলযোগ ঘটে না। এ ভাবতো আমরা সহজজ্ঞানেই বুঝিতে পারি!

জেরুশালম নগরে যিশুর দুই জন মাত্র বন্ধু ছিল, তাহারা উভয়েই উচ্চ-পদস্থ, সম্ভ্রান্ত লোক। ইহার মধ্যে নিকোডিমাস্ নামক যে ব্যক্তি রাত্রি-কালে গোপনে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিত, সে বলিল, "পণ্ডিত মহাশয়! আপনি সত্যই ঈশ্বরনিয়োজিত আচার্য্য, ভগবান্ সহায় না হইলে কি এরূপ অদ্ভুত কার্য্য সম্ভব হয়?" যিশু বলিলেন, "মনুষ্য পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ না করিলে কখনই সে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।" নিকোডি-মাস্ বলিল, "তাহা কিরূপে ঘটিবে? মনুষ্য পরিণত বয়স্ক হইয়া কি দ্বিতীয় বার মাতৃগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিবে?" যিশু বলিলেন, "সেরূপ নহে, মনুষ্য দ্বিজাত্মা হইবে, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জন্ম লাভ করিবে। ইহাতে বিস্ময়াপন্ন হইও না, নিশ্চয় তোমাদিগকে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। বায়ু যথা ইচ্ছা বহমান হয় তুমি কেবল তাহার শব্দ শ্রবণ কর, কিন্তু কোথা হইতে সেই বায়ু আসিতেছে এবং কোথা যাইতেছে তাহা বলিতে পার না; পরমাত্মজাত প্রত্যেক ব্যক্তি এইরূপ।" নিকোডিমাস্ কহিল তাহাই বা কিরূপে হইবে?" যিশু বলিলেন, "তুমি এত বড় এক জন প্রধান ব্যক্তি হইয়া ইহা বুঝিতে পারিলে না? আমি সত্য করিয়া কহিতেছি, যে বিষয় আমরা জানি তাহাই বলি, এবং যাহা দেখিয়াছি তাহাই সপ্রমাণ করি; কিন্তু তোমরা সে প্রমাণ গ্রহণ করিতেছ না। পার্থিব বিষয় বলিলে তাহাতে যদি বিশ্বাস না কর, তবে স্বর্গীয় বিষয়ে কিরূপে বিশ্বাস করিবে? স্বর্গ হইতে যে অবতরণ করিয়াছে সে ভিন্ন কেহই স্বর্গারোহণ করিতে পারে না। ঈশ্বর পৃথিবীকে ভাল বাসিয়া আপনার একমাত্র প্রিয় সন্তানকে তাহার নিকট পাঠাইলেন। কাহাকেও দণ্ড দিবার জন্য নহে, কিন্তু পরি-ত্রাণ দিবার জন্য পাঠাইলেন। তাঁহাকে যে বিশ্বাস করিয়াছে সে দণ্ডার্হ হইবে না। কিন্তু যে বিশ্বাস করে নাই সে ইতিপূর্ব্বেই দণ্ডার্হ হইয়াছে।

এইটিই দণ্ড যে, আলোক পৃথিবীতে আসিল, কিন্তু মনুষ্য তাহাকে ভাল না বাসিয়া অন্ধকারকে ভাল বাসিতে লাগিল। কারণ তাহাদের কর্ম্মসকল মন্দ। প্রত্যেক দুষ্কর্ম্মান্বিত ব্যক্তি আলোককে ঘৃণা করে। পাছে তাহাদের দোষ বাহির হইয়া পড়ে এই জন্য তাহারা আলোকের কাছে আসিতে চাহে না। কিন্তু যে সৎকর্ম্মশীল সে আলোকের নিকট আইসে। তাহাতে তাহার কার্য্যে যে ঈশ্বর বর্ত্তমান আছেন ইহা প্রকাশিত হয়।"

বিপক্ষের সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা।

এক দিন মহর্ষি যিশু বেথানি গ্রাম হইতে আসিয়া জেরুশালমের দেব-মন্দিরের সম্মুখে লোকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতেছেন এমন সময় কয়েক জন প্রধান পুরোহিত ও দলপতি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যে এই সব কার্য্য করিতেছ, কাহার বলে করিতেছ বলিতে পার কি? এ অধিকার তুমি কোথায় পাইলে?" যিশু বলিলেন, "আচ্ছা, আমি তোমাদিগকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, যদি তাহার উত্তর দিতে পার, তবে আমি বলিব, কে আমাকে এই অধিকার দিয়াছে। জনের যে জলসংস্কার, ইহা কোথা হইতে আসিয়াছিল বল দেখি? ঈশ্বর হইতে, না মনুষ্য হইতে?" প্রশ্ন শুনিয়া তাহারা আপনাপনি আলোচনা করিতে লাগিল, যদি আমরা বলি স্বর্গ হইতে, তাহা হইলে বলিবে. কেন তবে জন্‌কে বিশ্বাস কর নাই? আবার যদি বলি, মনুষ্য হইতে, তাহা হইলে লোকেরা বিরক্ত হইবে, কারণ তাহারা জন্‌কে প্রেরিত মহাজন বলিয়া মান্য করে। অনেক ক্ষণ এইরূপে ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষ উত্তর করিল, "না, আমরা এ কথার উত্তর দিব না।" যিশু বলিলেন, "তবে আমিও বলিব না কে আমাকে অধিকার দিয়াছে।" অনন্তর নিম্নলিখিত এই গল্পটি বলিলেন।

"এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল। এক দিন তিনি প্রথম পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, 'পুত্র, অদ্য তুমি আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাও, এবং সেখানে গিয়া কর্ম্ম কর।' সে বলিল, 'না আমি তাহা পারিব না।' কিন্তু পরক্ষণে সে তজ্জন্য অনুতপ্ত হইল এবং পিতৃ আজ্ঞা পালন করিল। দ্বিতীয় পুত্রকে বলিবামাত্র সে বলিল, 'যে আজ্ঞা মহাশয়, আমি চলিলাম।' কিন্তু গেল না। বল দেখি এই দুই জনের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি পিতার আদেশ পালন করিল?" য়িহুদীরা বলিল, "যে প্রথম সেই ব্যক্তি।" যিশু বলিলেন, "বারাঙ্গনা এবং ইতর লোকেরা তোমাদের অগ্রে স্বর্গে চলিয়া যাইবে।

ধর্ম্মনিয়মানুসারে জন অবতীর্ণ হইলেন, তোমরা তাঁহাকে বিশ্বাস করিলে না। কিন্তু চণ্ডাল এবং বারবধূগণ তাঁহাকে বিশ্বাস করিল। ইহা দেখিয়াও তোমাদের মন অনুতপ্ত হইল না যে পরে তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে পার।”

“আর একটি আখ্যায়িকা বলিতেছি শ্রবণ কর। কোন গৃহস্থ এক দ্রাক্ষা উদ্যান প্রস্তুত করিয়া তাহার চারি ধারে বেড়া দিলেন, এবং উদ্যানের মধ্যস্থলে দ্রাক্ষা পেষণের জন্য এক কুণ্ড এবং এক উচ্চ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া উদ্যানের ভার কয়েক জন কৃষকের হস্তে প্রদানপূর্ব্বক দূরদেশে চলিয়া গেলেন। কিছু দিন পরে ফলের সময় উপস্থিত হইল। তখন তিনি ফল প্রাপ্তির কামনায় কতিপয় ভৃত্যকে তথায় পাঠাইলেন। উদ্যানের কৃষকগণ উক্ত ভৃত্যদিগের মধ্যে এক জনকে আঘাত করিল, এক জনকে পাথর ছুড়িয়া মারিল, আর এক জনকে একবারে মারিয়া ফেলিল। ক্ষেত্রপতি দ্বিতীয় বার আরো বেশী লোক জন তথায় পাঠাইলেন। দুষ্ট কৃষকদল তাহাদিগকেও পূর্ব্ববৎ কুব্যবহার দ্বারা বিদায় করিয়া দিল। পরিশেষে উদ্যানস্বামী আপনার পুত্রকে পাঠাইয়া দিলেন এবং মনে ভাবিলেন, পুত্রকে পাঠাইতেছি, এবার অবশ্য কৃষকেরা ইহাকে সম্মান করিবে। পুত্রকে দেখিয়া তাহারা এই যুক্তি স্থির করিল, এ ব্যক্তিত বিষয়ের উত্তরাধিকারী, অতএব চল, আমরা উহাকে মারিয়া সম্পত্তি হস্তগত করি। এই বলিয়া উহারা পুত্রকেও মারিয়া ফেলিল। ইহার পর উদ্যানস্বামী যখন স্বয়ং তথায় আসিবেন তখন তিনি কৃষকদিগের প্রতি কিরূপ আচরণ করিবেন বল দেখি?” বিপক্ষেরা বলিল, “তিনি সেই দুষ্ট কৃষকদিগকে বহু যন্ত্রণা প্রদানান্তর একবারে সংহার করিবেন এবং যাহারা সময়ে ফল দান করে এমন কৃষকের হস্তে উদ্যানের ভার দিবেন।” যিশু বলিলেন. “তোমরা কি ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহা পাঠ কর নাই যে, যে প্রস্তর খণ্ড স্থপতি পরিত্যাগ করে তাহা আবার কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠে? ইহা ঈশ্বরের কীর্ত্তি, আমাদের চক্ষে ইহা অতীব অদ্ভুত। অতএব আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, স্বর্গরাজ্যের ভার তোমাদের হস্ত হইতে লইয়া অন্য এক জাতিকে দেওয়া হইবে যাহারা উপস্বত্ব প্রদান করে। যে কোন ব্যক্তি এই প্রস্তরের উপর পড়িবে সে ভগ্ন হইবে, এবং যাহার উপরে উহা পড়িবে তাহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিবে।” প্রস্তর

অর্থে এখানে পৃথিবীর পরিত্যক্ত ঈশ্বরের দীনহীন মনোনীত সেবকদল। যে জাতির হস্তে স্বর্গরাজ্যের ভার অর্পিত হইবার কথা যিশু বলিলেন তাহারা জেণ্টাইল্। কেন না য়িহুদীরা প্রাগুক্ত বিশ্বাসঘাতক কৃষকদলের ন্যায় বার বার আপনাদের প্রভুর অবমাননা করিয়া অবিশ্বাসী এবং অধিকারচ্যুত হইয়াছিল।

এই গল্প শুনিয়া ধর্ম্মযাজকগণ বুঝিতে পারিল যে যিশু তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই উহা বলিলেন। তখন পুনরায় উহারা তাঁহাকে ধরিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু যিশুর পক্ষে অনেক লোক আছে মনে করিয়া ভীত হইল। তথাপি আপনাদের অসদভিসন্ধি সাধনে ভগ্নোদ্যম হইতেছে না। গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আপনাদের এবং হেরোদের কতিপয় অনুচরকে অন্য এক বেশে তৎসন্নিধানে পাঠাইয়া দিল। তাহারা আসিয়া ছলপূর্ব্বক বিনয় বচনে বলিতে লাগিল, "মহাশয়, আমরা জানি আপনি এক জন যথার্থ ব্যক্তি, সত্যরূপে আপনি ঈশ্বরের পথ সকলকে বলিয়া দেন, কোন ব্যক্তি বিশেষের মুখাপেক্ষা করেন না। আচ্ছা এ বিষয়ে আপনি কি বিবেচনা করেন বলুন দেখি। সম্রাট্ সিজার্‌কে রাজস্ব দেওয়া বিধিসঙ্গত কি না?" যিশু তাহাদের প্রতারণার কৌশল বুঝিয়া কহিলেন, "হে কপটীসকল, কেন আমাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছ? আচ্ছা, তোমাদের প্রচলিত মুদ্রা একটি আনয়ন কর, আমি দেখিব। মুদ্রা আনীত হইলে যিশু বলিলেন, "ইহার উপর কাহার মূর্ত্তি রহিয়াছে?" বঞ্চকেরা বলিল, "ইহা সিজারের মূর্ত্তি।" তখন যিশু বলিলেন, "যাহা সিজারের তাহা সিজারকে দাও, এবং যাহা ঈশ্বরের তাহা ঈশ্বরকে অর্পণ কর।" এ কথা শুনিয়া তাহারা অবাক্ হইয়া চলিয়া গেল। যিশু ইতিপূর্ব্বে আপনাকে কি না মসি বলিয়া সর্ব্বসমক্ষে ঘোষণা করিয়াছেন, এইজন্য উহারা মনে করিয়াছিল যে তবে ইনি নিশ্চয়ই রোমীয় রাজবিধির বিরুদ্ধ কথা বলিবেন। একবার কোন ছল কৌশলে যদি ধর্ম্ম কিংবা রাজবিদ্রোহসূচক একটী কথা তাঁহার মুখ হইতে উহারা বাহির করিয়া লইতে পারে, তাহা হইলে অমনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধরিয়া রাজবিচারে সমর্পণ করিবে। কিন্তু যিশু তাহাদের মায়াজালে সহজে কেন পড়িবেন? তিনি চাহেন বিশ্বাসের ভূমিতে প্রেমের নিয়মে স্বর্গরাজ্য স্থাপন

করিতে, পার্থিব সাম্রাজ্যের প্রভুত্বে হস্তক্ষেপ করিবার তাঁহার প্রয়োজন কি? ধন জন পশুবল বুদ্ধি বা কৌশল তাঁহার নিকট অতি তুচ্ছ বিষয় ছিল। রাজ-পদের অমর্য্যাদা তিনি করিতেন না, কিন্তু রাজ্য ঐশ্বর্য্য পার্থিব বল ক্ষমতার উপর তাঁহার কোন আশা নির্ভর ছিল না। স্বাধীন প্রেম, অকপট বিশ্বাস এবং দৈববলে তিনি মানবহৃদয়ে অপার্থিব স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছিলেন তাহাই করিয়া গিয়াছেন। বলপূর্ব্বক কেহ কাহাকে সে রাজ্যের অধীন করিতে পারে না, কিন্তু সারবান্ লোকেরা আপনা হইতে তাহার অধীন হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করেন।

এক দল শত্রু হতবুদ্ধি হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে আবার আর এক দল আসিয়া কুতর্ক আরম্ভ করিতেছে, এই ভাবে সে দিন গত হয়। সতুকী সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোক যিশুকে কুতর্কের দ্বারা অপদস্থ করিবার মানসে তথায় উপস্থিত হইল। সতুকিরা পরলোকে বিশ্বাস করে না, শরীর আত্মার স্বাতন্ত্র্য অস্তিত্ব মানে না, ধর্ম্মবিষয়ে সাধারণতঃ উদাসীন অবিশ্বাসী, কিন্তু বিদ্যাবিষয়ে যথেষ্ট অভিমানী। মার্জ্জিত বুদ্ধি জ্ঞানগর্ব্বিত জড়বাদী ঈশ্বর, পরকাল, আত্মা এবং পাপ পুণ্যের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী হইয়া যেরূপ দুর্গতি ভোগ করে ইহাদের অবস্থা প্রায় তদ্রূপ ছিল। যিশু প্রাচীন ধর্ম্মনিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করেন, কি কুলধর্ম্ম মানেন না, সে জন্য যে ইহাদের বিশেষ কোন ক্ষোভ বা বিরক্তি আছে তাহা নহে, কারণ ইহারা কপটাচারী ধর্ম্মযাজক ছিল; কিন্তু যিশু বিশ্বাস ভক্তি আত্মত্যাগ লইয়া এত আন্দোলন করিয়া বেড়ান কেন? আদেশ আবার কি? এই বলিয়া যাহা কিছু দুঃখ। যিশু আপনাকে প্রেরিত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, ধর্ম্মোৎসাহে প্রমত্ত হইয়া ষোল আনা বিশ্বাসের কথা বলিতেন, দেশ কাল পাত্র কিংবা ফলাফল গণনা করিয়া চলিতেন না, বাতুলের ন্যায় অজ্ঞান মূর্খ লোকদিগের সঙ্গে পথে পথে ফিরিতেন, বিদ্যা উপাধি মান সম্ভ্রমের কোন ধার ধারিতেন না, এই সকলের জন্য সতুকিরা তাঁহাকে অন্ধবিশ্বাসী নির্ব্বোধ মনে করিয়া উপহাস বিদ্রূপ করিত। কখন বা আপনাদের বিদ্যার গরিমা তাঁহাকে দেখাইতে আসিত।

উহারা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, মুসা বলিয়া গিয়াছেন,

যদি কোন ব্যক্তি নিঃসন্তান হইয়া মরে, তবে তাহার ভ্রাতা তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া বংশ রক্ষা করিবে। এক্ষণে বোধ করুন আমাদের মধ্যে একজনেরা সাত ভাই, প্রথম ভাই নিঃসন্তান অবস্থায় মরিয়া যাওয়ায় তাহার স্ত্রীকে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সাত ভাই ঐ নারীকে বিবাহ করিয়া মরিয়া গেল, কেহই সন্তানের মুখ দেখিতে পাইল না। পরিশেষে সে স্ত্রীলোকেরও মৃত্যু হইল। এখন বলুন দেখি, পুনরুত্থানের দিনে সেই স্ত্রী কাহার ভার্য্যা বলিয়া পরিগণিত হইবে?" যিশু বলিলেন, "ঈশ্বরের ক্ষমতা এবং ধর্ম্মশাস্ত্র না জানাতে তোমরা ভ্রান্ত হইয়াছ। পুনরুত্থানের অবস্থায় মানবাত্মা সকল বিবাহ করেও না, কেহ কাহারো বিবাহ দেয়ও না, স্বর্গলোকে ঈশ্বরের দূতের ন্যায় তাহারা অবস্থান করে। মৃতদিগের পুনরুত্থান সম্বন্ধে ঈশ্বরবাণী কি তোমরা পাঠ কর নাই? তিনি বলিয়াছেন, আমি এব্রাহেম আইয্যাক্ এবং জ্যাকোবের ঈশ্বর। ঈশ্বর যিনি তিনি মৃতদিগের ঈশ্বর নহেন, তিনি জীবিতদিগের ঈশ্বর।" এই কথা শুনিয়া প্রশ্নকর্ত্তারা অবাক্ এবং পরাস্ত হইলেন। যিশু পণ্ডিতাভিমানী স্ক্রাইবদিগের ন্যায় পরলোকে অবিশ্বাসীও ছিলেন না, আবার ফিরুশীদিগের মত সশরীরে পুনরুত্থানও মানিতেন না, অথচ তৎসম্বন্ধে তাঁহার বিশুদ্ধ মত বিশ্বাস ছিল। মনুষ্যাত্মা ঈশ্বর প্রকৃতিতে সংগঠিত, ঈশ্বর স্বয়ংই তাহার জীবনী শক্তি, এই বিশ্বাসদর্পণে যিশু পরলোক প্রত্যক্ষ করিতেন। পার্থিব পরলোক, মুসলমানের স্বর্গ তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তাঁহার প্রচারিত আধ্যাত্মিক অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ভ্রান্তবুদ্ধি লোকেরা দৈহিক পুনরুত্থানে বিশ্বাস স্থাপন করে। তাহাদের সংস্কার এই যে মৃত ব্যক্তি বিচার দিবসে সশরীরে সমাধি হইতে উঠিবে, এবং পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার ভোগ করিবে। যে দেহ মৃত্তিকাসাৎ হইয়া যায় তাহা আবার কিরূপে উঠিবে ইহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। পরলোকে বিশ্বাস জ্যামিতি শাস্ত্রের স্বীকার্য্য সত্যের ন্যায়। ঈশ্বরবিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ সত্য, ইহাতে বিশ্বাস জন্মিলে পরকালে বিশ্বাস জন্মে। যিশুর নিকট ঈশ্বর পরকাল এক বলিয়া বোধ ছিল এবং ইহকালের সহিত তিনি তাহা এক জ্ঞান করিতেন। ঈশ্বরবিশ্বাসে উদাসীন হইয়া পরলোকবাসী-

দিগকে যাহারা দেখিতে চায়, নাস্তিকের নীতিশাস্ত্রে বিশ্বাস যেমন অর্থশূন্য, পরকালও তেমনি আকাশকুসুমবৎ অবাস্তবিক। প্রেততত্ত্ববাদী ও থিয়সফিষ্টদিগের কল্পিত পরলোক ঈদৃশ।

অনন্তর ফিরুশীরা যখন শুনিল, যিশু সদ্দুকিদিগেরও মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন তখন তাহারা একত্রিত হইয়া অন্যবিধ কুমন্ত্রণা করিতে লাগিল। একে একে সমুদায় উপায় ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, বধযোগ্য কোন দোষ ধরিতে পারিতেছে না ইহা তাহাদের পক্ষে সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে।

জনৈক ব্যবহারবিদ্ চতুর পুরুষ আসিয়া কহিল, "মহাশয়, ধর্ম্মবিধির মধ্যে ঈশ্বরের কোন্ আদেশটি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?" যিশু বলিলেন, "শ্রবণ কর, হে ইস্রায়েল্! আমাদের প্রভু পরমেশ্বর যিনি তিনি এক। তুমি তাঁহাকে সমুদায় হৃদয় মন আত্মা ও সামর্থ্যের সহিত ভাল বাসিবে, এইটি প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ উপদেশ। আর তুমি আপনার প্রতিবাসীকে আত্মবৎ প্রীতি করিবে, এইটি দ্বিতীয় উপদেশ। ইহার তুল্য আর শ্রেষ্ঠ উপদেশ নাই। এই দুই উপদেশের মধ্যে যাবতীয় বিধি ও সাধু মহাজন অবস্থিতি করিতেছে।" সে ব্যক্তি ইহাতে স্বীকৃত এবং সন্তুষ্ট হওয়ায় যিশু বলিলেন, "স্বর্গরাজ্য হইতে তুমি দূরে নহ।"

ফিরুশীরা তথায় পুনর্ব্বার সমবেত হইলে যিশু জিজ্ঞাসা করিলেন, "খ্রীষ্টের বিষয়ে তোমরা কি মনে কর? তিনি কাহার পুত্র?" তাহারা বলিল "তিনি দাউদের পুত্র।" যিশু বলিলেন "তবে দাউদ তাঁহাকে প্রভু বলিলেন কেন? পুত্রকে কি কেহ প্রভু বলিয়া থাকে?" কেহই এ কথার উত্তর দিতে পারিল না। এই দিন অবধি কথায় আর কেহ তাঁহাকে ঠকাইবার চেষ্টা করে নাই। য়িহুদীদিগের পূর্ব্ব সংস্কারানুসারে যিনি ঈশা মসি তিনি দাউদ রাজের বংশোদ্ভব, কিন্তু যিশু সে মসি নহেন, তাহা ইঙ্গিতে সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। লোকে বলপূর্ব্বক তাঁহাকে দাউদের সন্তান বলিত, এখনও বলে। তাঁহাকে দাউদবংশোদ্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য বোধ হয় অনেক কল্পিত ঘটনা রচনা করিতে হইয়াছে। তিনি রাজরাজেশ্বর ব্রহ্মাণ্ডপতির একমাত্র প্রিয় পুত্র ইহাতে লোকের মন উঠিল না, কিন্তু তিনি দাউদের পুত্র এইটিই গৌরবের বিষয় হইল!

কপটীদিগকে তিরস্কার।

অনন্তর যিশু মহা বিক্রমের সহিত সম্মুখ সংগ্রামে দণ্ডায়মান হইয়া নির্ভয় অন্তরে ধর্ম্মধ্বজী য়িহুদীদিগের হৃদয়ে বাক্যবাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যাহারা ধর্ম্ম কর্ম্ম ঈশ্বর পরকাল পাপ পুণ্য দেবতা গোসাঞী মানে না, কিংবা মানিয়াও যাহারা দুর্ব্বলতা বশতঃ বারংবার পাপে পতিত হয় তাহাদের পরিত্রাণের আশা থাকে ; কিন্তু যাহারা ভিতরে নাস্তিক যথেচ্ছাচারী, অথচ সাধুতার ভান করত ধার্ম্মিকের উচ্চাসনে বসিয়া উপদেশ দেয়, এবং অল্পমতি ও দুষ্কৃতাধমদিগকে কুদৃষ্টান্ত দ্বারা নরকগামী করে তাহাদের উদ্ধারের পথ একবারে বন্ধ। কারণ যে ঔষধে রোগ ভাল হইবে তাহাকে তাহারা ব্যাধির কারণ করিয়া তুলিয়াছে। য়িহুদীধর্ম্মযাজক ও ধর্ম্মজ্ঞানীরা ঈদৃশ প্রকৃতির লোক ছিল। পুনঃ পুনঃ তাহাদের অসদাচরণ দর্শনে পরিশেষে যিশু নিতান্ত দুঃখিত এবং উত্তেজিত হন, এবং তাহাদের দোষের প্রতি আক্রমণ করেন।

সাধারণ লোক এবং শিষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ফিরুশীরা ও অধ্যাপকগণ মুসার আসনে উপবিষ্ট আছে, অতএব উহারা যাহা বলে তাহা পালন কর, কিন্তু উহাদের আচরণের অনুকরণ করিও না। কারণ উহারা মুখে যাহা বলে কাজে তাহা মানে না ; অন্যের মস্তকে উপদেশের গুরুভার চাপাইয়া আপনারা এক অঙ্গুলী দ্বারাও তাহার সাহায্য করে না। উহাদের যত কিছু কার্য্য সব লোককে দেখাইবার জন্য, ধর্ম্মের বাহ্য বেশভূষার আড়ম্বর যথেষ্ট। উহারা ধর্ম্মবিধিঅঙ্কিত অতি দীর্ঘ দীর্ঘ পরিচ্ছদ সকল অঙ্গে ধারণ করে। ভজনালয়ে কিংবা নিমন্ত্রণের সভায় সর্ব্বাপেক্ষা যে উচ্চ আসন থাকে তাহাতে উহাদিগকে দেখিতে পাইবে। প্রকাশ্য স্থানে সকল লোকে উহাদিগকে পণ্ডিত বলিয়া প্রণিপাত করে এইটি মনে মনে বড়ই ইচ্ছা। তোমরা পণ্ডিত নাম

গ্রহণ করিও না, খ্রীষ্ট তোমাদের আচার্য্য, এবং তোমরা পরস্পরের ভ্রাতা। কোন মনুষ্যকে তোমরা পিতা বলিও না; পৃথিবীতে ঈশ্বর তোমাদের এক মাত্র পিতা। আচার্য্য নামেও অভিহিত হইও না, কারণ এক আচার্য্য তোমাদের খ্রীষ্ট। যিনি তোমাদের মধ্যে বড় হইতে চাহেন তিনি সকলের ভৃত্য হউন। যিনি আপনাকে আপনি উচ্চ করিতে চাহিবেন তিনি অধম হইয়া পড়িবেন; কিন্তু যিনি বিনয়ী তিনি মহৎ হইবেন।

হায়! হায়! কপট ফিরুশী অধ্যাপকদল! তোমরা স্বর্গের দ্বার বন্ধ করিয়া বসিয়া আছ; না সেখানে আপনারা প্রবেশ করিবে, না অপরকে প্রবেশ করিতে দিবে। তোমরা বিধবার সম্পত্তি গ্রাস করিয়া শেষ দীর্ঘ প্রার্থনা দ্বারা ধার্ম্মিকতা দেখাও। এই জন্য তোমাদিগকে আরো ভয়ানক নরকযন্ত্রণা ভুগিতে হইবে।" এই ভাবে যিশু বিপক্ষকুলকে তিরস্কার করি-তেছেন এমন সময় দেবমন্দিরের মুদ্রাধারে এক দুঃখিনী বিধবা দুইটি পিত-লের আধলা পয়সা ফেলিয়া দিল। যেথানে ঈশ্বরেচ্ছানুযায়ী সাধু কার্য্য এবং প্রকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠান সেই থানেই যিশুর দৃষ্টি যেন সম্বদ্ধ। বিধবার দান দেখিয়াই অমনি বলিয়া উঠিলেন, "সকলের অপেক্ষা এই নারী অধিক দিয়াছে। কেন না অন্যেরা অতিরিক্ত সঞ্চিত ধন হইতে দান করে, বিধবা নিজ উদরান্নের লাঘব করিয়া দান করিল। ধিক হে কপটিগণ! একটি লোককে স্বমতে আনিবার জন্য তোমরা জলে স্থলে ভ্রমণ কর এবং সে জন্য কতই উদ্যোগী হও, কিন্তু যখন কেহ দলভুক্ত হয় তখন তাহাকে নিজেদের অপেক্ষা দ্বিগুণ নারকী করিয়া তোলো। হা অন্ধ ধর্ম্মনেতৃগণ! তোমাদের মতে দেবমন্দির স্পর্শ করিয়া শপথ করিলে কিছু হয় না, কিন্তু তাহার গাত্রমণ্ডিত স্বর্ণাচ্ছাদন স্পর্শপূর্ব্বক শপথ করিলে মনুষ্য দায়ী হয়। রে মূর্খ, এবং অন্ধ! স্বর্ণ বড়, না যদ্দ্বারা সে পবিত্রীকৃত হইয়াছে সেই মন্দির বড়? বেদী স্পর্শে কিছু হয় না, বেদীস্থিত উপহার স্পর্শ করিয়া শপথ করিলেই দোষ ঘটে! কিন্তু ইহা জান না যে বেদীর নামে শপথ করিলে তাহাতে যাহা কিছু থাকে তাহার নামেও শপথ করা হয়; এবং মন্দিরের নামে শপথ করিলে তাহাতে যিনি বাস করেন তাঁহার নামেও শপথ করা হয়। যে স্বর্গের নামে শপথ করে সে ঈশ্বরের সিংহাসন এবং স্বয়ং ঈশ্বরের

নামে শপথ করিয়া থাকে।” শিষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “কথিত আছে যে তোমরা নিজের নামে শপথ করিবে না, কিন্তু ঈশ্বরের নামে করিবে। আমি বলি, শপথ একবারেই করিবে না। স্বর্গ ঈশ্বরের সিংহাসন, পৃথিবী তাঁহার পাদপীঠ, জেরুশালম মহারাজের রাজধানী, অতএব এ তিনের কোনটির নামে শপথ লইতে পার না। মাথার দিব্যও কাহাকেও দিও না; যেহেতু ইহার এক গাছি কেশকে তুমি শুভ্র কিংবা কৃষ্ণ করিতে সমর্থ নহ। কেবল হাঁ কিংবা না, এই মাত্র বলিবে; তদতিরিক্ত যাহা কিছু তাহা নিন্দিত।”

পুনরায় ধর্ম্মযাজক ও ফিরুশীদিগকে বলিতে লাগিলেন, “হে কপটিগণ! ধিক্ তোমাদিগকে যে ধর্ম্মার্থ আয়ের দশমাংশ এবং গন্ধদ্রব্য দান সম্বন্ধে তোমরা কত অনুরাগ প্রকাশ কর, অথচ দয়া বিশ্বাস ন্যায় সুবিচার প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ে মনোযোগ দেও না। পাছে সামান্য একটি ক্ষুদ্র কীটাণু উদরে প্রবেশ করে সে জন্য কতই তোমাদের আশঙ্কা, কিন্তু একটি বৃহৎ উষ্ট্রকে অনায়াসে গ্রাস করিতে পার। তোমরা ভোজ্য ও পানপাত্রের বহির্ভাগ পরিষ্কার রাখিতে কেবল যত্নবান্, ভিতরে তাহাদের যাহা থাকে থাকুক। হে অন্ধ ফিরুশীদল! অগ্রে ভিতর পরিষ্কার কর, তাহা হইলে বাহির আপনিই পরিষ্কৃত হইবে। তোমরা চূণকামকরা গোরস্থান বিশেষ। কারণ তাহার বহির্ভাগ দিব্য শ্বেতবর্ণ, কিন্তু ভিতরে যত রাজ্যের মলিন জঞ্জাল এবং শাবস্থি। মনুষ্যের সম্মুখে দৃষ্টতঃ তোমরা অতি ধার্ম্মিক, কিন্তু তোমাদের অভ্যন্তর ভাগ পাপ কপটতায় পরিপূর্ণ। ধর্ম্মসমরে নিহত প্রাচীন মহাজনদিগের স্মরণার্থ অতি সুন্দর স্তম্ভসকল তোমরা স্থাপন কর, করিয়া বল যে, আমরা যদি সে সময় জীবিত থাকিতাম, তাহা হইলে তাঁহাদের রক্তপাত করিতাম না। এ কথা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে তোমরা সেই সাধুহন্তাদিগের সন্তান। এক্ষণেও আবার তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষগণের পাপের ভরা পূর্ণ করিবে। হে ভুজঙ্গগণ! হে কালসর্পের বংশগণ! নরক হইতে তোমরা কিরূপে নিস্তার পাইবে? দেখ, আমি তোমাদের নিকট ধর্ম্মাচার্য্য ও উপদেষ্টাদিগকে পাঠাইতেছি, তোমরা তাহাদিগকে নানা মতে নির্য্যাতন করিবে এবং

ক্রুশাহত করিবে। কিন্তু তাহা হইলেই পাপের ভরা পূর্ণ হইবে। এ কাল পর্য্যন্ত তোমরা যে সমস্ত ধর্ম্মাত্মাকে বধ করিয়াছ তাঁহাদের শোণিতের প্রবাহ তোমাদের মস্তকে আসিয়া পড়িবে। এই বর্ত্তমান বংশের উপরেই তাহার ফল ফলিবে। হায় জেরুশালম! হায় জেরুশালম! কত সাধু মহাজনেরই প্রাণ তুমি সংহার করিয়াছ! কুক্কুটী যেমন আপনার শাবকদিগকে স্বীয় পক্ষপুটে ঢাকিয়া রখিতে চায়, কত বার হায়! আমি তেমনি করিয়া তোমার সন্তানগণকে একত্র করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তুমি তাহাতে সম্মত হইলে না। দেখ, তোমার আবাস স্থান এখন উৎসন্নদশা প্রাপ্ত হইতে চলিল। আমি বলিতেছি, যে পর্য্যন্ত তুমি এ কথা স্বীকার না করিবে যে, যিনি ঈশ্বরের নামে আসিতেছেন তিনি ধন্য, তত দিন পর্য্যন্ত আর আমার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইবে না।"

কি গভীর মনোদুঃখ হইতেই যিশুর মুখ দিয়া এ সকল কথা বাহির হইয়াছিল! যদিও সাধুঘাতক ধর্ম্মযাজকদিগকে অনেক কঠোর কথা তিনি বলিলেন, কিন্তু স্বদেশস্থ লোকদিগকে যে তিনি মায়ের মত ভাল বাসিতেন তাহা আর এ খানে অপ্রকাশ রহিল না। দুরন্ত সন্তানকে মাতা ভর্ৎসনা তাড়না করিয়া পরে আবার তজ্জন্য যেমন রোদন করে, যিশু সেই ভাবে সকলকে তিরস্কার করিয়া শেষ কাঁদিতে লাগিলেন। মাতৃভূমি এবং স্বজাতির প্রতি এমন প্রগাঢ় স্নেহ বাৎসল্য আর কে পোষণ করিতে পারে? মানবসন্তানদিগকে এমন করিয়া বক্ষস্থলে যত্নপূর্ব্বক আর কে স্থান দিতে ব্যাকুল হয়? যাঁহার প্রেমার্দ্র হৃদয় পথের বালকদিগকে আলিঙ্গন করিয়া সুখী হইত, মাতৃভূমি ও স্বজাতির দুঃখ দুর্গতি দেখিয়া যাঁহার প্রাণ নিয়ত ক্রন্দন করিত, তিনি ভিন্ন আর এ ভাবে কে কাহাকে তিরস্কার করিতে পারে? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় তিনি এখনও মানবপরিবারের প্রত্যেক অপরাধী কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ভর্ৎসনা করিতেছেন। অত্যন্ত ভাল বাসিতেন বলিয়াই এত অনুযোগ করিলেন। এ সময় তিনি যে ধর্ম্মোৎসাহ এবং প্রেমোন্মত্ততার শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। স্বর্গের ছবি যে পরিমাণে সমুজ্জ্বল হইয়া বিশ্বাসচক্ষে প্রতিভাত হইতে লাগিল, সেই পরিমাণে পৃথিবী পাপান্ধকারে

ডুবিয়া যাইতে লাগিল; সুতরাং তাঁহার ব্যাকুলতার আর সীমা রহিল না।

সে দিনের কার্য্য সমাধা করিয়া মন্দির হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময় সহচরবৃন্দ মন্দিরের আশ্চর্য্য কারুকার্য্য এবং গঠন প্রণালী দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিল, "আহা দেখুন দেখুন কেমন সুন্দর মন্দির!" বস্তুতঃ জেরুশালমের দেবমন্দির অতীব সৌন্দর্য্যশালী ছিল। যিশু বলিলেন, "এ সকল তোমরা কি দেখিতেছ? আমি সত্য সত্য বলিতেছি, এ সমস্ত ভূতলশায়ী হইবে। এখানে এক খানি পাথরের উপর আর এক খানি পাথর থাকিবে না।" য়িহুদীধর্ম্মের জীবনীশক্তি চলিয়া গিয়াছে, কেবল তাহার পাপদূষিত বাহ্য আকার শবদেহের ন্যায় স্থিতি করিতেছে, সুতরাং উহা নিশ্চয় অচিরে ভূমিসাৎ হইবে যিশু ইহা দিব্যজ্ঞানে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। এখানে মন্দিরের পতন অর্থে জাতীয় ধর্ম্ম এবং পার্থিব গৌরবের ধ্বংস বুঝিতে হইবে। খ্রীষ্টাব্দের সত্তর বৎসর গত হইতে না হইতে বাস্তবিকও তাহাই ঘটিয়াছিল। রোমীয় সেনাপতি টিটাস্ যখন নগর অধিকার করিলেন তখন সৈন্যদিগকে তিনি আজ্ঞা দিলেন যে সমস্ত নগর এবং দেবমন্দির চূর্ণ করিয়া ফেল। তাঁহার আদেশে উক্ত স্থানের যাবতীয় প্রাচীন কীর্ত্তি স্তম্ভ একবারে সমভূমি হইয়া যায়।

ভাবীবিপদ এবং আশাবাক্য।

যিশু নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক অলিভ্ পর্ব্বতের উপরে আসিয়া বসিলেন। শেষ জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটি দিন এই পর্ব্বত, গেথ্‌জিমানির উদ্যান, বেথানি গ্রামে মার্থার গৃহ ও জেরুশালম নগর এই কয়টি স্থানে তিনি পর্য্যায়ক্রমে গতায়াত করিতেন। শিষ্যেরা বলিল, "প্রভু, আপনার আসিবার এবং পৃথিবী ধ্বংস হইবার পূর্ব্বলক্ষণ কি প্রকার হইবে তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিউন।" যিশু বলিলেন, "সাবধান! যেন তোমাদিগকে কেহ প্রবঞ্চিত না করে। কেন না ইহার পর অনেককেই আসিয়া বলিবে যে আমি খ্রীষ্ট। এই কথা বলিয়া তাহারা অনেকেই প্রতারিত করিবে। তৎকালে তোমরা যুদ্ধের কথা শুনিতে পাইবে, কিন্তু দেখিও যেন বিচলিতচিত্ত না হও। কারণ এ সকল অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ইহাতেও শেষ হইবে না। তখন জাতির বিরুদ্ধে জাতি, রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজ্য দণ্ডায়মান হইবে, দুর্ভিক্ষ মহামারী এবং ভূমিকম্পে কত কত স্থান উৎসন্ন হইয়া যাইবে। এ সমস্ত কেবল দুঃখের আরম্ভ মাত্র। তদনন্তর তোমাদিগকে লোকে আমার জন্য বহুল যন্ত্রণা প্রদান করিয়া মারিয়া ফেলিবে। সকল জাতির লোকেই তোমাদিগকে ঘৃণা করিবে। অনেকেই তখন মনঃপীড়া পাইয়া পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করিবে এবং বিশ্বাসঘাতক হইবে। মিথ্যা ভবিষ্যদ্বক্তাদিগের সম্বন্ধে সাবধান! তাহারা মেষের বেশ ধারণ করিয়া তোমাদিগের নিকট আসিবে, কিন্তু ভিতরে তাহারা শার্দ্দূলের ন্যায় ভীষণ। ফলের দ্বারা তোমরা তাহাদের পরিচয় পাইবে। মনুষ্যেরা কি কখন কন্টক বৃক্ষে দ্রাক্ষা ফল এবং শেয়াল কাঁটার জঙ্গলে ডুম্বর সংগ্রহ করে? উত্তম বৃক্ষে উত্তম ফল এবং মন্দ বৃক্ষে মন্দ ফল প্রস্তুত হয়, কদাচ তাহার বিপরীত ঘটে না। যে তরু উৎকৃষ্ট ফল প্রসব করে না তাহা কর্ত্তিত এবং অনলে নিক্ষিপ্ত হইবে। কপটবেশধারী ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা উত্থিত হইয়া অনেকানেক

মনুষ্যকে প্রবঞ্চনা করিবে এবং পাপের প্রাচুর্য্য বশতঃ অনেকের প্রেম শীতল হইয়া যাইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি শেষ পর্য্যন্ত সহ্য করিয়া থাকিতে পারিবে সে বাঁচিয়া যাইবে। জাতি নির্ব্বিশেষে ভূমণ্ডলের সর্ব্বস্থানে এই স্বর্গীয় বিধান প্রচারিত হইবে। এবং ইহা ঈশ্বরের কৃপার সাক্ষ্য প্রদান করিলে তখন অন্তিমের দিন সমাগত হইবে। ডানিয়েল্ যে সর্ব্বনাশের কথা বলিয়া গিয়াছেন তাহা তখন তোমরা দেখিতে পাইবে। সে দিন যে যেখানে যে ভাবে থাকিবে সেই সেই অবস্থায় তাহারা সকলে পলায়ন করিবে। যাহারা গৃহছাদের উপর ছিল কিংবা ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতেছিল তাহারা ঘরে গিয়া বস্ত্রাদি লইবারও সাবকাশ পাইল না এমনিটি ঘটিবে। হায়! হায়! দুগ্ধপোষ্য সন্তানবতী মাতাগণের সে দিন কি দুর্দ্দশাই উপস্থিত হইবে! বিপদ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু তোমরা প্রার্থনা কর যেন তাহা শীত কালে কিংবা বিশ্রামবারে না আসে। এমন বিপদ আর কখন হয় নাই, হইবে না। উহার লাঘব না হইলে কোন প্রাণিরই বাঁচিবার আশা নাই। কিন্তু চিহ্নিত-দিগের অনুরোধে উহার লাঘব হইবে। তখন কোন ব্যক্তি যদি বলে, ঐ দেখ, খীষ্ট ঐ স্থানে! তাহাতে বিশ্বাস করিও না। মিথ্যা খ্রীষ্ট এবং ভবিষ্যদ্বক্তারা বিবিধ আশ্চর্য্য কর্ম্ম দেখাইবে, যদি পারে তবে তাহারা চিহ্নিত-দিগকেও প্রতারিত করিবে। অগ্রেই আমি সে বিষয়ে তোমাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি, কদাচ তাহাদের কথায় ভুলিবে না। বিদ্যুতের ছটা যেমন পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিম আকাশকে আলোকিত করে মনুষ্যপুত্রের আগমন তেমনি জানিবে। যেখানে শবদেহ থাকে সেই খানেই চিল শকুনি একত্রিত হয়। এই মহা বিনাশের অব্যবহিত পরেই দেখিতে পাইবে সূর্য্য তমসাচ্ছন্ন, চন্দ্র জ্যোতিহীন। তখন আকাশের তারকাগণ খসিয়া পড়িবে, দ্যুলোকের শক্তি কম্পিত হইবে। এই সমস্ত শেষ হইয়া গেলে তখন মনুষ্যপুত্রের আগমন চিহ্ন আকাশে দেখা যাইবে। পৃথিবীর সকল জাতীয় লোকে শোক প্রকাশ করিবে, এবং মনুষ্যপুত্রের মহিমা গৌরব তাহারা দেখিতে পাইবে। তদনন্তর তিনি জয়ভেরী বাজাইয়া স্বর্গদূতদিগকে প্রেরণ করিবেন। আকাশের এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত যেখানে যত তাঁহার চিহ্নিত লোক আছে সকলকে তাহারা

একত্রিত করিবে। তোমরা ডুম্বর বৃক্ষের শাখায় যখন নবীন পল্লব দেখ তখন বুঝিতে পার যে গ্রীষ্মকাল নিকটবর্ত্তী, তেমনি ঐ সকল চিহ্ন দেখিলেই মনে করিও যে সময় আগত, এমন কি দ্বারদেশে আসিয়া সমাগত। আমি সত্যই বলিতেছি, এই বর্ত্তমান বংশ থাকিতে থাকিতেই এ সমস্ত ঘটিবে। স্বর্গ এবং পৃথিবী যদি ধ্বংস হয়, তথাপি আমার কথার অন্যথা হইবে না। কিন্তু সে দিন এবং ক্ষণ কোন মনুষ্য অবগত নহে। নোয়ার সময়ে যেরূপ হইয়াছিল অবিকল সেইরূপ হইবে। ক্ষেত্রে দুই জন কাজ করিতেছিল, তাহাদের এক জনকে লওয়া হইবে অন্য পড়িয়া থাকিবে। দুইটী নারী যাঁতা ঘুরাইতেছিল, তাহাদের এক জনকে লওয়া হইবে অপর পড়িয়া থাকিবে। এই প্রকার সমস্ত সে দিনের ব্যাপার। অতএব তোমরা জাগিয়া থাক, কারণ জান না যে ঠিক্ কোন্ সময়ে তোমাদের প্রভু আসিবেন। তোমরা কটিবন্ধনপূর্ব্বক দীপ জ্বলিয়া বিশ্বাসী ভৃত্যের ন্যায় আপন প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা কর। প্রভু বিবাহের নিমন্ত্রণে গিয়াছেন, যখন তিনি আসিয়া দ্বারে আঘাত করিবেন ভৃত্যেরা তদ্দণ্ডে অমনি দ্বার উন্মোচন করিয়া দিবে। ধন্য সেই ভৃত্যেরা যাহাদিগকে প্রভু আসিয়া জাগ্রৎ দেখেন। নিশ্চয় তিনি তাহাদিগের সেবা করিবেন। তিনি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যামে আসিয়া যদি ঐরূপ দেখিতে পান, তাহা হইলে সে ভৃত্যেরা ধন্যবাদার্হ। কিন্তু ইহা জানিবে, গৃহস্বামী যদি অবগত থাকেন যে কোন্ সময় গৃহে চোর প্রবেশ করিবে, তাহা হইলে তিনি জাগিয়া বসিয়া থাকিবেন, সুতরাং তাঁহার ঘরে কোন চোর প্রবেশ করিতে পারিবে না। তেমনি তোমরাও প্রস্তুত হইয়া থাক, কেন না যে সময় হয়তো তোমরা আশা কর নাই মনুষ্যপুত্র সেই সময়েই আসিয়া উপস্থিত হইবেন"।

পিটার জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু, এ গল্প কি আমাদের জন্য বলা হইল?" যিশু উত্তর দিলেন, "বিশ্বাসী সুবোধ ভৃত্য তবে কে যাহাকে প্রভু সংসারের কর্ত্তৃত্ব পদে বরণ করিয়া যথাকালে আহার্য্য বস্তু দিবেন? ধন্য সেই ভৃত্য প্রভু আসিয়া যাহাকে কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিযুক্ত দেখেন! যথার্থ বলিতেছি, তাহার হস্তে তিনি সমস্ত বিষয়ের ভার অর্পণ করিবেন। কিন্তু

প্রভুর আসিতে বিলম্ব আছে মনে করিয়া যদি সে আর সকল দাস দাসীকে প্রহার করে, এবং পান ভোজনে মত্ত হয়, আর সেই সময় হঠাৎ তাহার প্রভু আসিয়া পড়েন, তাহা হইলে কি হয়? তিনি সেই ভৃত্যকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করেন, তাহার কার্য্য অন্য অবিশ্বাসী ভৃত্যের হস্তে দেন। প্রভুর ইচ্ছা জানিয়াও যে ব্যক্তি তাহাতে অবহেলা করে সে বহু বেত্রাঘাত পাইবে। কিন্তু যে না জানিয়া অপরাধী হয় সে অল্প দণ্ডার্হ। যাহাকে অনেক দেওয়া হইয়াছে তাহার নিকট হইতে অনেক লওয়া হইবে"। শিষ্যদিগকে অসতর্ক জানিয়া পুনরায় বলিলেন, "তোমরা কি মনে কর আমি জগতে শান্তি স্থাপন করিতে আসিয়াছি? শান্তি নয়, খড়্গ! যে পরিবারে পাঁচ জন লোক আছে এখন হইতে তাহাদের মধ্যে তিন জন দুই জনের বিরোধী হইবে! পশ্চিমদিকে মেঘ দেখিলে তৎক্ষণাৎ তোমরা বল যে বৃষ্টি আসিবে, এবং তাহাই ঘটিয়া থাকে। দক্ষিণ বায়ু বহিলে তোমরা বল যে গ্রীষ্ম হইবে, এবং তাহাই হয়। তোমরা আকাশের বিষয় এত বুঝিতে পার, কিন্তু সময়ের লক্ষণ দেখিয়া তাহার ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করিতে পার না?

"স্বর্গরাজ্য দশটি কুমারীর ন্যায়। কুমারীগণ প্রদীপ লইয়া বরকে বরণ করিবার জন্য কন্যার গৃহে প্রতীক্ষা করিতেছিল। উহাদের মধ্যে পাঁচটি চতুরা, পাঁচটি বুদ্ধিহীনা বুদ্ধিহীনা কুমারীগণ সঙ্গে পলিতা লইয়াছিল, কিন্তু তৈল লয় নাই। চতুরা কয়েক জন তৈল এবং পলিতা উভয়ই সঙ্গে রাখিয়াছিল। বর আসিতে বিলম্ব হওয়ায় সকলেই নিদ্রা যাইতেছে, এমন সময় রাত্রি দুই প্রহরের কালে কোলাহল উঠিল যে, বর আসিতেছে, তোমরা তাহাকে বরণ করিবার জন্য অগ্রসর হও। কোলাহল শ্রবণে কুমারীগণ সত্বর হইয়া স্ব স্ব দীপ উজ্জ্বল করিতে লাগিল। তখন বুদ্ধিহীনা পাঁচ জন চতুরাদিগকে বলিল, আমাদিগকে একটু তৈল তোমরা দাও, নতুবা আমাদের প্রদীপ থাকে না। তাহারা উত্তর দিল যে না, তাহা হইতে পারে না। যে তৈল আমাদের আছে তাহাতে উভয়ের কুলাইবে না; তোমরা দোকান হইতে তৈল কিনিয়া আন। যাই উহারা তৈল ক্রয় করিতে বাহিরে গেল অমনি বর আসিয়া উপস্থিত হইল। যাহারা প্রস্তুত ছিল

তাহারা বরের সঙ্গে বাড়ীর ভিতরে গেল, দ্বার বন্ধ হইল, তখন বুদ্ধিহীনা ঐ পাঁচ কুমারী আসিয়া দ্বার উদ্ঘাটনের জন্য কাকুতি মিনতি আরম্ভ করিল। গৃহস্বামী বলিলেন, "কে তোমরা? আমি তোমাদিগকে চিনি না"। এই জন্য বলিতেছি, তোমরা সতর্ক হইয়া থাক।

"একদা কোন ব্যক্তি দূরদেশ যাত্রাকালে স্বীয় দাসবর্গকে দশ দশটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক বলিয়া দিলেন, ইহা দ্বারা ব্যবসায় করিবে। কিছু কাল পরে যখন তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলেন, তখন উহাদিগকে ডাকিয়া প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিলেন কে কেমন ব্যবসায় করিয়াছ তাহার হিসাব দাও। প্রথম কহিল, 'প্রভু, আপনার দশ মুদ্রাতে আমি আর দশ মুদ্রা বৃদ্ধি করিয়াছি।' প্রভু তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'তুমি ধন্য! কারণ তুমি অতি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হইলে, তোমাকে আমি দশ নগরের উপর কর্ত্তৃত্ব ভার দিলাম।' দ্বিতীয় দাস কহিল, 'প্রভু, আমি মূলধনের উপর পাঁচ মুদ্রা লাভ করিয়াছি।' প্রভু তাহার হস্তেও পাঁচ নগরের শাসনভার অর্পণ করিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, 'প্রভু, এই দেখ তোমার টাকা! যেমন দিয়াছিলে তেমনি আমি ইহা গামছায় বাঁধিয়া তুলিয়া রাখিয়াছি। কারণ আমি জানি, তুমি বড় শক্ত লোক; যেখানে তুমি কিছু রাখ নাই সেখান হইতেও সংগ্রহ করিতে চাও, এবং যেখানে বপন কর না সেখানে শস্য কর্ত্তন করিয়া থাক, এই জন্য আমি তোমাকে বড় ভয় করি।' তাহার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে প্রভু রাগান্ধ হইয়া বলিলেন, 'রে দুষ্ট অলস! তোমার নিজ মুখের প্রমাণেই আমি তোমার বিচার করিব। আমি এমন শক্ত লোক যদি জান, তবে বণিকের নিকট কেন টাকা গচ্ছিত রাখিলে না? তাহা হইলে আমি সুদ সমেত তাহা আদায় করিতাম। পরে তিনি ভৃত্যকে আদেশ করিলেন, 'ইহার নিকট হইতে ঐ মুদ্রা লইয়া যাহার দশটি আছে তাহাকে উহা দাও।' যাহার আছে তাহাকে দেওয়া হইবে, যাহার নাই তাহার যাহা আছে তাহাও লওয়া হইবে।"

অনন্তর যিশু বলিলেন, "মনুষ্যপুত্র যখন স্বর্গদূতদিগের সঙ্গে আসিয়া গৌরবের সিংহাসনে বসিবেন তখন তাঁহার সম্মুখে সকল জাতীয় লোক একত্রিত হইবে। রাখাল যেমন ছাগ হইতে মেষদিগকে পৃথক্ করে,

তেমনি তিনি এক হইতে অপরকে পৃথক্ করিবেন। মেষগণ দক্ষিণে এবং ছাগদল বামদিকে থাকিবে। তখন তিনি দক্ষিণ পার্শ্বস্থ মেষদিগকে বলিবেন, 'আইস হে আমার পিতার প্রিয় পুত্রগণ! এবং পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে যে সাম্রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত রাখা হইয়াছে তাহা অধিকার কর। কারণ আমাকে ক্ষুধার্ত্ত এবং তৃষ্ণার্ত্ত দেখিয়া তোমরা আমাকে ভোজ্য ও পানীয় দিয়াছিলে, এবং বিদেশী জানিয়া গৃহে রাখিয়াছিলে। আমি বিবস্ত্র ছিলাম তোমরা আমাকে বস্ত্র দিয়াছিলে, আমি রুগ্ন, এবং কারাবদ্ধ হইয়াছিলাম তোমরা আমাকে দেখিতে আসিয়াছিলে।' তাহা শুনিয়া ধর্ম্মাত্মারা বলিবে, 'প্রভু, কবে তুমি এরূপ অবস্থায় পড়িয়াছিলে আর আমরাই বা কবে তোমার সেবা করিয়াছি?' তিনি উত্তর দিবেন, 'আমার সামান্য একটি ভাইকে যদি তুমি এইরূপ করিয়া থাক তাহা আমার প্রতি করা হইয়াছে।' পরে তিনি বামপার্শ্বস্থদিগকে বলিবেন, 'দূর হও হতভাগ্যেরা! তোমরা ভূতের আবাস চিরনরকানলে গিয়া প্রবেশ কর! আমি যখন অন্ন জল বস্ত্র ঔষধ এবং আশ্রয়বিহীন হইয়াছিলাম তখন তোমরা একবার জিজ্ঞাসাও কর নাই।' ইহা শুনিয়া তাহারা বলিবে, 'প্রভু, কখন আমরা এরূপ করিয়াছি! কিছুইতো আমরা জানি না!' তিনি বলিবেন, 'এক জন সামান্য লোকের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিলেও তাহা আমার প্রতি করা হইয়াছে।' এ সকল লোক অনন্ত নরকে যাইবে এবং ধার্ম্মিকেরা অনন্ত জীবন পাইবে।"

যিশুর যেমন ঈশ্বর সম্বন্ধে নিজের কোন স্বতন্ত্রতা ছিল না তেমনি তিনি সাধারণ মানবজাতি হইতে যে কোন এক স্বতন্ত্র ব্যক্তি ছিলেন তাহাও মনে করিতেন না। এই জন্য অন্যের পাপ দুঃখ সুখ সম্পদ তাঁহার নিজের বলিয়া মনে হইত। নচেৎ পরের পাপ দেখিয়া তাঁহার এত ক্লেশ কেন হইবে? মহাযোগের ধর্ম্মে তাঁহাকে নিখিল বিশ্ব এবং তাহার স্রষ্টার সহিত একীভূত করিয়া রাখিয়াছিল।

ভাবীবিপদ ও বিধানের জয়ের কথা যাহা উপরে বর্ণিত হইল ইহা আপাততঃ শুনিতে যদিও কল্পনার ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু উহার ভিতরে প্রকৃত সত্য আছে। ইহা সত্যমূলক কবিত্ব, অমরাত্মার বিশ্বাসের কথা।

বর্ত্তমানে তিনি ভবিষ্যৎ দুর্ঘটনার লক্ষণ দর্শন করিয়াই এ প্রকার বলিয়াছিলেন। পাপ অধর্ম্মের শেষগতি দূরদর্শী মহাত্মাগণের চক্ষে সহজেই প্রতিভাত হয়। যিশু আমাদের এক জন অতি ভাবুক কবি ছিলেন। তাঁহার কথা গদ্যপ্রিয় শুষ্কহৃদয় মানবের ন্যায় নহে। তাঁহার অধিকাংশ উপদেশ এবং কথোপকথন কাব্যরসে রঞ্জিত। মহাবিনাশের যে সকল লক্ষণ তিনি বলিলেন তাহা ইতিহাসলেখকের মত কেবল কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করিলেন না, এক জন হৃদয়বান্ কবির ন্যায় কল্পনার উজ্জ্বল বর্ণে সত্যকে চিত্রিত করিলেন। যদিও অল্পকাল পরে অবিকল সেইরূপ ঘটিল, কিন্তু তাহা বলিয়া এরূপ মনে করা যাইতে পারে না যে অক্ষরে অক্ষরে সমুদায় মিলিয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টবাদীরা যে ভাবে পৃথিবীর ধ্বংস এবং যিশুর পুনরুত্থানের কথা ব্যাখ্যা করেন তিনি সে ভাবে উহা বলিয়া যান নাই। বর্ত্তমান লক্ষণ দর্শনে ভবিষ্যৎ যত দূর বুঝা যায়, বিশেষতঃ তাঁহার মত উন্নত আত্মার পক্ষে সে জ্ঞান যত দূর অভ্রান্ত হইতে পারে তাহারি আভাস তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুনরুত্থানের মত সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক এবং তাহা বাস্তবিকও ঘটিয়াছে। যাহা তিনি আশা করেন নাই তাহাও ঘটিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুই শেষ সমস্ত পৃথিবীকে পরাজয় করিল। তিনি জানিতেন, সত্য ধ্বংস হইবে না, প্রেরিত সাধুচরিত চির দিন অনাদৃত থাকিবে না, সেইজন্য সাহসের সহিত ভবিষ্যৎ জয়ের কথা ঘোষণা করিতেন। কিন্তু তিনি আবার ইহাও জানিতেন যে তাঁহার নামে লোকে খড়্গহস্ত হইবে, যে তাঁহার বিধানে বিশ্বাস করিবে তাহার ঘরে বাহিরে পরীক্ষার আগুন জ্বলিবে। অন্ধকার এবং আলোক দুই দিকের ছবিই তিনি চিত্র করিয়া দেখাইয়াছেন। মৃত্যুর পর তিনি সশরীরে গাত্রোত্থান করেন নাই, ভৌতিক দেহ ধারণ করিয়া শিষ্যদিগের নিকট উপস্থিত হন নাই, তাহার আবশ্যকতাও কিছু দেখা যায় না। কিন্তু মৃত্যুর অব্যবহিত পরে খ্রীষ্টিয়ান জগতের হৃদয় মধ্যে তিনি এমনি জাজ্বল্যরূপে পুনরুত্থিত হইয়াছেন যে তাহাতে কিছু মাত্র অবিশ্বাস হইতে পারে না। কেবল খ্রীষ্টিয়ান জগতে কেন, তিনি মানবকুলের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছেন ; এক খ্রীষ্ট শত সহস্র অমর খ্রীষ্ট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বসিয়া

রহিয়াছেন। বিধাতা যেমন একটি বীজ কণিকার দ্বারা অগণ্য ফল উৎপাদন করেন তেমনি একটি সাধু পুত্রের দ্বারা শত সহস্র সাধু পুত্রকে জন্ম দিয়াছেন।

তৈলাভিষিক্ত ও জুডার চিত্তবিকার।

অপর এক দিবস যিশু বেথানি গ্রামে উপনীত হইলে মেরী ও মার্থা ভগ্নীদ্বয় তাঁহার চরণ ধারণপূর্ব্বক কাতর অন্তরে কহিল, "প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকিতেন তাহা হইলে আমার ভাই ল্যাজারাচ্ মরিত না।" যিশু বলিলেন "সে পুনরায় উঠিবে।" মার্থা বলিল, "জগতের অন্তিম দিবসে তাহার পুনরুত্থান্ হইবে তাহা জানি।" যিশু বলিলেন, "আমিই পুনরুত্থান্ এবং জীবন; যে আমাকে বিশ্বাস করে সে মরিলেও জীবিত থাকিবে। জীবদ্দশায় যে আমাকে বিশ্বাস করে সেও অনন্ত জীবন পাইবে"। পুনরুত্থান্ যে দৈহিক নহে, আধ্যাত্মিক তাহা এখানেও বিবৃত হইয়াছে। মৃত ল্যাজারাচের পুনর্জ্জীবিত হওয়ার বিবরণ এই স্থলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্যান্য স্বভাববিরুদ্ধ ঘটনার অর্থ যাহা ইহাও সেই অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। অথবা রেনান্ যেমন বলেন,—এমন কিছু ঘটিয়া থাকিবে, যে ল্যাজারাচ্ ছিন্ন বস্ত্র খণ্ডে জড়িত হইয়া পারিবারিক সমাধি গহ্বরে মৃতবৎ শায়িত ছিল যিশুর আশাবাক্য শ্রবণে জাগিয়া উঠিল, বস্তুতঃ তাহার মৃত্যু হয় নাই। কথিত আছে, মৃতল্যাজারাচ্‌কে পুনর্জ্জীবিত করায় য়িহুদী ধর্ম্মাধ্যক্ষগণ যিশুর উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে।

ক্ষণকাল পরে সকলে ভোজনে বসিলে মেরী অর্দ্ধ সের উৎকৃষ্ট সুগন্ধি তৈল আনিয়া যিশুর মস্তকে ও চরণে ঢালিয়া দিল এবং আপনার কেশ দ্বারা তাঁহার পদযুগল মুছাইতে লাগিল। বহু মূল্যের সুগন্ধি তৈল অপব্যয় হইল ভাবিয়া শিষ্যেরা মহা চটিয়া উঠিল এবং মেরীকে এই বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিল যে, "কেন তুমি অনর্থক এত টাকার সামগ্রী নষ্ট করিলে? ইহা যে বিক্রয় করিলে পাঁচ শত টাকা মূল্য হইত, এবং তাহা কত দরিদ্রের উপকারে আসিত?" যিশু তাহা শুনিয়া শিষ্যদিগকে বলিলেন, "কেন তোমরা উহাকে মনঃপীড়া দিতেছ? ও আমার প্রতি অতি উৎকৃষ্ট কর্ম্ম

করিয়াছে। দরিদ্রসেবা তোমরা চিরকালই করিতে পারিবে, কিন্তু আমাকেত চিরকাল পাইবে না! এই নারী তৈল দ্বারা আমার চরম কালের কার্য্য সমাধা করিয়া রাখিল। বাস্তবিক আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, পৃথিবীর যে কোন স্থানে এই বিধান প্রচারিত হইবে তৎসঙ্গে মেরীর এই কার্য্যও চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।" মৃত্যুকাল সন্নিকট জানিয়া যিশু সকরুণ অন্তরে এই কথা বলিলেন। তিনি দীনজনের বন্ধু, দরিদ্রকে কেমন করিয়া ভাল বাসিতে হয় তাহা ভালই জানিতেন, কিন্তু তাঁহার চরমক্রিয়ার জন্য মেরী যে মূল্যবান্ সামগ্রী ব্যয় করিল তাহা তদপেক্ষা মহৎ কার্য্য বলিয়া তিনি গ্রহণ করিলেন। "দুঃখীদিগকে তোমরা সর্ব্বদাই পাইবে, কিন্তু আমি আরতো তোমাদের সঙ্গে চিরকাল থাকিতে আসি নাই!" এই মর্ম্মভেদী বাক্য অদ্যাবধি পাষাণ হৃদয়কে বিগলিত করিতেছে। জগতের প্রাণ, কাঙ্গালের সখা যিশু শত্রুহস্তে আত্ম সমর্পণের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন এ সময় সামান্য এক পাত্র সুবাসিত তৈল ব্যয় কি অবিবেচনার কার্য্য হইল? হায়! মূঢ়মতি জুডা, তোর হৃদয় কি এতই কঠিন! অথবা তুই এ নিদারুণ কথা না বলিলে প্রাণাধিক যিশুর মুখ হইতে এমন সকরুণ বচন নিঃসৃত হইত না, এবং তাহা স্মরণ করিয়া আজ জগদ্বাসী নরনারী অশ্রু বর্ষণ করিত না। ভাবের ভাবুক, ব্যথার ব্যথী কোন সহৃদয় বন্ধু না পাইয়া তিনি হায়! আপনার জন্য আপনিই শোক প্রকাশ করিলেন। এই তৈলাভিষিক্ত যে তাঁহার সমাধি প্রবেশের পূর্ব্বক্রিয়া তাহা এখন আমরা বুঝিয়া শোকার্ত্ত হইতেছি, কিন্তু তৎকালে ইহা তিনি ভিন্ন আর কেহ জানিতে পারিয়াছিল কি না সন্দেহ। মেরী কোন্ অলৌকিক শক্তি কর্ত্তৃক নীত হইয়া এই কার্য্য সম্পাদন করিল তাহা সেই জানে। অচলা গুরুভক্তিই তাহাকে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়াছিল সন্দেহ নাই। ধন্যা সেই নারী! কেন না লোকপাবন যিশুর নামের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল।

মেরীকে যাহারা ধমক্ দিয়াছিল তাহার মধ্যে জুডা মহাপাতকী সকলের প্রধান। ইতিপূর্ব্বেই তাহার চিত্তবিকার উপস্থিত হয়, এই ঘটনা উপলক্ষে সেই ভাব প্রকাশ হইয়া পড়িল। দুঃখীদিগের সেবায় উহা ব্যয়

করিলে ভাল হইত এ কথায় সে নিজের দয়াশীলতার পরিচয় দিল বটে, কিন্তু সেটি তাহার হৃদয়ের কথা নহে। সে দুর্ভাগা নিতান্ত অর্থ-লোলুপ এবং বিষয়পিপাসু ছিল। ঈশামসি রাজা হইলে আমিও কোন না কোন উচ্চ পদ পাইয়া সৌভাগ্যশালী হইব, মনে মনে সে এইরূপ আশা করিত। কিন্তু যখন দেখিল, যিশু কেবলই ত্যাগস্বীকার আর নিঃস্বার্থ বৈরাগ্যের কথা বলেন, অপমান নির্য্যাতন দারিদ্র্য কষ্ট ব্যতীত কোন প্রকার সুখ সম্পদের আশা ভরসা দেন না, তখন সে একবারে পাপ-পুরুষের করতলন্যস্ত হইল, এবং ক্রোধে নিরাশায় উত্তেজিত হইয়া নিরপরাধী গুরুদেবের অনিষ্ট কামনা করিতে লাগিল। কথিত আছে যে, জুডা প্রচারযাত্রায় বাহির হইয়া প্রেরিতগণের পাথেয় অর্থ আত্মসাৎ করিত। এমন পবিত্রাত্মা সদ্গুরুকে যখন সে ত্রিশ টাকার লোভে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিতে পারিয়াছে তখন কোন পাপই আর তাহার পক্ষে অক-রণীয় নহে। কিন্তু তাহার সদ্গুণও কিছু কিছু ছিল, নতুবা চিহ্নিত দ্বাদশ জনের মধ্যে তাহার স্থান কিরূপে হইবে? ফলতঃ জুডার প্রকৃতি যত দূর বুঝিতে পারা যায় তাহাতে মনে হয়, লোকটা ধর্ম্মোৎসাহী ছিল, কিন্তু চঞ্চল মতি, বিষয়সুখাভিলাষী। সহজে যেমন সৎপথে চালিত হইয়া আশা উদ্যমে মাতিয়া উঠিত, তেমনি আবার অতি সহজে ক্রোধ বিরক্তির দাস হইয়া পড়িত। যিশু হইলেন সর্ব্বত্যাগী পরমযোগী, তাঁহার সঙ্গে উহার পোষাইবে কেন? তাঁহার সম্বন্ধে যাহা প্রত্যাশা করা উচিত নয় নীচ বাসনার পরতন্ত্র হইয়া তাহা করাতে সে মহা বিভ্রাটে পড়িয়া ছল। শেষ সয়তানের কুমন্ত্রণায় একবারে নরকগামী হয়। কোথায় সুখ সম্পদের আশা, আর কোথায় প্রাণ দাও, ক্ষমা কর, শত্রুকে ভালবাস, সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া পথের ভিখারী হও, মিলিবে কেন? সুতরাং তাহার মনের ভিতরে এক মহা বিপ্লব উপস্থিত হইল। একে অতি অসার চঞ্চল মন তাহাতে নিরা-শার সঞ্চার, কতক্ষণ আর স্থির হইয়া থাকিবে? আশা নিরাশার প্রতিঘাতে ঘোরতর আন্দোলনের মধ্যে পড়িয়া গেল, নিকৃষ্ট কামনা সকল জাগিয়া উঠিল। কিন্তু অব্যবস্থিত চিত্ত, চঞ্চলস্বভাব ধর্ম্মোৎসাহীর সচরাচর যে দুর্দ্দশা ঘটে জুডার চরিত্রে তদপেক্ষা অধিক কিছু দেখা যায় নাই; বরং

এক দিকে দেখিতে গেলে তাহাকে সরলমনা অনুতাপশীল বলিয়া বোধ হয়; কারণ তাহা না হইলে কি কেহ মনোদুঃখে আত্মহত্যা করিতে পারে? এত শীঘ্র যে তাহার অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছিল এবং সে আপনাকে অপরাধী, যিশুকে নির্দ্দোষী বলিয়া পরে বুঝিতে পারিয়াছিল ইহাতেই ঈশ্বরের মহিমা মহিমান্বিত হইয়াছে।

এদিকে যিশু এইরূপে বেথানি গ্রামে শিষ্যগণসঙ্গে পান ভোজন ও ধর্ম্মালাপ করিতেছেন, ওদিকে জেরুশালম নগরমধ্যে পিশাচ প্রকৃতি য়িহুদী ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও প্রধান ব্যক্তিগণ মহাযাজকের ভবনে এক মহাসভা করিয়া তাঁহার প্রাণ বিনাশের আয়োজন করিতেছে। কেহ বলিতেছে, উহাকে কৌশলপূর্ব্বক ধৃত করিয়া মারিয়া ফেল, কেহ বা লোকভয় প্রযুক্ত প্রস্তাব করিতেছে যে, না, পর্ব্বের সময় হত্যা করা উচিত নয়; কারণ তাহাতে সাধারণে বড় গণ্ডগোল করিবে। কোন কোন বিজ্ঞ পণ্ডিত গম্ভীর ভাবে কহিতেছেন, যদি এখন আমরা এ ব্যক্তিকে কিছু না বলি, তাহা হইলে অনেক লোক উহার অনুবর্ত্তী হইবে এবং রোমীয়েরা আমাদিগের উপর একাধিপত্য বিস্তার করিবে। মহাযাজক কায়ফা বলিল, তোমরা বুঝিতেছ না, সর্ব্বসাধারণের বিনাশ অপেক্ষা এক ব্যক্তির মরণ প্রজার পক্ষে মঙ্গলজনক। এই প্রকারে সকলে বিবিধ কুমন্ত্রণা করিতে লাগিল। জুডা দেখিল যে আরতো কোন আশা ভরসা নাই, য়িহুদীরা যেরূপ ষড়যন্ত্র করিতেছে তাহাতে নিশ্চয় যিশুর প্রাণ বিনষ্ট হইবে, তবে আর মিছে কেন কাল বিলম্ব, এই সময় যাহা কিছু পাওয়া যায় হাত করা যাউক! ক্রোধ বিরক্তি নিরাশা এবং লোভের চক্রে পড়িয়া সে সেই রজনীতেই বেথানি পরিত্যাগ করিল এবং নগরে প্রবেশপূর্ব্বক শত্রুদিগকে বলিল, "আমি যদি যিশুকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিতে পারি তবে তোমরা আমাকে কত টাকা দিবে?" উহারা মহা আহ্লাদিত হইয়া তৎক্ষণাৎ জুডার সঙ্গে ত্রিশ টাকায় রফা করিল! এ সময় লোক পরম্পরায় উভয় পক্ষের কথা উভয়ের কর্ণগোচর হইত। শত্রুপক্ষ যিশুর প্রাণবধার্থ কি প্রকার আয়োজন করিতেছে ইহার আভাস তিনি বহু পরিমাণে জানিতেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করিতেন, তাঁহার শোণিতপাত ভিন্ন স্বর্গরাজ্য

গঠিত হইবে না, প্রাচীন কুসংস্কার ও শাস্ত্রীয় কঠোর শাসন, অপ্রেম অধর্ম্ম এ সকল যাইবে না, স্মৃতরাং পিতার আদেশে তজ্জন্য তিনি প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। মূঢ়মতি জুডার আন্তরিক দুরবস্থা তাঁহার অগোচর ছিল না। নিস্তার পর্ব্বের আর দুই দিন মাত্র বাকী আছে, শিষ্যেরা জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভু, আমরা কোথায় ভোজনের আয়োজন করিব?" যিশু বলিলেন, "নগরবাসী অমুক ব্যক্তির গৃহে যাও, গিয়া বল যে আমি সশিষ্য তথায় ভোজন করিব।" তদনুসারে নগরবাসী কোন গৃহস্থের এক দ্বিতল গৃহে ভোজনের আয়োজন হয়। যিশু আপনার হৃদগত ভাব অনুসারে কোন কোন প্রাচীন প্রথার অনুসরণ করিতেন। কিন্তু তাঁহার আচরিত কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান অসার কিংবা ভাববিহীন ছিল না। জেরুশালমের কোন কোন ব্যক্তি গোপনে তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। যাহার বাড়ীতে তিনি শেষভোজন করেন সে ব্যক্তি তাঁহার এক জন হিতৈষী বন্ধু ছিল।

শেষভোজন।

যে দিনের কথা মনে হইলে শরীর রোমাঞ্চিত, প্রাণ স্তম্ভিত হয় সেই দুঃখের দিন, ঘম বিষাদের দিন ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইল। যিশুকে বলিদান করিবার জন্য সমস্ত অধ্যাপক ও ধর্ম্মযাজকদল শাণিত খড়্গ উত্তোলন করিয়া চারিদিকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে তাহার মধ্যে তৈলাভিষিক্ত নির্দ্দোষ মেষশিশু ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন। এক্ষণে য়িহুদীদিগের যে মহাপর্ব্ব উপস্থিত তাহার নাম নিস্তার পর্ব্ব। যৎকালে উহারা ভিন্ন জাতির দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করে সেই সময় এই পর্ব্বের সূত্রপাত হয়। বন্ধন মুক্তির স্মরণার্থ বর্ষান্তে প্রতি গৃহে গৃহে সকলে মেষ বলিদানপূর্ব্বক উৎসব করিত। য়িহুদী জাতির শারীরিক দাসত্ব মুক্তির স্মরণজন্য যেমন এই বলিদান, নরজাতিকে পাপের দাসত্ব হইতে মুক্ত করিবার জন্য তেমনি যিশুর আত্মত্যাগ। এই সঙ্গে পুরাতন পর্ব্বের বিনাশ এবং নববিধ নিস্তার পর্ব্বের আরম্ভ হইল।

উৎসবের শেষভাগে নগরমধ্যে বহুলোকের সমাগম হইয়াছে। গালিল্ হইতে জননী মেরী, এবং ম্যাগ্‌ডালিনী প্রভৃতি অন্যান্য নারীগণও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। একে উৎসবের সময় তাহাতে সশিষ্য যিশুর আগমন, মহাসমারোহে চারিদিক্ পরিপূর্ণ। ধর্ম্মমন্দিরের শিখরদেশে উড্ডীয়মান পতাকারাজী, তীর্থযাত্রী বালক বৃদ্ধ যুবক যুবতীগণের আনন্দকোলাহল, পূজার্থ আনীত পশু পক্ষীদিগের কলরব এবং ক্রেতা বিক্রেতা ব্যবসায়ী মানবগণের ব্যস্ততা, সকল দিকেই উৎসবানন্দের চিহ্ন দেদীপ্যমান; তৎসঙ্গে সাধুহন্তা নররাক্ষস য়িহুদীদলের হিংস্র শার্দ্দূলবৎ আস্ফালন, মহোল্লাস এবং ভ্রূকুটি কুর্দ্দন, তাহার ভিতরে একা যিশু নীরবে কাঁদিতেছেন, লোকের দুর্গতি অজ্ঞোৎসাহ এবং বিকৃত ধর্ম্মাড়ম্বর দেখিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার ভাবীবিপদ স্মরণে কি কাহারো অশ্রুপাত

হইতেছে ? কাহারো নহে। সে গভীর দুঃখের সমভাগী পিতা ভগবান্ ব্যতীত আর কেহ নাই। এব্রাহেম যেমন ঈশ্বরের অনুরোধে আপনার একমাত্র তনয়ের প্রাণ বধার্থ অসি উত্তোলন করিয়াছিলেন, জগৎপিতা জগদীশ্বর তেমনি জীবের পাপ বিমোচনের অঙ্গীকার পালনার্থ তদীয় একমাত্র প্রাণাধিক প্রিয়পুত্রকে যেন য়িহুদীদিগের উদ্যত খড়্গতলে সমর্পণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। অপার তাঁহার লীলা! অদ্ভুত তাঁহার কীর্ত্তি!

শিষ্যবৃন্দ সমভিব্যাহারে যিশু পূর্ব্বোক্ত নগরবাসীর ভবনে যাইতেছেন ইত্যবসরে গ্রীস্‌দেশীয় কয়েক জন যাত্রী ফিলিপ্‌কে বলিল, "মহাশয়, আমরা যিশুর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।" যিশু তাহা শুনিয়া বলিলেন, "মনুষ্যপুত্রের গৌরবের কাল সমাগত হইয়াছে। সত্য সত্য আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, গোধূম বীজ ভূমিতে পতিত হইয়া যদি সে বিনষ্ট না হয় তবে একাকী থাকে, কিন্তু বিনষ্ট হইলে প্রচুর ফল প্রসব করে।" যিশুর জীবনে এ সত্য যেমন প্রমাণীকৃত হইয়াছে এমন আর কোথাও দেখা যায় না।

তদনন্তর তিনি বলিলেন, "যে নিজ জীবনকে ভালবাসে সে তাহা হারাইবে, কিন্তু যে ইহ জগতে আপনি আপনাকে ঘৃণা করে সে অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবে। যে আমার সেবা করিতে চায় সে আমার সঙ্গে আসুক, যেখানে আমি, আমার সেবকও সেইখানে থাকিবে। যদি কেহ আমার সেবা করে, আমার পিতা তাহাকে সম্মান করিবেন। এই কথার পর বিষাদভরে শিষ্যদিগকে কহিলেন, "এখন আর আমি কি বলিব ? প্রাণ বড় আকুল হইয়া উঠিতেছে। পিতা, উপস্থিত সঙ্কট হইতে আমাকে রক্ষা কর।" সম্মুখে ঘোর পরীক্ষা দর্শন করিয়া তিনি এই ভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার বলিলেন, "কিন্তু আমি প্রাণ দিবার জন্যই এই বিপদ কালের সমীপবর্ত্তী হইয়াছি। পিতঃ! তোমার নাম মহিমান্বিত হউক!" তৎক্ষণাৎ দৈববাণী হইল, "আমি আমার নাম মহিমান্বিত করিয়াছি এবং পুনরায় করিব।" যিশু বলিলেন, "এই দৈববাণী তোমাদেরই নিমিত্ত হইল। আমি যদি মর্ত্ত্যধাম হইতে ঊর্দ্ধে নীত হই, তাহা হইলে সকল লোককে আমি আমার দিকে আকর্ষণ করিব।"

শিষ্যেরা কহিল, "বিধি পুস্তকে বর্ণিত" আছে, "খ্রীষ্ট যিনি তিনি চিরকালই এখানে বাস করেন, তবে উর্দ্ধে নীত হওয়া এ কথা আপনি কেন বলিতেছেন? মনুষ্যপুত্র তবে কে?" যিশু বলিলেন, "অল্পক্ষণ মাত্র আর আলোক আছে, এই সময় পদ চালনা কর, নতুবা কি জানি কোন্ সময় অন্ধকার আসিয়া উপস্থিত হইবে। যে অন্ধকারে চলে সে জানে না কোন্ দিকে যাইতেছে। যাহাতে তোমরা জ্যোতির সন্তান হইতে পার তজ্জন্য যতক্ষণ আলোক আছে ততক্ষণ তাহাকে বিশ্বাস কর।" বিরোধীদলের কোন কোন প্রধান ব্যক্তি তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়াছিল, কিন্তু সমাজচ্যুতির ভয়ে তাহা প্রকাশ করিতে পারে নাই। কারণ তাহারা ঈশ্বরের প্রশংসা অপেক্ষা মনুষ্যের প্রশংসা ভাল বাসিত।

যিশু পুনরায় উচ্চ রবে বলিলেন, "যে আমাকে বিশ্বাস করে সে বাস্তবিক আমাকে বিশ্বাস করে না, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন তাঁহাকেই বিশ্বাস করে। এবং যে আমাকে দেখিয়াছে সে আমার পিতাকেও দেখিয়াছে। আমার বাক্য শুনিয়া তাহাতে যে বিশ্বাসী হয় না, আমি তাহার বিচার করিব না। কারণ আমি পৃথিবীর বিচারকর্ত্তা নহি, তাহাকে রক্ষা করিবার জন্যই আমি আসিয়াছি। যে আমাকে এবং আমার কথাকে অগ্রাহ্য করে, আমার কথিত বাক্যই তাহাদের বিচার করিবে। যেহেতু আমি নিজের কথা কিছু বলি নাই, পিতা যাহা আদেশ করিয়াছেন তাহাই বলিয়াছি। আমি জানি, ঈশ্বরের বাণী অনন্তজীবন দান করে।"

যিশু এ সময় ঈশ্বরের সহিত এমনি সম্মিলিত হইয়া গিয়াছিলেন যে উভয়ের মধ্যে আর কিছু মাত্র ভেদজ্ঞান ছিল না। পিতার জ্ঞানে জ্ঞানী, পিতার বলে বলী, পিতার ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান্, এই ভাবে সমস্ত কথা বলিতে লাগিলেন। অল্পবিশ্বাসী সন্দিগ্ধমনা ধার্ম্মিক যে স্থলে কোন সত্যকে বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত, ন্যায় এবং যুক্তি সঙ্গত বলিয়া আপনার হৃদ্গত গূঢ় অবিশ্বাসের পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক বিনয়ী নামে অভিহিত হয় যিশু সেখানে প্রত্যেক সত্যকে ঈশ্বরবাক্য ভিন্ন আর কিছুই বলিতেন না; নিজের বুদ্ধি যুক্তি জ্ঞান শক্তির প্রাধান্য তাহাতে কিছুই দেখিতেন না। যাহা কিছু সত্য তাহা ঈশ্বর-বাণীরূপে তাঁহার অন্তরে প্রতীয়মান হইত। ফলতঃ তাঁহার কার্য্য এবং বাক্য

সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরাধীন ছিল। মূঢ় ব্যক্তিরা ইহা অহঙ্কারের কথা মনে করে, কিন্তু ইহা সত্যপ্রিয়তা ও বিনয়ের পরাকাষ্ঠা। এই জীবন্ত বিশ্বাসের জন্য শেষ তাঁহাকে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে হইল। কারণ পৃথিবী তাহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিল না, ঈশ্বরাবমাননা বলিয়া তাঁহাকে বধ করিল। এরূপ প্রত্যক্ষ বিশ্বাস চিরকালই পৃথিবীর শত্রু। আশ্চর্য্য এই যে, যাহা কিছু সৎ, মঙ্গল, ন্যায়সঙ্গত এবং পবিত্র তাহা ঈশ্বরের সঙ্গে এক, এ সহজ জ্ঞানের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না। কিন্তু ঐ সকল ভাব মানবীয় ভাষার অবিশ্বাসবিজৃম্ভিত শব্দে আবৃত করিয়া দিলে সকলেরই গলাধঃকরণ হইতে পারে।

ভোজনে উপবিষ্ট হইয়া যিশু আপনার সহচর বন্ধুবর্গের প্রতি শেষ বক্তব্য এবং শেষ কর্ত্তব্য যাহা তাহা বলিতে এবং করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরপুত্রের এই শেষ ভোজন। পৃথিবী আর তাঁহার শ্রীমুখে অন্নগ্রাস তুলিয়া দিবে না, আর সে অমৃতনিঃসন্দিনী দিব্য রসনা মর্ত্ত্যের জল পান করিবে না। ভোজনের প্রারম্ভে তিনি স্বীয় গাত্রাবরণ উম্মোচনপূর্ব্বক কটিতটে অঙ্গমার্জ্জনী বন্ধন করিলেন এবং একটি পাত্রে কিছু জল লইয়া স্বহস্তে প্রত্যেক শিষ্যের পদধৌত করত উক্ত মার্জ্জনী দ্বারা তাহা মুছাইতে লাগিলেন। পিটার ইহাতে নিতান্ত কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "প্রভু, আমার পাও কি আপনি ধোয়াইয়া দিবেন?" যিশু বলিলেন, "যাহা আমি করিতেছি তাহার অর্থ এখন তোমরা বুঝিতে পারিবে না, কিন্তু পরে বুঝিবে।" পিটার বলিল, "তুমি আমার পায়ে কিছুতেই হাত দিতে পাবে না?" যিশু বলিলেন, "তাহা হইলে আমার সঙ্গে তোমার আর কোন সংস্রব থাকিবে না।" পিটার তখন ভীত হইয়া বলিল, "প্রভু, কেবল আমার পা নয়, হাত এবং মাথাও ধোয়াইয়া দিন্।" যিশু উত্তর করিলেন, "যে স্নান করিয়াছে তাহার কেবল পদ ধৌতেরই প্রয়োজন। তোমরা এক জন ব্যতীত সকলেই বিশুদ্ধীকৃত হইয়াছ।" বিশ্বাসঘাতক জুডা ভিন্ন একাদশ শিষ্যের বিধানের পুণ্যসলিলে স্নাত হইবার কথা যিশু এ স্থলে উল্লেখ করিলেন। প্রেরিত সাধুদিগের পদধৌত দ্বারা তিনি জগতে এই এক বিনয়ের দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। যাহাতে শিষ্যেরা পরস্পরকে চিহ্নিত জানিয়া সেবা ভক্তি করে তাহার জন্য এই অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়। ভক্তকে কিরূপে সম্মান দান

করিতে হয় তাহাও তিনি জানিতেন। শিষ্যদলের মধ্যে হিংসা দ্বেষ ভ্রাতৃ-বিরোধ কিছু কিছু ছিল, তাহা দূর করিবার পক্ষে গুরুদেবের এই সদ্দৃষ্টান্ত একটি মহৎ উপায় সন্দেহ নাই। পরে তিনি সকলকে বলিলেন, "প্রভু অপেক্ষা ভৃত্য বড় নহে, এবং প্রেরয়িতা হইতেও প্রেষ্য মহৎ নহে। ইহা যদি তোমরা বুঝিয়া থাক, তবে তাহা পালন করিলে বড় সুখী হইবে। আমার মনোনীত সকলকেই আমি এ কথা বলিতেছি না, কারণ শাস্ত্রবাক্য প্রমাণের জন্য তোমাদের মধ্যে এক জন আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে।" শেষ নিতান্ত ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে এক জন আমার প্রতি বিশ্বাসঘা-তকতা করিবে।" লোকচরিত্রজ্ঞ যিশু জুডাকে যেমন চিনিতে পারিয়া-ছিলেন অন্যেরা সেরূপ পারে নাই। এ কথা শুনিয়া তাহারা পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। অতিশয় নিদারুণ কথা, হৃদয়বিদারক কথা, কে তাহা শুনিয়া নীরব থাকিতে পারে? জুডা হতভাগ্য ব্যতীত আর সকলে তাঁহাকে বাস্তবিকই প্রাণের সহিত ভালবাসিত। তাঁহার গভীর অর্থযুক্ত উপদেশ তাহারা বুঝিতে পারুক না পারুক, প্রণয় অকৃত্রিম ছিল। এবং সেই প্রগাঢ় প্রণয়ই ভবিষ্যতে তাহাদের মহত্ত্বের হেতুভূত হয়। "আমাদের মধ্যে এক জন বিশ্বাসঘাতকতা করিবে" এই মর্ম্মান্তিক কথা শুনিয়া সকলেই ম্রিয়মাণ হইলেন। যিশু অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় এক কৌচের উপর আসীন, প্রিয় শিষ্য জন্ তাঁহার কোলে মাথা দিয়া শুইয়া আছেন। পিটার তাঁহাকে ইশারায় বলিলেন, "জিজ্ঞাসা কর দেখি সে ব্যক্তিটে কে?" সরলমতি শিষ্য গণ পর্য্যায়ক্রমে একে একে বলিতে লাগিল, "প্রভু, আমি কি?" যিশু বলি-লেন, "মনুষ্যপুত্রের বিষয়ে যাহা নিরূপিত আছে তাহাত ঘটিবেই, কিন্তু ধিক্ সে ব্যক্তিকে যাহা দ্বারা তিনি প্রতারিত হইবেন। তাহার জন্ম না হওয়াই ভাল ছিল।" পাষাণহৃদয় নির্লজ্জ জুডাও জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভু, আমি কি?" যিশু বলিলেন, "তুমি নিজমুখেই তাহা স্বীকার করিলে। এখন যাও, যাহা করিবার আছে তাহা শীঘ্র গিয়া সমাধা কর।" ইহা শুনিয়া জুডা আর তথায় তিষ্টিতে পারিল না। ক্রোধে অন্ধ হইয়া অরাতিকুলের নিকট চলিয়া গেল। অবিশ্বাসের দানব তাহাকে আশ্রয় করিয়াছে আর কি সে প্রেরিত দলে থাকিতে পারে? ত্রিশ মুদ্রার লোভ তাহাকে কেশে

ধরিয়া কুপথে লইয়া চলিল। সৌভাগ্যের বিষয় যে কোন প্রকার ধর্ম্মাভিমান তাহার ভিতরে স্থান পায় নাই, শয়তান নিজ অকপট মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াই তাহাকে নরকমগ্ন করে। পৃথিবীতে যাঁহার দ্বাদশটি মাত্র বন্ধু তাহারও এক জন খসিল. ইহা যিশুর পক্ষে কি নিদারুণ মনঃপীড়া! এতদিন সাধুসঙ্গে থাকিয়া, ভিক্ষান্ন ভোজন করিয়া হায়! কেন তোর এ প্রকার দুর্ম্মতি হইল! ত্রিশ মুদ্রার কি এতই আকর্ষণ যে তাহার লোভে পড়িয়া তুই অমূল্য ধন পরশ রতন যিশুকে শত্রুকরে সমর্পণ করিলি? অথবা তোরেই বা কেন বৃথা ভৎর্সনা করি। ভগবানের লীলা চিরকালই এইরূপ।

অপর শিষ্যেরা তখনো পর্য্যন্ত ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই যে জুডাই সেই কর্ম্মের কর্ম্মী। উহারা মনে করিল, জুডার হস্তে টাকা কড়ির ভার থাকে, হয়তো কোন খাদ্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য কিংবা উৎসব উপলক্ষে দুঃখীদিগকে কিছু দিবার জন্য প্রভু তাহাকে কোথাও পাঠাইলেন।

মৃত্যুকাল যতই সমীপবর্ত্তী হইতেছে যিশু ততই ভাবে প্রেমে বিশ্বাস বৈরাগ্যে প্রমত্ত হইয়া উঠিতেছেন। বিষাদের ভীষণ অন্ধকার মধ্যে জীবনাদর্শ অনন্ত সত্যালোকে আরো যেন উজ্জলরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ভাবে বিভোর হইয়া বলিলেন, "এক্ষণে মনুষ্যপুত্র গৌরবান্বিত হইলেন, এবং তাঁহাতে ঈশ্বরের মহিমাও মহিমান্বিত হইল। যদি ঈশ্বর তাঁহাতে জয়যুক্ত হন তবে ঈশ্বরও তাঁহাকে আপনাতে জয়যুক্ত করিবেন, এবং তদ্দ্বারা তিনি আপনি জয়যুক্ত হইবেন।"

অতঃপর ভোজনে বসিয়া এক খণ্ড রুটী লইয়া প্রার্থনাপূর্ব্বক তাহাকে ছিন্ন করত শিষ্যদিগের হস্তে দিয়া বলিলেন, "লও, ভক্ষণ কর; ইহা আমার দেহের স্বরূপ জানিবে।" তদনন্তর সোমরসের পাত্র লইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, "এই লও, পান কর; ইহা বহুলোকের পাপপ্রক্ষালনার্থ আমার নববিধানের শোণিত। অদ্য হইতে ইহলোকে আমি আর এ দ্রাক্ষারস পান করিব না, কিন্তু পিতার রাজ্যে বসিয়া তোমাদিগের সঙ্গে নূতন সুধা পান করিব।"

এইরুটী এবং সোমরসের আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণে অসমর্থ হইয়া লোকে এখন ইহাকে একটি অসার ধর্ম্মানুষ্ঠানে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে। পর্ব্বতাকার

রুটী এবং সমুদ্র সমান সুরা নিঃশেষিত হইল, তথাপি খ্রীষ্টের অমরত্বে কত ব্যক্তি বঞ্চিত রহিয়াছে। যিশু আপনার স্বর্গীয় জীবনকে শিষ্যদিগের মধ্যে পুরুষ পরম্পরায় চিরপ্রতিষ্ঠিত রাখিবেন বলিয়া ইহা করিলেন, কিন্তু সাধারণ মানবগণের মদ্য মাংস আহারই সার হইল। দেশীয় খ্রীষ্টিয়ানদল হয়তো এই উপলক্ষে সুরাপান করিতে শিখিয়া থাকিবেন। যিশুজীবনের রক্ত মাংস স্বরূপ ঐ সুরা এবং রুটী; উহা পান ভোজনে প্রতি আত্মাতে যিশুজীবন বর্দ্ধিত হয়, এক যিশু হইতে শত শত ক্ষুদ্র যিশু জন্ম লাভ করে, তাঁহার ভাগবতী তনু মানবকুলের অঙ্গীভূত হইয়া যায়, ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য। এই আধ্যাত্মিক গভীর যোগের সত্যটি সম্পূর্ণরূপে অশ্রুতপূর্ব্ব, মহাত্মা যিশু ইহা প্রচার করেন।

বিদায় গ্রহণ।

অনন্তর বাৎসল্যরসে বিগলিত হইয়া শিষ্যদিগকে যিশু বলিলেন, "হে ক্ষুদ্র বালকগণ! আরো কিছু সময় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। যেমন আমি য়িহুদীদিগকে বলিয়াছিলাম, তোমরা আমাকে অন্বেষণ করিবে, কিন্তু যেখানে আমি যাইতেছি তথায় তোমরা যাইতে পারিবে না, সেই কথা আমি এখন তোমাদিগকেও বলিতেছি। একটি নূতন উপদেশ শ্রবণ কর। আমি যেমন তোমাদিগকে ভাল বাসিলাম, তেমনি তোমরাও পরস্পরকে ভাল বাসিবে। তদ্দ্বারা সকলে জানিতে পারিবে যে তোমরা আমার শিষ্য।"

পিটার জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভু, কোথায় আপনি যাইবেন?" যিশু বলিলেন, "যেখানে আমি যাইব তথায় এখন তুমি আমার সঙ্গী হইতে পারিবে না, কিন্তু কিছু কাল পরে পারিবে।" পুনরায় পিটার কহিল, "কেন প্রভু আমি তোমার সঙ্গে যাইতে পারিব না? তোমার জন্য আমি প্রাণ দিব।" গুরুগতপ্রাণ পিটারের ইহা মুখের কথা নহে, অন্তরের অনু-রাগের কথা; কিন্তু তাহা পালন করিবার উপযুক্ত বল কোথা? যিশু তাহা ভালই জানিতেন। সেই জন্য বলিলেন, "আমার জন্য তুমি প্রাণ দিবে? অদ্যকার রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে তুমি আমাকে তিন বার অস্বীকার করিবে।" তখন সকলেই বলিয়া উঠিল, "প্রভু, যদি আমরা তোমার সঙ্গে মরি সেও ভাল, তথাপি তোমাকে কখন অস্বীকার করিব না।" কে কিরূপ প্রকৃতির লোক যিশুর অন্তর্দৃষ্টিতে তাহা প্রকাশ ছিল। অকৃত্রিম প্রীতি এবং আনুগত্য সত্ত্বেও তাহারা যে ভীরু অল্পবিশ্বাসী দুর্ব্বলমনা তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন।

তদনন্তর প্রেমিক পিতার ন্যায় স্নেহসম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগি-লেন, "তোমরা ঈশ্বরকে এবং আমাকে বিশ্বাস কর যেন শেষ বিচলিত না

হইতে হয়। আমার পিতার বাড়ীতে অনেক ঘর আছে। যদি না থাকিত তবে সে কথা আমি তোমাদিগকে বলিতাম। তোমাদের স্থান প্রস্তুত করিবার জন্য আমি তথায় যাইতেছি। আমি তোমাদের নিমিত্ত এখন স্থান প্রস্তুত করিতে যাইতেছি, পুনরায় আবার ফিরিয়া আসিব এবং তোমাদিগকে তথায় লইয়া গিয়া একসঙ্গে সকলে মিলিয়া বাস করিব। যেখানে আমি যাইতেছি তাহা তোমরা জান, এবং তাহার পথও তোমরা অবগত আছ।” টমাস্ বলিল, “প্রভু, তুমি কোথায় যাইতেছ তাহাই আমরা বুঝিতে পারিতেছি না, তবে সেখানকার পথ কিরূপে জানিব?” যিশু বলিলেন, “আমিই পথ, আমিই সত্য এবং আমিই জীবন। আমা ভিন্ন কেহ আমার পিতার নিকট আসিতে পারে না। যদি তোমরা আমাকে জানিতে, তাহা হইলে আমার পিতাকেও জানিতে পারিতে। এখন হইতে তাঁহাকে তোমরা জানিতে পারিবে এবং দেখিবে।”

“আমিই পথ” এই কথা মধ্যবর্ত্তিত্ব মতের মূল। কিন্তু ইহার অন্য এক নিগূঢ় অর্থ আছে। বাস্তবিক ঈশ্বরপ্রাপ্তির একটি মাত্র পথ, সে পথ আত্মত্যাগ, যিশু সেই আত্মত্যাগের অবতার, সুতরাং তিনি ভিন্ন আর কোন্ পথ দিয়া মনুষ্য স্বর্গে প্রবেশ করিবে? সাধারণে মনে করে মধ্যবর্ত্তী অর্থে পথের কণ্টক, ঈশ্বরের মহিমাপহারক, অতএব যিশু সেই দোষে দোষী। কিন্তু আত্মত্যাগ যাঁহার ধর্ম্ম তিনি কি কখন মুক্তির প্রতিবন্ধক হইতে পারেন? যে অর্থে মধ্যবর্ত্তিত্বের মত সচরাচর গৃহীত হয় যিশু তাহা জানিতেন না। ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ সম্বন্ধের মধুরতা তিনি নানা স্থানে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহাকে দোষ দেওয়া নিতান্ত মূর্খতা এবং অন্ধতার কার্য্য সন্দেহ নাই। তিনি ব্রহ্মদর্শনের প্রতিবন্ধক নহেন, পাপান্ধ চক্ষের চস্‌মা। চস্‌মা যেমন আপনাকে অদৃশ্য রাখিয়া দর্শনীয় পদার্থকে প্রকাশ করিয়া দেয়, যিশুর জীবন তেমনি স্বচ্ছ নির্ম্মল।

ফিলিপ্ বলিল, “প্রভু, পিতাকে তুমি কেবল দেখাইয়া দাও, তাহা হইলে আর তোমায় কিছু করিতে হইবে না।” যিশু কহিলেন, “ফিলিপ, এত কাল আমি তোমাদের সঙ্গে বাস করিলাম, তথাপি তোমরা আমাকে চিনিতে পারিলে না! যে আমাকে দেখিয়াছে সে আমার পিতাকেও দেখি-

য়াছে, তবে কেমন করিয়া এ কথা বলিতেছ যে পিতাকে দেখাইয়া দাও? আমি পিতাতে পিতা আমাতে ইহা কি বিশ্বাস কর না? যে সকল কথা আমি বলি তাহা নিজ হইতে নহে, যিনি আমার ভিতরে অধিবাস করেন সেই পিতাই সমস্ত কার্য্য করিতেছেন। আমি পিতাতে এবং পিতা আমাতে ইহা বিশ্বাস কর; না হয় আমার কার্য্য দেখিয়া তাহা বিশ্বাস কর। সত্য বলিতেছি, যে আমাকে বিশ্বাস করিবে সে আমার মত কার্য্যও করিতে পারিবে। কারণ আমি পিতৃসন্নিধানে চলিয়া যাইতেছি। আমার নামে তোমরা যাহা কিছু চাহিবে তাহা পাইবে, কেন না তদ্দ্বারা পুত্রেতে পিতা জয়যুক্ত হইবেন।"

কেমন সহজে অলঙ্কারহীন ভাষায় যিশু ব্রহ্মদর্শনের তত্ত্বটি বুঝাইয়া দিলেন! অবিশ্বাসী ধর্ম্মাভিমানীর কর্ণে ইহা কর্কষ প্রতীতি হয়, কিন্তু বিশ্বাসী ভক্তের ইহা ভিন্ন অন্য ভাষা নাই। ব্রহ্মদর্শন সম্বন্ধে যাহারা কোন অস্বাভাবিক ভৌতিক ঘটনা মনে করিয়া রাখিয়াছে, বজ্রের ধ্বনি, কি বিদ্যুতের চমক্, কি চৈতন্যহীন মূর্চ্ছিতাবস্থাকে যাহারা দর্শনের লক্ষণ বলে তাহাদের নিকট যিশুর বাক্যের কোন অর্থ নাই। কিন্তু তিনি যাহা বলিলেন, তাহা আর্য্য অনার্য্য সকল জাতীয় ভক্তগণ বুঝিতে পারেন। ব্রহ্মদর্শনের তিনটি গবাক্ষ,—আপনার আত্মা, বহির্জগৎ, আর ধর্ম্মসমাজ বা জাতীয় ইতিহাস। জনসাধারণের পক্ষে পবিত্রাত্মা সাধুজীবন স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায়। তাহারা ইহার ভিতর দিয়া যেমন ঠাকুরকে স্পষ্টরূপে দেখে এমন কিছুতেই নহে। অসাধারণ প্রকৃতির কৃপাসিদ্ধ মহাত্মারা নিজের ভিতর ব্রহ্মদর্শন করত ক্রমে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হন। এই জন্য এখানে সাধুর সাধুতা এবং ঈশ্বর দর্শন এক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সম্পূর্ণরূপে তাঁহাকে কেহই দেখিতে পায় না, আংশিক দর্শনে সকলেই অধিকারী; কিন্তু সেই আংশিক দর্শন ভক্তজীবনে যেমন উজ্জ্বলরূপে উপলব্ধি হয় এমন কোন পদার্থে নহে। সাধারণ কিংবা মধ্যবিধ অবস্থার ভক্ত তাঁহাকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে অবস্থাবিশেষে নিজের ভিতরেও দেখিতে পায়। দর্শন অর্থে এখানে বাহ্যরূপ নহে, আধ্যাত্মিক সদ্গুণ এবং তাহার ক্রিয়া উপলব্ধি।

পরে তিনি শিষ্যদিগকে বলিতে লাগিলেন, "আমার প্রতি যদি তোমা-

দের ভালবাসা থাকে, তবে তোমরা আমার উপদেশ সকল পালন করিতে থাক। যাহাতে পিতার নিকট হইতে আর একটি পবিত্রাত্মা আসিয়া তোমাদের সহিত চিরকাল বাস করে তন্নিমিত্ত আমি তাঁহার সমীপে প্রার্থনা করিব। সেই পবিত্রাত্মাকে পৃথিবী জানে না, এই জন্য সে তাঁহাকে অগ্রাহ্য করে। কিন্তু তোমরা তাঁহাকে অবগত আছ, কারণ তিনি তোমাদিগের মধ্যে বাস করেন এবং করিবেন। শান্তিহীন করিয়া আমি তোমাদিগকে রাখিয়া যাইব না, পুনরায় প্রত্যাগমন করিব। অল্পকাল পরে পৃথিবী আর আমাকে দেখিতে পাইবে না, কিন্তু তোমরা পাইবে; কারণ আমরা উভয়েই জীবিত থাকিব। তখনই জানিতে পারিবে যে আমি পিতাতে, তোমরা আমাতে এবং আমি তোমাদিগেতে বর্ত্তমান। যে আমার উপদেশ পালন করে সেই আমাকে ভালবাসে; এবং যে আমাকে ভালবাসে পিতা তাহাকে ভাল বাসেন; এবং আমিও তাহাকে ভালবাসিয়া তাহার নিকট আপনাকে প্রকাশ করিব।" এক জন শিষ্য জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভু, পৃথিবীর নিকট কি জন্য আপনি আপনাকে প্রকাশ করিবেন না?" তদুত্তরে পূর্ব্বোক্ত ভাব পুনরায় উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "বিশ্বাসীর নিকট আমি এবং আমার পিতা উভয়ে বাস করিব। তোমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকিয়া আমি এই সমস্ত কথা বলিলাম, কিন্তু পবিত্রাত্মা আসিয়া তোমাদিগকে সমুদায় বিষয়ে শিক্ষা দিবে এবং সে আমার যাবতীয় বাক্য স্মরণ করাইয়া দিবে। তোমাদের শান্তি হউক! আমার শান্তি আমি তোমাদিগকে দান করিলাম। ভীত হইও না, বিচলিতমনা হইও না।

"আমি এখান হইতে যাইতেছি এবং পুনরায় আসিব, এ কথা তোমরা শুনিলে। যদি আমার প্রতি তোমাদের যথার্থ ভালবাসা থাকিত, তাহা হইলে ইহা শুনিয়া তোমরা আনন্দ প্রকাশ করিতে। কারণ আমি বলিয়াছি, সেই পিতার নিকট আমি যাইতেছি যিনি আমা অপেক্ষা মহৎ।" পিতা পুত্রের স্বতন্ত্রতা এবং উভয়ের মধ্যে গুণগত পার্থক্য এখানে স্পষ্টাক্ষরে বিবৃত হইয়াছে। অতঃপর তিনি বলিলেন, "পূর্ব্ব হইতেই সব কথা আমি তোমাদিগকে অবগত করিয়া রাখিলাম;—এই জন্য, যে সময় উপস্থিত হইলে তোমরা ইহাতে বিশ্বাস করিতে পারিবে। ইহার পর অধিক কথা

বলিবার আর সময় থাকিবে না, কারণ পাপপুরুষ আমাকে পরীক্ষা করিতে আসিতেছে। কিন্তু সে আমার কিছু অনিষ্ট করিতে পারিবে না। আমার অন্তরে তাহার প্রভুত্বের কোন স্থান নাই। পিতার আদেশ আমি পালন করি এবং তাঁহাকে ভাল বাসি ইহা পৃথিবী যেন বুঝিতে পারে। চল, এক্ষণে আমরা এ স্থান হইতে উঠি।" এই বলিয়া সশিষ্য অলিভ পর্ব্বতাভিমুখে যাইতে উদ্যত হইলেন। গমনের পূর্ব্বে সকলে সমস্বরে রাজর্ষি দাউদের রচিত ১১৬।১১৭।১১৮ সংখ্যক ব্রহ্মসঙ্গীত গান করেন। এই সঙ্গীতত্রয় সময়ের উপযোগী ছিল। তাহার ভাবার্থ এইরূপ ;—"মৃত্যুবেদনায় আমাকে বেষ্টন করিয়াছে, নরকযন্ত্রণায় আমাকে আক্রমণ করিয়াছে, দুঃখ এবং চঞ্চলতায় আমি আন্দোলিত হইতেছি, এক্ষণে হে ঈশ্বর! তোমার নিকট এই মিনতি, আমার আত্মাকে উদ্ধার কর।" "ঈশ্বরের দয়ার বিনিময়ে আমি তাঁহাকে কি দিব? আমি মুক্তির পানপাত্র গ্রহণ করিব এবং প্রভুকে ডাকিব।"

ভোজন শেষসূচক সঙ্গীত গান করিয়া সকলে দণ্ডায়মান হইলে যিশু বলিলেন, "আমিই যথার্থ দ্রাক্ষালতা, এবং আমার পিতা কৃষক। আমার যে সকল শাখায় ফল হয় না তাহাদের প্রত্যেককে তিনি কাটিয়া ফেলিবেন। এবং ফলিত শাখার প্রতি তিনি এমনি যত্ন শুশ্রূষা করিবেন যাহাতে সে আরো অধিক ফলশালিনী হইবে। আমার কথিত বাক্য দ্বারা এক্ষণে তোমরা সকলে পরিমার্জ্জিত হইয়াছ। আমাতে তোমরা বাস কর এবং আমিও তোমাদিগেতে বাস করি; কারণ শাখা যেমন মূলের সহিত সংলগ্ন না থাকিলে ফলবতী হয় না, তেমনি আমার সহিত সংযুক্ত না থাকিলে তোমরাও ফল প্রসব করিতে পারিবে না। যে মনুষ্য আমাতে অবস্থিতি করে না সে ফলহীন শাখার ন্যায় বিযুক্ত হইয়া শুকাইয়া যাইবে, পরে লোকেরা তাহাকে চুল্লীমধ্যে নিক্ষেপ করিবে।"

বৃক্ষমূলের সহিত শাখার যেরূপ সম্বন্ধ যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের সঙ্গে চিহ্নিত ধর্ম্মপ্রচারকগণের অবিকল তদ্রূপ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। বিধানক্ষেত্রে এই বৃক্ষ জন্মে। মনে হইতে পারে, তবে কি শিষ্য শাখাগণের স্বাধীন জীবনী শক্তি নাই? তাঁহারা কি গুরুদেবের হস্তে জড়যন্ত্র স্বরূপ? কখন ইহা বলিতে

পারি না। শাখা পল্লব মূলদেশ হইতে কেবল রস আকর্ষণ করে, কিন্তু সাক্ষাৎসম্বন্ধে সূর্য্যরশ্মি এবং মুক্ত বায়ু না পাইলে তাহারা তেজস্বান্ এবং ফলবান্ হয় না। প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রচারক তেমনি প্রত্যক্ষরূপে পবিত্রাত্মা কর্ত্তৃক অভিষিক্ত না হইলে গুরুমন্ত্রের অর্থ বুঝিতে পারে না। কিন্তু মূলের সহিত যোগ কাটিয়া গেলে শাখা যে নিষ্ফল এবং শুষ্ক হইয়া যায় ইহা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ বিধান। যোগ ব্যতীত তাঁহার লীলা সম্পন্ন হয় না। বিধানবহির্ভূত প্রদেশেরও এই নিয়ম।

তদনন্তর যিশু বলিতে লাগিলেন, "পিতা যেমন আমাকে ভাল বাসিয়াছিলেন আমিও তেমনি তোমাদিগকে ভাল বাসিয়াছি। তোমরা আমার প্রেমেতে চিরকাল স্থিতি কর। আমি যেমন পিতৃ আজ্ঞা পালন দ্বারা তাঁহার প্রেমে স্থিতি করি, তেমনি আমার উপদেশ যদি তোমরা রক্ষা কর, তবে তোমরা আমার প্রেমে স্থিতি করিবে। আমার শান্তি আনন্দ তোমাদের ভিতরে বর্ত্তমান থাকিয়া তোমাদের আনন্দকে পরিপূর্ণ করিবে এই জন্য আমি এই সকল বিষয় তোমাদিগকে বলিলাম। ইহাই আমার উপদেশ, যে যেমন আমি তোমাদিগকে ভাল বাসিয়াছি, তেমনি তোমরাও পরস্পর প্রীতিবন্ধনে সম্বদ্ধ থাকিবে। বন্ধুদিগের জন্য প্রাণ দেওয়ার মত আর প্রেমের অধিক দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। আমার আদেশ যদি তোমরা পালন কর, তাহা হইলে তোমরা আমার বন্ধু হইলে। এখন হইতে আমি আর তোমাদিগকে ভৃত্য বলিয়া ডাকিব না, কারণ ভৃত্য কিছুই জানে না তাহার প্রভু কি করে না করে। বন্ধু বলিয়া আমি তোমাদিগকে সম্বোধন করিব, কেন না আমি যাহা কিছু পিতার নিকট শুনিয়াছি সে সমস্ত তোমাদিগকে অবগত করিয়াছি। তোমরা আমাকে মনোনীত কর নাই, আমিই তোমাদিগকে এই জন্য মনোনীত করিয়া স্ব স্ব পদে অভিষিক্ত করিয়াছি যে তোমরা ফলবান্ হইবে। যদি পৃথিবী তোমাদিগকে ঘৃণা করে, তবে ইহা জানিবে যে সে তাহার আগে আমাকে ঘৃণা করিয়াছে। তোমরা যদি পৃথিবীর হইতে, তাহা হইলে সে তোমাদিগকে ভাল বাসিত, তাহার নহ, এই কারণে সে তোমাদিগকে ঘৃণা করে। প্রভু অপেক্ষা ভৃত্য শ্রেষ্ঠ নহে, এ কথা স্মরণে রাখিবে। পৃথিবীর লোকে যদি আমাকে নির্য্যাতন

করিয়া থাকে, তবে তাহারা তোমাদিগকেও সেই রূপ করিবে। আর তাহারা যদি আমার কথা মান্য করিয়া থাকে, তবে তোমাদের কথাও মানিবে। আমি যদি তাহাদিগকে শিক্ষা না দিতাম, তাহা হইলে কোন পাপ হইত না, কিন্তু এখন আর সে কথা বলিবার কাহারো মুখ রহিল না। যে আমাকে ঘৃণা করিয়াছে সে আমার পিতাকেও ঘৃণা করিয়াছে। অন্যের অসাধ্য কার্য্য আমি যদি তাহাদের সম্মুখে না করিতাম, তাহা হইলে বলিবার পথ থাকিত; তাহারা এক্ষণে তাবৎ দেখিয়া শুনিয়াও আমাকে এবং আমার পিতাকে ঘৃণা করিল। শাস্ত্রে যেমন লিখিত আছে, যে বিনা কারণে তাহারা আমাকে ঘৃণা করিবে, সে কথা প্রমাণিত হইল। কিন্তু পবিত্রাত্মা আসিয়া আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবে। তোমরাও সাক্ষ্য দিবে, যেহেতু প্রথমাবধি তোমরা আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলে। তোমরা মনে কোন ব্যথা না পাও এই জন্য সব কথা আমি খুলিয়া বলিলাম। লোকে তোমাদিগকে ধর্ম্মমন্দির হইতে বাহির করিয়া দিবে; এমন কি, তোমাদিগকে হত্যা করিয়া কত ব্যক্তি মনে করিবে যে আমি ঈশ্বরের কার্য্য করিলাম। আমাকে এবং আমার পিতাকে তাহারা জানে না বলিয়া তাহারা এইরূপ করিবে। যখন এই সমস্ত ঘটিবে তখন স্মরণ করিও যে আমি পূর্ব্বেই ইহা বলিয়াছিলাম। এক্ষণে আমি পিতৃসন্নিধানে চলিলাম। কোথায় যাইতেছি সে বিষয়ে যে কেহ আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছ না? বুঝিয়াছি, দুঃখেতে তোমাদের হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে। তথাপি যাহা সত্য তাহা বলিতে বাধ্য হইতেছি। আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক; কারণ আমি না গেলে পবিত্রাত্মা আসিবেন না। তিনি আসিয়া পাপ পুণ্যের বিচার করিবেন। তোমাদিগকে আমার বলিবার এখনো অনেক ছিল, কিন্তু এক্ষণে সে সকল তোমরা ধারণ করিতে পারিবে না। যাহা হউক, পবিত্রাত্মা তোমাদিগকে সমস্ত সত্য বুঝাইয়া দিবেন, এবং ভবিষ্যৎ জ্ঞান প্রকাশ করিবেন।

"অল্পক্ষণ পরে আর আমাকে তোমরা দেখিতে পাইবে না, কিন্তু কিছু কাল পরে আবার দেখিতে পাইবে।" কোন শিষ্য জিজ্ঞাসা করিল, "এ কথার অর্থ কি?" যিশু বলিলেন, "ইহার অর্থ আপনাদের মধ্যে আলোচনা

করিয়া দেখ বুঝিতে পারিবে। বাস্তবিক আমি বলিতেছি, তোমরা কাঁদিবে এবং খেদ করিবে, কিন্তু পৃথিবী আহ্লাদিত হইবে। তোমাদের দুঃখের পরিণাম আনন্দ। নারীর প্রসব বেদনার সময় মনে কর কত ক্লেশ! কিন্তু যখন সে সন্তানের মুখাবলোকন করে তখন আর তাহার কোন দুঃখই থাকে না। সেই রূপ আপাততঃ তোমাদের দুঃখ উপস্থিত হইবে, কিন্তু আমি আবার যখন আসিব তখন তোমরা আনন্দিত হইবে। সে আনন্দ কেহই হরণ করিতে পারিবে না। তখন আর তোমরা আমার নিকট কিছু চাহিবেও না। যথার্থ কথা আমি বলিতেছি, আমার নামে পিতার নিকট তোমরা যাহা কিছু প্রার্থনা করিবে তিনি তাহা দিবেন। এত দিন তোমরা আমার নামে কিছুই প্রার্থনা কর নাই, কিন্তু এখন তাহা করিলেই পাইবে এবং তোমাদের পূর্ণানন্দ লাভ হইবে। এই সকল বিষয় আমি তোমাদিগকে রূপক ভাষায় বলিলাম, কিন্তু আর সে রূপ বলিব না; ইহার পর পিতাকে পরিষ্কাররূপে দেখাইয়া দিব। তৎকালে তোমরা আমার নামে প্রার্থনা করিবে, আমি আর তোমাদের নিমিত্ত পিতার কাছে প্রার্থনা করিব না; কারণ পিতা স্বয়ংই তোমাদিগকে ভাল বাসেন। পিতার নিকট হইতে আমি পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম, এক্ষণে আবার এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট যাইতেছি।"

শিষ্যেরা এ কথা শুনিয়া বলিল, "হাঁ, এখন তুমি সব প্রকাশ করিয়া বলিলে, ইহা আমাদের নিকট দুর্বোধ্য নহে। এক্ষণে নিশ্চয় আমরা বুঝিলাম, তুমি সমস্ত বিদিত আছ। তুমি যে ঈশ্বরপ্রেরিত তাহাও বিশ্বাস করি।" যিশু বলিলেন, "এখন তোমরা আমাকে বিশ্বাস করিলে? তবে বলি শ্রবণ কর। সময় আসিতেছে এবং আসিয়াছে যখন তোমরা রক্ষকহীন মেষপালের ন্যায় দিখিদিক্ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে, এবং আমাকে একাকী ফেলিয়া পলায়ন করিবে। কিন্তু আমি একাকী নহি, আমার পিতা আমার সঙ্গে আছেন। এই জন্য এ সকল বলিলাম, যে তোমরা আমাতে শান্তি লাভ করিতে পারিবে। পৃথিবীতে কেবল বিপদ আর পরীক্ষা, কিন্তু তোমরা প্রফুল্ল চিত্ত থাক, কোন ভয় নাই, আমি পৃথিবীকে পরাজয় করিব।"

কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে ক্রমে রজনী গভীরা হইতে লাগিল, বিপদা- ন্ধকারও ক্রমে যিশুর হৃদয় আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। বন্ধু- বিচ্ছেদের কথা যত স্মরণ হইতেছে, স্নেহ প্রীতির কথা যত আলোচনা করিতেছেন, আহা! অন্তরের প্রেমাগ্নি ততই যেন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। যামিনী নিস্তব্ধ, সকলেই নিদ্রায় অচৈতন্য, কেবল শত্রুপক্ষ মহাযাজকের গৃহে অস্ত্রধারী পদাতিকগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নানাবিধ কুপরামর্শ করিতেছে, আর অন্য দিকে দুঃখী অসহায় শিষ্যগণের সঙ্গে যিশু ভীষণ ভবিষ্যতের করাল মূর্ত্তি দর্শন করত গভীর শোকে নিমগ্ন হইতেছেন। কি দুঃখের অবস্থা! শিষ্যেরা যদিও নির্গুণ অবোধ, কিন্তু তাহারাই যিশুর সর্ব্বস্ব ধন, প্রাণসম প্রিয়, এবং জগতের ভাবী আশা। তিনি যে চক্ষে তাহাদিগকে দেখিতেন সে চক্ষু তোমার আমার নাই।

শেষ কথা যাহা বলিবার ছিল তাহা বলিয়া উর্দ্ধনেত্রে কৃতাঞ্জলি পুটে এইরূপে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, যে "হে পিতঃ! সময়তো নিকট- বর্ত্তী, এক্ষণে পুত্রের মহিমা প্রকাশ করিয়া তুমি আপনি মহিমান্বিত হও। তুমি তাহাকে এই ক্ষমতা দিয়াছিলে যে তোমার আনীত যত লোক সকলকেই সে অনন্তজীবন দান করিবে। তুমি একমাত্র সত্য ঈশ্বর, এবং যিশু খ্রীষ্ট তোমার প্রেরিত, ইহা অবগত হওয়াই অনন্তজীবন। পৃথি- বীতে আমি তোমার গৌরব ঘোষণা করিলাম এবং যে কার্য্যভার আমাকে তুমি দিয়াছিলে তাহাও সম্পাদন করিলাম। এক্ষণে হে পিতঃ! সৃষ্টির পূর্ব্বে তুমি আমাকে যে গৌরবে রাখিয়াছিলে তদ্দ্বারা আমাকে গৌরবা- ন্বিত কর। তুমি যাহাদিগকে আমার হস্তে দিয়াছিলে তাহাদের নিকট তব নাম প্রচার করিয়াছি, তাহারা তোমার কথা রক্ষা করিয়াছে। আমাকে তুমি যাহা যাহা দিয়াছিলে তাহা যে তোমার ইহা তাহারা বুঝিয়াছে। আমার কথা তোমার কথা এবং আমি তোমার প্রেরিত ইহা তাহারা বিশ্বাস করিয়াছে। তাহাদেরই জন্য এখন আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, কারণ তাহারা তোমারই। যাহা কিছু আমার তাহা তোমার এবং যাহা কিছু তোমার তাহা আমার। তাহাদিগেতে আমি গৌরবান্বিত

হইলাম। এখন আমি তোমার নিকট চলিলাম, ইহারা পৃথিবীতে রহিল। পবিত্র পিতা, এক্ষণে তোমার পবিত্র নামে ইহাদিগকে রক্ষা কর, যেন আমাদের মত ইহারা সকলে একপ্রাণ হইয়া থাকে। যত দিন আমি একসঙ্গে ছিলাম তত দিন তোমার নামে আমি সকলকে রক্ষা করিয়াছি, এক জন ব্যতীত কাহাকেও হারাই নাই। ইহারা আমার মুখে তোমার বাণী শুনিয়াছে বলিয়া পৃথিবীর নিকট ঘৃণিত হইল। পৃথিবী হইতে ইহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য আমি তোমাকে বলিতেছি না, কেবল পাপ হইতে সকলকে রক্ষা করিও। তোমার বাক্য দ্বারা ইহাদিগকে তুমি শুদ্ধ করিয়া দাও। তুমি যেমন আমাকে এখানে পাঠাইয়াছিলে, তেমনি আমিও ইহাদিগকে পাঠাইয়াছিলাম। ইহাদের জন্য আমি আত্মোৎসর্গ করিয়াছি। কেবল এই কয়েক জনের জন্য প্রার্থনা করিতেছি না, পরে যাহারা ইহাদের উপলক্ষে আমাকে বিশ্বাস করিবে তাহাদিগের জন্যও তোমার নিকট প্রার্থনা করি। যেমন তুমি আমাতে, আমি তোমাতে, তেমনি উহারা সকলে এক হইয়া আমাদের মধ্যে স্থিতি করুক; তাহাতে পৃথিবী বুঝিতে পারিবে যে তুমি আমাকে পাঠাইয়াছিলে। তুমি যাহা দিয়াছিলে তাহা ইহাদিগকে আমি দিয়াছি। আমরা উভয়ে যেমন এক, তেমনি ইহারাও এক হউক! ইহাদিগেতে আমি, আমাতে তুমি, এইরূপে ইহারা যেন একত্বে পরিণত হয়। তাহাতে সকলে জানিবে যে তুমি আমাকে যেমন ভালবাসিতে তেমনি ইহাদিগকেও ভালবাস। পিতা, এই ইচ্ছা, যে আমি যেখানে থাকিব ইহারাও যেন সেইখানে থাকিতে পায়, এবং তবদত্ত গৌরবে আমাকে গৌরবান্বিত দেখে; কারণ তুমি আমাকে সৃষ্টির আরম্ভ হইতে ভালবাসিয়া আসিতেছ। পুণ্যময় পিতা, পৃথিবী তোমাকে জানিল না, কিন্তু আমি তোমাকে জানি। তোমার নাম এই সকল লোকের নিকট ঘোষণা করিয়াছি এবং করিব। যে প্রেম তুমি আমাকে দিয়াছ তাহা যেন ইহাদের মধ্যে স্থান পায়, এবং আমিও সকলের সঙ্গে যেন থাকিতে পারি।"

গেথ্‌শিমেনির উদ্যান।

জেরুশালমের পূর্ব্বভাগে অলিভ্‌ বৃক্ষসমাকীর্ণ অলিভ্‌ পর্ব্বত, তাহার উপত্যকা ভূমিতে গেথ্‌শিমেনির উপবন। এই সুরম্য গিরিশিখরে এবং উপবনাশ্রমে যিশু যোগবিহারার্থ মধ্যে-মধ্যে গমন করিতেন। নাগরিক বিকৃতমনা লোকদিগের সহিত কুতর্ক বিতণ্ডা করিয়া যখন তাঁহার মন বড় অসুখী হইত, গর্ব্বিত ধর্ম্মাভিমানী পুরোহিত ও প্রধান পদস্থ যিহুদী-দিগের অবিশ্বাস অভক্তি কপটাচরণে যখন তিনি আন্তরিক অশান্তি অনু-ভব করিতেন তখন ঐ পর্ব্বতের উপরে গিয়া বসিয়া প্রাণ জুড়াইতেন। অনুমান ছয় মাসকাল, তিনি জুডিয়া দেশে প্রচার কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, কিন্তু এক দিনের জন্য কোথাও সুখ পান নাই। মধ্যে মধ্যে কেবল নির্জ্জন বনবাসে একাকী পিতার নিকটে বসিয়া সকল দুঃখ দূর করিতেন। গেথ্‌-শিমেনির উদ্যান বিচিত্র বন্যপাদপে সমাবৃত ছিল, নির্জ্জনতাপ্রিয় যোগার্থির পক্ষে উহা অতীব অনুকূল স্থান। ইহার অভ্যন্তরে অলিভ্‌ ফলের তৈল প্রস্তুত হইত।

ঘোর নিশীথ সময়ে মেরীতনয় একাদশ শিষ্য সমভিব্যাহারে কেড্রন নির্ঝর পার হইয়া এই উপবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রজনী জ্যোৎস্না-ময়ী, প্রকৃতি দেবী স্পন্দহীনা, কোথাও জনমানবের গতিবিধি নাই; এক একবার কেবল নিদ্রিত পশু পক্ষীগণের অঙ্গ সঞ্চালন শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। যিশুর শোকাচ্ছন্ন মলিন মুখচন্দ্র দর্শনে আকাশের তারকাগণ যেন পাংশু বর্ণ হইয়া গিয়াছে, সুধাকর মধ্যগগনে বসিয়া কাঁপিতেছে। হায়! সে কাল নিশির কথা মনে হইলে কাহার প্রাণ না কাঁদিয়া উঠে। গভীর বিষাদে মুহ্যমান নিদ্রাতুর সহচরগণকে পশ্চাতে লইয়া জগৎজীবন যিশু দুঃখভারাবনত মুখে চলিতেছেন। মৃত্যু অপরিহার্য্য, তাহার আনুসঙ্গিক

যন্ত্রণা অপমানও নিতান্ত দুঃসহ, এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। ভাবনায় আপাদমস্তক একবারে বিলোড়িত হইতে লাগিল। শিষ্যদিগকে বলিলেন, "তোমরা এই স্থানে উপবিষ্ট থাক, আমি নির্জ্জনে পিতার নিকট প্রার্থনা করিয়া আসি। এই বলিয়া পিটার, জন্ এবং জেম্‌সকে সঙ্গে লইয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলেন। ক্রমে প্রাণ নিতান্ত অস্থির এবং ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িল। এখনো পর্য্যন্ত মনে এরূপ ভাব আছে যে যদি পিতার ইচ্ছা হয় তবে বিনা প্রাণদণ্ডেও তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু তৎপ্রতি আশা অতি অল্প, অসম্ভব নহে এইমাত্র কেবল মনে হইতেছে। অনন্তর নিরতিশয় ভগ্নান্তঃকরণে সঙ্গিদিগকে বলিলেন, "আমার আত্মা দুঃখেতে একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, যেন মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করিতেছি। এইখানে তোমরা জাগিয়া বসিয়া থাক।" পরে আরো কিছু দূর অন্তে গিয়া ভূমিলুটাইয়া বলিলেন, "হে আমার পিতা, তোমাতে সকলি সম্ভব, যদি সম্ভব হয় তবে এই দুঃখের পানপাত্র আমার নিকট হইতে স্থানান্তরিত কর। তথাপি বলিতেছি, আমার ইচ্ছা নহে, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" প্রার্থনান্তে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে পিটার প্রভৃতি শিষ্যত্রয় নিদ্রায় এককালে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। তদ্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন, "পিটার, কি আশ্চর্য্য, তোমরা এক ঘণ্টাকাল আমার সঙ্গে জাগিয়া থাকিতে পারিলে না! সচেতন থাকিয়া প্রার্থনা কর যেন পরীক্ষায় পড়িতে না হয়। বুঝিয়াছি, মন ইচ্ছুক, কিন্তু শরীর দুর্ব্বল।" শিষ্যের দুরবস্থায় এমন করিয়া কে আর সহানুভূতি করিতে পারিবে? দুঃখ ভাবনা ভয়ে, অধিকন্তু নিদ্রার ঘোরে তাহারা তখন বাস্তবিকই বড় কৃপাপাত্র হইয়াছিল। একমাত্র জীবনাশ্রয় যিনি তাঁহার সঙ্গ ছাড়িতেও পারে না, আবার তাঁহার ভাবের সমভাবী হইয়া যে সময়োচিত বিশ্বাস সাহস প্রদর্শন করিবে সে সামর্থ্যও নাই, সবদিক্ যেন অকূল পাথার। গুরুদেবের দেহলীলা অন্তে তাহারা কোথায় গিয়া কাহার আশ্রয়ে দাঁড়াইবে, দুঃখ বিপদের সময় কেইবা তাহাদিগকে সান্ত্বনা বাক্য শুনাইয়া সুখী করিবে, দেশশুদ্ধ সকল লোকই শত্রু, নানা দুর্ভাবনায় সকলে কাতর হইয়া পড়িল।

এইত দুঃখের অবস্থা, তাহার উপর আবার নিদ্রায় তনু ভারাক্রান্ত। নিজের ও শিষ্যগণের যাবতীয় ক্লেশভার একত্রিত হইয়া যিশুর কোমল হৃদয়কে নিষ্পেষণ করিতে লাগিল। একে আপনার অপমান যন্ত্রণা স্মরণে ক্লেশ, তাহার উপর শিষ্যদিগের দুরবস্থা, সর্ব্বোপরি পাপী জগতের জন্য অন্তর্দাহ, যেন দুঃখের মহাসাগরমধ্যে তিনি ডুবিয়া গেলেন। বিপদ্ পরীক্ষা কি ভয়ঙ্কর করাল মূর্ত্তিই তখন ধরিয়াছিল! শত্রুকুলের প্রবল পরাক্রমে দেশ নগর টল্‌মল্ করিতেছে, কঠোর হৃদয় য়িহুদী অধ্যাপক-দল ভক্তশোণিত পানের জন্য বিকট বদন ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে, অল্পবিশ্বাসী দুর্ব্বল শিষ্য কয়জন এক ঘণ্টার পর কোথায় গিয়া পড়িবে তাহার স্থিরতা নাই; অথচ সম্মুখভাগে স্বর্গের আদর্শ, ব্রহ্মের আশা-প্রদ অভয়বাণী, যিশু ইহারই মধ্যে দোদুল্যমান। বিপদের অন্ধকার এমনি ঘনতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে তাঁহার চিরশান্তিপূর্ণ মুখচন্দ্রকে এক-বারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। মহাশোকে বদন ম্লান হইল, গৌরকান্তি মলিন হইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় বার প্রার্থনা করিলেন,—"হে পিতা, যদি এ পানপাত্র পান করি-তেই হয়, তবে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক!" তৎকালে দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণায় তাঁহার লোমকূপ হইতে যেন রক্তঘর্ম্ম ঝরিতেছিল। পুনরায় আসিয়া দেখিলেন, নিদ্রার ভারে শিষ্যদিগের চক্ষু ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এমনি ঘুমের ঘোর যে কথার উত্তর দিবারও কাহারো ক্ষমতা নাই। হায়! এ ঘোর দুর্দ্দিনে কোথা হইতে এ কালনিদ্রা আসিয়া উপস্থিত হইল! কোথায় তাহারা গুরুদেবের সঙ্গে একত্র প্রার্থনাদি করিয়া পরীক্ষা বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকিবে, না ঘোর ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িল।

তৃতীয় বার ঐ ভাবে প্রার্থনা করিয়া আসিয়া বলিলেন, "এই কি নিদ্রা যাইবার সময়? ঐ দেখ! সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, জুডা আসিতেছে, চল এখন যাই।" বলিতে বলিতে পাপীষ্ঠ জুডা পদাতিকগণের সঙ্গে নিকটে উপস্থিত হইল। যিশু যে এই উপবনে মধ্যে মধ্যে আসিতেন হতভাগ্য তাহা জানিত। না জানিবেই বা কেন? এত দিন একসঙ্গে ছিল, এক জন ভিতরকার চিহ্নিত লোক, কোথায় কিরূপে গুরুকে গিয়া ধরা যায় তাহা

বিলক্ষণ জানিত। সে পূর্ব্ব হইতেই বিপক্ষের অনুচরগণকে বলিয়া রাখিয়াছিল যে আমি যাহাকে চুম্বন করিব সেই যিশু।

দলবদ্ধ হইয়া জুডার পশ্চাতে পাষণ্ডগণ আসিয়া পৌঁছিল। কেহ লাঠি, কেহ তরবার, কেহবা লণ্ঠন এবং মশাল হাতে করিয়া আসিতে লাগিল। দ্রুতপদে জুডা অগ্রে আসিয়াই যিশুর গণ্ডস্থল চুম্বন করিল। সেত চুম্বন নয়, যেন ভীষণ শার্দ্দূল নির্দ্দোষ মেষশাবকের শোণিত পানে প্রবৃত্ত হইল। যিশু বলিলেন, "বন্ধো, ইহারই জন্য কি তুমি আসিয়াছ?" নিমেষের মধ্যে অমনি পদাতিকগণ মার মার রবে তাঁহার উপরে চাপিয়া পড়িল, এবং হাতে পায়ে বাঁধিয়া মহাযাজকের ভবনে লইয়া চলিল। পিটার প্রাচীন অভ্যাসানুসারে খড়্গাঘাতে এক ব্যক্তির কাণ কাটিয়া ফেলিলেন। যিশুর যুদ্ধাস্ত্র যে শান্তিখড়্গ একাল পর্য্যন্ত পিটারের তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। যিশু তাঁহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "অসিকোষের মধ্যে অসি লুকাইয়া রাখ! যাহারা খড়্গ ধারণ করে তাহারা সেই খড়্গের সহিত বিনষ্ট হইবে। তুমি কি মনে কর আমি পিতার নিকট প্রার্থনা করিয়া লক্ষ স্বর্গদূত আনিতে পারি না? কিন্তু তাহা হইলে শাস্ত্রবাক্য পূর্ণ হইবে কেন? পিতা যে পানপাত্র আমাকে দিয়াছেন তাহা কি আমি পান করিব না? অবশ্য করিব।"

পরে পদাতিকদিগকে বলিলেন, "তোমরা লাঠি এবং তরবার লইয়া কি চোর ধরিতে আসিয়াছ? যখন আমি প্রতি দিন মন্দিরে বসিয়া লোকদিগকে শিক্ষা দিতাম তখন কেন আমাকে ধর নাই?" শিষ্যেরা যখন দেখিল এখানে অস্ত্র চালনা নিষেধ, কেবলই ক্ষমার ব্যাপার, তখন নিরুপায় হইয়া প্রাণের দায়ে পলায়ন করিল। এক জন গায়ের বস্ত্রাদি ফেলিয়া সবেগে পলাইয়াছিল। মহা ভয়ঙ্কর ব্যাপার, কে আর তখন সে সম্মুখসমরে দাঁড়াইয়া ছিন্নমস্তক হইবে? কেবল একা যিশু শত্রুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অপরাধী বন্দীর ন্যায় মহাযাজকের গৃহাভিমুখে চলিলেন। যাঁহার পরাক্রমে ভুবন বিকম্পিত তাঁহাকে কি না আজ সামান্য পদাতিকের হস্তে বন্দীভূত হইতে হইল! যেন মৃগেন্দ্রপতি শৃগালের করতল ন্যস্ত হইলেন। তাঁহার রাজ্যত এ পৃথিবীতে নয়. তিনিত আর পশুবল দ্বারা পশুবল হ্রাস করিতে আসেন

নাই, সুতরাং পাপদানবের হস্তে তিনি এখন অসহায় বালকবৎ। পিটার কিন্তু তখনও সঙ্গ ছাড়ে নাই, গুপ্তভাবে সকলের পাছে পাছে বিচারালয় পর্য্যন্ত গিয়া তথায় গণ্ডগোলের মধ্যে লুকাইয়াছিল। কি নিদারুণ পরীক্ষা! প্রাণের টান আছে অথচ বিশ্বাসের বল নাই। হৃদয়ের প্রিয়ধন জীবনসখাকে শত্রু আসিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, চক্ষের সম্মুখে তাঁহাকে অপমান নির্য্যাতন করিতেছে, আহা! গুরুগতপ্রাণ শিষ্যের পক্ষে ইহা কি ক্লেশজনক। সে প্রাণভেদী দৃশ্য চক্ষু খুলিয়া দেখাও যায় না, আবার না দেখিয়া একাকী নিরাপদে লুকাইয়াও থাকা যায় না। ব্যাধধৃত মৃগবৎসের পশ্চাতে যেমন তাহার শোকাতুরা জননী লুক্কায়িত ভাবে গমন করে পিটার তেমনি গুরুর পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিলেন। এরূপ বিপন্নাবস্থায় কয় ব্যক্তি ধর্ম্মাচার্য্যের সহমরণে যাইতে পারে আমরা জানি না। এক্ষণে যিশুর দুঃখের দুঃখী কেহই আর রহিল না। যেদিকে নেত্রপাত করি সেই দিকে কেবল অস্ত্রধারী কৃতান্ত সম পদাতিকদল। ভীম ভৈরব গর্জ্জনে আস্ফালন করিতে করিতে নগর কাঁপাইয়া, সকলকে জাগাইয়া তাহারা চলিতে লাগিল। জগতের দুঃখে যিনি সতত ব্যাকুল তাঁহার ভাগ্যে হায়! কেন এ সব কঠোর নিগ্রহ। কে বুঝিবে বিধাতার লীলারহস্য। মানবের নিদ্রিত বিবেক, বিকৃত হৃদয়কে জাগাইবার জন্যই বুঝি এইরূপ কৌশল তিনি করিয়া থাকেন! পাপ নিষ্ঠুরাচরণ করিলে তজ্জন্য প্রাণ ব্যথিত হয় কি না, পৃথিবীকে তাহা দেখাইবার জন্যই এরূপ লীলার অভ্যুদয় সন্দেহ নাই। এতদ্দ্বারা পাপের ঘৃণিত বিকট মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তৎপার্শ্বে পুণ্যের রমণীয় সৌন্দর্য্য জগৎকে প্রদর্শন করা হইল। পাপ পুণ্যের গভীর প্রভেদ এইরূপে চিত্রিত না করিলে মোহান্ধ পৃথিবী তাহা সহজে বুঝিতে পারে না। নির্দ্দয় মানব প্রকৃতি নিরপরাধী বিশ্বহিতৈষী ঈশাকে মারিল, কি সে আপনার পদে আপনি কুঠারাঘাত করিল বিধাতা তাহা কৌশলে বুঝাইয়া দিলেন এবং তাহাকে লজ্জিত ও অনুতপ্ত করিলেন।

বিচার এবং দণ্ডাজ্ঞা।

যাঁহার শুদ্ধ চরিত্র জগদ্বাসী সকল নরনারীর বিচার করিবে নরাধমেরা তাঁহার বিচারে প্রবৃত্ত হইল। ইতঃপূর্ব্বেই মহাযাজকের প্রাসাদে কুলপতি দলপতি বিজ্ঞ পণ্ডিত এবং ধর্ম্মাধ্যক্ষগণ আসিয়া যিশুর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল, এমন সময় তিনি তথায় উপনীত হইলেন। প্রথমে তিনি প্রধান ধর্ম্মযাজক বৃদ্ধ এনাসের নিকট আনীত হন। যদিও সে প্রচীন পাপী স্বয়ং বিচারকর্ত্তা নহে, কারণ সে বৎসর বিচার কার্য্যের ভার তদীয় জামাতা জোসেফ্ কায়ফার হস্তে ছিল, তথাপি এ বিষয়ে শত্রুতা সাধনে এবং কুমন্ত্রণা দানে সে ত্রুটি করে নাই। তাহাকে সকলে যথেষ্ট মান্য করিত। মহাযাজকের পদ রোমীয় রাজপ্রতিনিধির অধীন। সুতরাং তৎপদাভিষিক্ত ব্যক্তিকে এক প্রকার রাজকর্ম্মচারীও বলা যাইতে পারে। বৃদ্ধ এনাস্ রাজ্যের হিতৈষী, পাইলেটের সহকারী, এই জন্য সে যিশুকে শান্তিনাশক বলিয়া মনে করিত। তাঁহার অনিষ্ট সাধন ইহার দ্বারা যেমন হইয়াছিল এমন কাহারো দ্বারা নহে। একে মহাযাজকবংশের প্রধান তাহাতে বৃদ্ধ এবং রাজপ্রতিনিধির অনুগ্রহভাজন, কাজেই তাহার ক্ষমতা অনেক ছিল। যিশু তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাঁহার ধর্ম্মমত ও শিষ্যসম্বন্ধে সে দুই একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, "যাহা বলিবার তাহাত আমি প্রকাশ্যরূপে বলিয়াছি, তোমার সমস্ত লোকেরাই তাহা জানে, তবে আর আমাকে কেন জিজ্ঞাসা কর?" জনৈক সৈনিক কর্ম্মচারী এক চপেটাঘাত করিয়া বলিল, "কি। তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা, মহাযাজককে এমনি করিয়া উত্তর দিস্?" যিশু বলিলেন, "আমি যদি মন্দ কিছু বলিয়া থাকি তাহা প্রমাণ কর। কিন্তু যদি ভাল বলিয়া থাকি তাহা হইলে মার কেন?" অনন্তর তিনি বর্ত্তমান বিচারপতি ধর্ম্মযাজক কায়ফার নিকট সমর্পিত হইলেন।

মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা কিরূপে তাঁহাকে দণ্ডার্হ করিবে এই জন্য সকলে উদ্যোগ করিতে লাগিল। ধর্ম্মবিধি লঙ্ঘনের দণ্ড দিবার ভার মহাযাজকের হস্তে, কিন্তু কাহাকেও তজ্জন্য বধ করিতে হইলে রোমীয় রাজপ্রতিনিধির অনুমোদন এবং সহায়তা লইতে হইত। প্রধান পদস্থ য়িহুদীদিগের কিঞ্চিৎ রাজকীয় স্বাধীনতা ছিল, এই জন্য পন্টিয়াস্ পাইলেট্ তাহাদের ধর্ম্মবিষয়ক মতামত বা কোন অনুষ্ঠানের উপর বড় হস্তক্ষেপ করিত না। যিশুর বিরুদ্ধে অনেকানেক মিথ্যা সাক্ষী আসিতে লাগিল, কিন্তু প্রাণদণ্ডযোগ্য দোষ কেহ সপ্রমাণ করিতে পারিল না। অবশেষে দুই জন মিথ্যাবাদী সাক্ষী প্রমাণ করিয়া দিল যে যিশু ঈশ্বরের মন্দির ভাঙ্গিতে চাহিয়াছেন এবং তাহা তিন দিনের মধ্যে পুনরায় গড়িতে পারেন বলিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের দুই জনের কথাও পরস্পর ঐক্য হইল না। প্রধান যাজক যিশুকে কহিল, "তুমি যে কিছুই উত্তর দিতেছ না? শুনিতেছ কি ইহারা যাহা বলিতেছে?" যিশু মুখ খুলিলেন না দেখিয়া সে পুনর্ব্বার বলিল, "দোহাই তোমার ঈশ্বরের! তুমি ঈশ্বরের পুত্র খ্রীষ্ট কি না ইহা বলিতে হইবে।" যিশু বলিলেন, "তোমার কথা ঠিক্। ইহার পর তোমরা আমাকে ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট দেখিবে।" এ কথা শুনিয়া মহাক্রোধে সেই বিচারপতি আপনার পরিচ্ছদ ছিন্ন করিল, এবং বলিল, "এ ব্যক্তি আপনমুখে ঈশ্বরনিন্দা করিয়াছে। আর আমাদের সাক্ষীর প্রয়োজন কি? তোমরা স্বকর্ণে উহার মুখে ঈশ্বরনিন্দা শুনিলে, এখন কি কর্ত্তব্য বল?" সকলে বলিয়া উঠিল, "এ ব্যক্তি প্রাণদণ্ডের যোগ্য।" তখন কেহ মুষ্ট্যাঘাত, কেহ চপেটাঘাত করিল, কেহ বা মুখে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কেহবা তাঁহার মুখমণ্ডল বসনাবৃত করিয়া উপহাসপূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "ওহে খ্রীষ্ট, বল দেখি, কে তোমাকে এখন মারিল?" এইরূপে বিচার এবং প্রহার অত্যাচার করিতে করিতে রজনী প্রায় প্রভাত হইয়া আসিল।

একে শীত কালের রাত্রি, তাহাতে ভয় ভাবনা অনিদ্রা এবং ক্লান্তি, দুঃখী পিটার কম্পিত কলেবর হইয়া আর আর লোক জনের মধ্যে আগুন পোহাইতে ছিলেন। একটী দাসী চিনিতে পারিয়া বলিল, "তুমিও না যিশুর সঙ্গের লোক?" পিটার প্রাণভয়ে সকলের সমক্ষে বলিয়া ফেলিলেন, "তোমার

কথা আমি বুঝিতে পারিলাম না।” পরে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া বহির্দ্বারের নিকট যখন আসিলেন, তখন আর একটী দাসী বলিয়া উঠিল, “এ লোকটা যিশুর সঙ্গী!” পিটার বলিলেন, “তাহাকে আমি চিনি না।” আরো কয়েক জন লোক সেখানে ছিল, তাহারা বলিল, “নিশ্চয় এ ব্যক্তি গালিলের লোক, মুখের কথাতেই আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি।” পিটার তৃতীয় বার সে কথা অস্বীকার করিলেন, অমনি প্রভাতসূচক কুক্কুট-ধ্বনি হইল। তখন গুরুবাক্য স্মরণপূর্ব্বক তিনি বাহিরে গিয়া অনুতাপ সহকারে অত্যন্ত খেদ করিতে লাগিলেন।

পর দিবস প্রাতঃকালে বিচারপতি ও প্রধানবর্গ যিশুর প্রাণবধার্থ মন্ত্রণা করিতে বসিল এবং তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাজপ্রতিনিধি পাইলেট্ সদনে প্রেরণ করিল। বিনা দোষে যিশুর প্রাণদণ্ড হয় দেখিয়া জুডা আর তখন স্থির থাকিতে পারিল না, কৃতাপরাধ স্মরণ করিয়া মহা অনুতাপে পরিতাপিত হইল। পাষণ্ডহৃদয় আর কত ক্ষণ দৈবশক্তির প্রতিকূলতা করিবে? দুষ্কর্ম্মের পরিণাম ফল তাহাকে চেতনা দান করিল। তখন সে কাঁদিতে কাঁদিতে সেই ত্রিশটি মুদ্রাসহ প্রধান ধর্ম্মযাজকদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, “আমি নির্দ্দোষীর বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি।” তাহারা বলিল, আমাদের তাহাতে কি? তুমি সে জন্য দায়ী।” জুডা সে টাকা গুলি মন্দিরের ভিতরে ফেলিয়া দিয়া পরে অনুতাপে আত্মহত্যা করিয়াছিল। দুর্নিবার অনুতাপযন্ত্রণা তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠে। ধর্ম্মজ্ঞানী পুরোহিতদল রক্তের মূল্য প্রতিগ্রহণ করা পাপ জানিয়া উক্ত ত্রিশ মুদ্রায় বিদেশীয়দিগের গোরস্থানের জন্য এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করে। ঐ ভূমি খণ্ড রক্তভূমি নামে পরে অভিহিত হয়।

যিশু পাইলেটের নিকট উপস্থিত হইলে সে য়িহুদীদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, “এ ব্যক্তির বিরুদ্ধে তোমাদের কি অভিযোগ আছে?” তাহারা বলিল, “এ যদি অপরাধী না হইত, তাহা হইলে আমরা ইহাকে তোমার নিকট ধরিয়া আনিতাম না। এ ব্যক্তি প্রজাপুঞ্জের মন বিকৃত করিয়া দিয়া বলে যে আমি রাজা, তোমরা সিজারকে রাজস্ব দান করিও না। গালিল্ হইতে জুডিয়া পর্য্যন্ত সমস্ত লোকদিগকে এ ব্যক্তি কুমন্ত্রণা দিয়া রাজবিদ্রোহী

করিয়া তুলিয়াছে। তুমি যদি ইহাকে নিষ্কৃতি দাও তাহা হইলে তুমি সিজারের বন্ধু নহ। যে আপনাকে রাজা মনে করে সে সিজারের বিরোধী।” কতই যেন রাজভক্তি! আপনারা চিরকাল রাজবিদ্রোহিতা করিয়া আসিয়াছে, এক্ষণে যিশুর প্রাণনাশের জন্য রোমীয় সম্রাটের পরমহিতৈষী হইল। নীচ স্বার্থের জন্য মানুষ এইরূপ ব্যবহার চিরকালই করে, যে শত্রু সেও তখন বন্ধুর ন্যায় হইয়া দাঁড়ায়।

যিশু গালিল্ দেশীয় লোক ইহা শুনিয়া পাইলেট্ তাঁহাকে হেরোদ আণ্টি-পাসের নিকট বিচারার্থ পাঠাইয়া দেয়। হেরোদ কোন কার্য্য উপলক্ষে তৎকালে জেরুশালমে উপস্থিত ছিল। যিশুর অদ্ভুত আশ্চর্য্য ক্রিয়া স্বচক্ষে একবার সে দেখে এটি অনেক দিনের বাঞ্ছা, এই জন্য তাঁহার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া সে বড় আহ্লাদিত হয়। কৌতূহলী হইয়া সে অনেক প্রশ্ন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু তিনি তাহার একটী কথারও উত্তর দিলেন না। ইহাতে আণ্টিপাস্ বিরক্ত হইয়া অপমান করত তাঁহাকে পুনরায় পাইলেটের নিকট ফেরত পাঠায়। পাইলেট্ অভিযোক্তাদিগকে বলিল, “তবে তোমরা আপনাদের দণ্ডবিধি অনুসারে ইহার বিচার কর।” তাহারা বলিল, “আমাদের ধর্ম্মবিধি অনুসারে আমরা ইহার প্রাণ দণ্ড করিতে পারি, কেন না এ ব্যক্তি আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করে।” তদনন্তর পাইলেট্ বিচারসিংহাসনে উপবেশন করিয়া যিশুকে কহিল, “তুমি কি য়িহুদীদিগের রাজা?” যিশু বলিলেন, “এ কথা তুমি আপনা হইতে বলিতেছ, না কাহারো মুখে শুনিয়াছ?” পাইলেট্ বলিল, “আমি কি য়িহুদী? তোমারা যে সকল স্বজাতীয় লোক প্রধান ধর্ম্মযাজক তাহারাই তোমাকে এখানে আনিয়াছে? তুমি কি অপরাধ করিয়াছিলে?” যিশু বলিলেন, “আমার রাজ্য এ পৃথিবীতে নহে, তাহা হইলে আমার অনুচরবর্গ বিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করিত।” পাইলেট্ বলিল, “তবে তুমিত এক জন রাজা?” যিশু বলিলেন, “সে কথা তুমিই বলিতেছ। সত্যের সাক্ষ্য দিবার জন্য আমার পৃথিবীতে আগমন। যাহারা সত্যরাজ্যের লোক তাহারা আমার কথা শ্রবণ করে।” পাইলেট্ কহিল, “সত্য তুমি কাহাকে বল?”

অনন্তর সে বাহিরে আসিয়া ধর্ম্মযাজকগণকে কহিল, “আমিত এ ব্যক্তির

কোন অপরাধ দেখিতে পাইলাম না। হেরোদের নিকটেও উহাকে পাঠাইয়াছিলাম, তিনিও কোন দোষ ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। এই নিস্তার পর্ব্বোপলক্ষে তোমাদের ইচ্ছানুসারে এক জন বন্দীকে মুক্ত করিবার প্রথা আছে, এক্ষণে বল, দস্যু বারাব্বাস্‌কে ছাড়িয়া দিব, না এই য়িহুদী-রাজকে ?” সকলে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, “বারাব্বাস্‌কে ছাড়িয়া দাও, এবং যিশুকে ক্রুশে বিদ্ধ কর!” যখন যিশুর বিপক্ষে এইরূপে সকলে মিলিয়া নানা প্রকার দোষ দিতে লাগিল, আর তিনি নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন, তখন পাইলেট্ কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং বুঝিল যে বিপক্ষেরা বিদ্বেষ বশতঃ এইরূপ করিতেছে। পুনরায় সে কহিল, “এ ব্যক্তিকে আমি কিছু শাস্তি দিয়া বিদায় করি, কারণ ইহার কোন দোষ দেখিতেছি না। তচ্ছ্রবণে শত্রুদল “ক্রুশে বিদ্ধ কর! ক্রুশে বিদ্ধ কর!” বলিয়া মহা চীৎকার করিতে লাগিল। যিশুর পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য একটি লোকও সেখানে ছিল না। পাইলেট্ আবার যিশুকে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?” কোন উত্তর না পাইয়া গর্ব্বিত ভাবে বলিতে লাগিল, “আমার কথার তুমি উত্তর দিবে না? তুমি কি জান না আমার হস্তে তোমার জীবন মৃত্যু অবস্থিতি করিতেছে?” তখন যিশু প্রশান্ত চিত্তে নির্ভয় মনে বলিলেন, “উপর হইতে ক্ষমতা না পাইলে তুমি আমার বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পার না। আমাকে যাহারা তোমার নিকট সমর্পণ করিয়াছে তাহাদের পাপ আরো অধিক। এই তেজোময় বাক্য শ্রবণে রাজপ্রতিনিধির প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হইল। তথাপি য়িহুদী জাতির মনস্তুষ্টির জন্য তাহাদিগকে আবার সে জিজ্ঞাসা করিল, “তবে কি আমি তোমাদের রাজাকে ক্রুশাহত করিতে আজ্ঞা দিব?” উহারা কপট রাজভক্তিতে গদ্গদ হইয়া তাহার উত্তর দিল, “সিজার ব্যতীত আমাদের আর রাজা কেহ নাই!” এইরূপ শ্রবণমধুর চাটুবচনে তাহারা পাইলেট্‌কে হাত করিয়া ফেলিল। এই ভাবে কথাবার্ত্তা চলিতেছে এমন সময় তাহার স্ত্রী অন্তঃপুর হইতে বলিয়া পাঠাইল, “তুমি এই ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন সংশ্রবে থাকিবে না, কারণ তাঁহার বিষয়ে আমি রাত্রিতে অনেক স্বপ্ন দেখিয়াছি।” ইহা শুনিয়া পাইলেটের মনে আরো ভয় হইল। কিন্তু ধর্ম্মযাজকদিগের

একতা ও ষড়যন্ত্র দেখিয়া তদ্বিরুদ্ধে সে আর কোন কথা বলিতে পারিল না। পরিশেষে হস্ত প্রক্ষালনপূর্ব্বক বলিল, "আমার কোন দায় দোষ নাই, তোমরা যাহা হয় কর।" তাহারা বলিল, "আমরা এবং আমাদের সন্তানেরা এ জন্য দায়ী।" অতঃপর চোর বারাব্বাসের মুক্তি এবং সাধু যিশুর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা স্থিরীকৃত হইল। দুরাত্মা পাইলেট্ যে ভীরু কাপুরুষ লোকরঞ্জনপ্রিয় তাহা ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে। সে হতভাগা জানিয়া শুনিয়া লোকানুরোধে নির্দ্দোষী সাধুর প্রাণবধে সাহায্য করিল কেবল তাহা নহে, যিশুকে ঘৃণা উপহাস ও কশাঘাতও করিয়াছিল। লোকের প্রশংসা, কর্ত্তৃপক্ষের মনোরঞ্জন এবং ধন মানস্পৃহা যাহার জীবন-সর্ব্বস্ব সেরূপ বিচারপতির নিকট আর ইহার অধিক কি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? বিষয়াসক্ত জীবের দশা চিরকালই এইরূপ। সে ধর্ম্মাধিকরণে বিচারসিংহাসনে বসিয়াও ন্যায়বিগর্হিত আচরণ করত বিবেকের চক্ষে ধূলি প্রদান করে। পাইলেট্ ধর্ম্মকে বাঁচাইবার জন্য হস্ত প্রক্ষালন করিল বটে, কিন্তু নরক হইতে আত্মাকে দূরে রাখিতে পারিল না।

অবশেষে রোমীয় সৈন্যদল আসিয়া যিশুর চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিল, তাঁহার অঙ্গে রক্তবসন, শিরোদেশে কণ্টকের মুকুট পরাইল, স্কন্ধে ক্রুশ-ভার চাপাইল এবং হস্তে রাজদণ্ড স্বরূপ এক গাছি যষ্টি প্রদানপূর্ব্বক সম্মুখে জানু পাতিয়া বলিতে লাগিল, "জয়! য়িহুদীরাজের জয়!" এই রূপ উপহাস এবং অপমানের সহিত কেহ গাত্রে নিষ্ঠীবন দিতে লাগিল, কেহ বা হস্তস্থিত সেই যষ্টি দ্বারা তাঁহার মস্তকে প্রহার করিতে লাগিল। ধর্ম্মের নামে মানুষ মানুষকে কত দূর পর্য্যন্ত ক্লেশ দিতে পারে তাহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত এ স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। নির্দ্দোষীর প্রতি এত রাগ দ্বেষ প্রতি-হিংসা কেন হয় তাহা বুঝা কঠিন। নির্য্যাতনের উপর অপমান, তাহার উপর বিষাক্ত উপহাস বচন, হায়! কি নিদারুণ যন্ত্রণা। ঈদৃশ ঘোর বিড়ম্বনায় অভিভূত হইয়া নীরবে ঊর্দ্ধমুখে যিশু কাঁদিতেছেন, কণ্টক-কিরীটাঘাতে ললাটে রক্তধারা ছুটিতেছে, নয়নজলে বক্ষ ভাসিয়া যাই-তেছে। গভীর নির্ষাতনে শরীর ভগ্ন, প্রাণ অবসন্ন, তথাপি মুখে একটী কথা নাই, আর্ত্তনাদ নাই। শান্তভাবে সকল সহিতেছেন আর ঊর্দ্ধনয়নে

পিতার মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছেন। কেবল যেন বলিতেছেন, "পিতঃ! আর কত ক্ষণ! আর কত ক্ষণ!" বিগত যামিনীর ভোজনের কাল হইতে এ পর্য্যন্ত ক্রমাগত মস্তকোপরি ধূ ধূ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে। নিদ্রা বিশ্রাম সুখ শান্তি বান্ধব সহচর জন্মের মত সকলে ছাড়িয়া গিয়াছে। এ ঘোর সঙ্কটকালে বিপদ্‌বারণ ভক্তসখা হরি বিনা আর কেই বা কি করিতে পারে? মহা ক্লেশে জর্জ্জরিত হইয়া এই অবস্থায় তিনি বধ্যভূমি কাল্‌ভেরীর অভিমুখে চলিলেন। যাইবার পূর্ব্বে সৈন্যদল রক্তবস্ত্র খুলিয়া লইয়া পুনরায় তাঁহাকে তাঁহার আপনার বসন পরাইয়া দিয়াছিল।

মশানপ্রবেশ।

চারিদিকে যমকিঙ্কর সদৃশ সশস্ত্র প্রহরিগণ, অগ্র পশ্চাতে তীর্থযাত্রী দর্শকবৃন্দ এবং পাপাত্মা য়িহুদীর দল, মধ্যে দেবাত্মজ যিশু। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ধূলিধূসরিত, চক্ষু রক্তবর্ণ, মস্তকে কণ্টকমুকুট, স্কন্ধে ক্রুশভার, মুখকান্তি রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় মলিন; পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় নিরীহ ভাবে রাজপথ বহিয়া চলিতে লাগিলেন। পর দিবস জাতীয় মহা মহোৎসব, লোক সকল আমোদ আহ্লাদে মত্ত, তাহারি মধ্যে এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য। যিশু যেন দুঃখের অবতার। তাঁহার ক্লেশ যন্ত্রণা স্মরণ করত এখন নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের নরনারী জড়জীব পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা সকলে মিলিয়া যদি ক্রন্দন করে তথাপি এ দুঃসহ শোকবেদনা প্রশমিত হয় না। একে গত রজনীর উৎকণ্ঠা ও মানসিক সংগ্রামে প্রাণ অবসন্ন, শরীর মৃত প্রায়, তাহার উপর নরাধমদিগের বেত্রাঘাত; ক্রুশভার আর বহন করিতে পারেন না, বারংবার স্খলিতপদ হইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। যে ক্রুশে প্রাণান্ত হইবে তাহা নিজস্কন্ধে বহিতে হইতেছে। এই অবস্থায় যৎকালে তিনি নগরপ্রান্তে বধ্যভূমির দিকে যাইতেছিলেন তখন সমভিব্যাহারিণী নারীগণ আর অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারিল না, তাহাদের বিলাপধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। এত যে যন্ত্রণা সন্তাপ তথাপি যিশু স্বজাতির ভাবীদুর্দ্দশার কথা বিস্মৃত হন নাই। তাহাদের মধ্যে ঘোরতর রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইবে, প্রজাকুল মহা সঙ্কটে পড়িবে, তখনো পর্য্যন্ত এ চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে জাজ্বল্যমান। ভাবিতে লাগিলেন, যখন আমার ন্যায় নিরপরাধীর প্রতি রোমীয়দিগের এই ব্যবহার, তখন পাষণ্ডপ্রকৃতি য়িহুদীদিগের ভাগ্যে না জানি কতই নিগ্রহ আছে! নাগরিক নারীগণের ক্রন্দন কোলাহল শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, "হে। জেরুশালমবাসিনী কন্যাগণ! তোমরা আমার জন্য আর রোদন করিও না,

আপনাদের এবং আপনাপন সন্তানদিগের জন্য রোদন কর। কেন না, সময় আসিতেছে যখন সকলে বলিবে, যাহার গর্ভে সন্তান জন্মে না সেই বন্ধ্যা নারী ধন্য! এবং যাহা কেহ চোষণ করে না এমন স্তনাগ্রভাগ ধন্য! তৎকালে লোকে পর্ব্বতকে বলিবে, তুমি আমাদের উপর পতিত হইয়া আমাদিগকে ঢাকিয়া ফেল। রোমীয়েরা যদি হরিদ্বর্ণ তরুর প্রতি এইরূপ আচরণ করে, তবে শুষ্ক বৃক্ষের দশায় কি হইবে?" স্বজাতির ভাবীদুর্গতি কিরূপ ভয়ানক আকার ধারণ করিবে যিশু তাহা নিজবিড়ম্বনা দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন। চিরকালটা পরের দুঃখ ভাবিয়া ভাবিয়াই তাঁহার গত হইয়াছে, এক দিনের জন্যও তাঁহার মুখে কেহ হাসি দেখে নাই। বিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিক শৌর্য্য বীর্য্য পরাক্রমে তিনি চিরদিন অটল পর্ব্বতের ন্যায় ছিলেন, কিন্তু পৃথিবীর পাপের ভারে সর্ব্বদা যেন ভারাক্রান্ত হইয়া থাকিতেন। পাপীর দুঃখে নিয়ত প্রাণ কাঁদিত। তাঁহার জীবনের প্রায় কোন স্থানে একটি আহ্লাদ বা উল্লাসের কথা পাওয়া যায় না। জগতের প্রকৃত হিতৈষী পরপ্রেমিকের ভাগ্যে বুঝি এইরূপই সচরাচর ঘটে! তাহা না হইলেই বা মানবচরিত্রের আদর্শ, সৎপুত্রের দৃষ্টান্ত কেমন করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবে?

বেলা নয় ঘটিকার সময় বিচার সমাপ্ত হয়, তাহার পর যিশু ক্রুশে আরোহণ করেন। ক্রুশে প্রাণ বধ করা আমাদের পক্ষে যেমন লোমহর্ষণ ব্যাপার রোমীয়দিগের নিকট তাহার শতাংশের একাংশ ছিল কি না সন্দেহ। রাজ্যের বিদ্রোহী প্রজা ও দাসদিগকে সচরাচর এই প্রণালীতে বিনাশ করা হইত। ঐ দিবস যিশুর দুই দিকে দুই জন দস্যুও ক্রুশে বিদ্ধ হয়।

ক্রুশযন্ত্র বোধ করি অনেকে দেখিয়া থাকিবেন। মৃত্তিকাপ্রোথিত এক খণ্ড লম্বমান কাষ্ঠের মধ্যভাগে আর এক খণ্ড কাষ্ঠ আড়ভাবে সংলগ্ন। অপরাধীকে দাঁড় করাইয়া ঐ কাষ্ঠের গাত্রে তাহাকে বাঁধিয়া দেয়, এবং তাহার হস্তদ্বয় বিস্তার এবং পদদ্বয় সংযত করিয়া রাখে। তদনন্তর বিস্তৃত হস্তের তালুদ্বয় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তীক্ষ্ণ লৌহশলাকা দ্বারা উক্ত কাষ্ঠের সঙ্গে বিদ্ধ করে এবং পা দুইখানি একত্রিত করিয়া তন্মধ্যেও আর একটি শূল

লৌহশলাকা প্রবিষ্ট করিয়া দেয়। এই অবস্থায় অপরাধীকে অনেক ক্ষণ রাখিয়া ক্রমে ক্রমে মারিয়া ফেলে। ঈদৃশ যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু আর নাই।

সৈন্যদল আহা! কোমল প্রকৃতি যিশুকে বিবস্ত্র করিয়া ঐ ক্রুশযন্ত্রে তুলিয়া বাঁধিল, তুই হস্তে তুই এবং পদদ্বয়ে এক লৌহশলাকা স্থাপনপূর্ব্বক তদুপরি মুদ্গরাঘাত করিল, এবং তাঁহার উভয় পার্শ্বে তুই জন চোরকে তদবস্থায় আবদ্ধ করিয়া রাখিল। নির্দ্দয় শেলাঘাতে যিশুর পদনখ হইতে মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত ঝন্ ঝন্ করিতে লাগিল, পিপাসায় কণ্ঠতালু শুকাইয়া গেল, হস্ত পদে রক্তধারা ছুটিতে লাগিল। যন্ত্রণার যেন মূর্ত্তিমান আকার তিনি ধারণ করিলেন। পাষণ্ডের অত্যাচার এবং সাধুর অতুল সহিষ্ণুতার ইহা চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। সদা সর্ব্বদা যে স্থান দিয়া লোকজন গতায়াত করে এমন এক প্রকাশ্য পথের ধারে এই বধ্যভূমি। দণ্ডিত ব্যক্তির তুরবস্থা দর্শনে আর সকলে শাসিত হইবে এই অভিপ্রায়ে য়িহুদীরা যৎপরোনাস্তি ঘৃণা ও অবমাননার সহিত তাঁহাকে তুই জন দস্যুর সহিত এইরূপে বধ করিয়াছিল। মস্তকোপরি মধ্যাহ্ন সূর্য্যের তীব্র কিরণ, তাহার উপর এই তুর্ব্বহ ক্রুশযন্ত্রণা, নিমেষে নিমেষে ক্লেশভার গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। এ অবস্থায় লোক অনেক ক্ষণ বাঁচিয়া থাকে এবং দগ্ধিয়া দগ্ধিয়া মরে। যতই যাতনানল জ্বলিয়া উঠে ততই তাহারা মৃত্যুবেদনায় ছট্ ফট্ করে; যতই ছট্‌ফট্ করে ততই ক্ষতস্থান আরো জ্বলিতে এবং ফুলিতে থাকে। তখন যন্ত্রণায় অধীর হইয়া উন্মাদের ন্যায় কেহ হন্তাদিগকে তুর্ব্বাক্য বলে, শাপ দেয়, কেহ কাকুতি মিনতি করিয়া কাঁদে। তখন তাহাদের মৃত্যুই পরম প্রার্থনীয় হয়। যাহাকে দেখে তাহাকেই ব্যাকুল হইয়া বলে, "ওগো আমাদিগকে শীঘ্র শীঘ্র মারিয়া ফেল, আর যে সহিতে পারি না! ক্লেশ লাঘব করিবার জন্য মুমূর্ষ ব্যক্তিকে এক প্রকার তরল মাদক দ্রব্য পান করাইবার বিধি প্রচলিত ছিল। নগরবাসিনী কোন দয়াবতী নারী উহা প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া দিতেন। সেই মাদক পানে চৈতন্যশক্তি বিলুপ্ত হইত, সুতরাং ক্রুশের আঘাত আর অনুভব করিবার সামর্থ্য থাকিত না। বৈরনির্য্যাতনস্পৃহা পূর্ণমাত্রায় চরিতার্থ হইলে বুঝি পাষাণ হৃদয়েও এতটুকু দয়ার সঞ্চার হয়। ইহার পূর্ব্বে এমন প্রথা ছিল যে অসির আঘাতে

মৃত্যুকে সাহায্য করা হইত। নরপিশাচ য়িহুদীদিগের এই টুকু মাত্র কেবল দয়ার পরিচয়। যিশু ক্রুশবিদ্ধ সাধারণ লোকের ন্যায় অস্থির হইয়া হা! হতোহস্মিও করেন নাই, মাদক সেবন দ্বারা আপনাকে চৈতন্যশক্তি বিরহিত হইতে ও দেন নাই; শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বিবেক ও প্রজ্ঞাশক্তিকে জাগ্রত রাখিয়া বীরের ন্যায় মৃত্যুকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্যের মত তাঁহার কষ্টও অধিক ক্ষণ স্থায়ী হয় নাই। পূর্ব্বরজনীর ক্লেশ দুশ্চিন্তায় শরীর কাতর ছিল, এই জন্য জীবন শেষ হইতে বেশী বিলম্ব লাগিল না। কিন্তু পশুবলের প্রভাব ধর্ম্মবলের নিকট কত ঘৃণিত এবং হীন তাহা মৃত্যুর মধ্যেও তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন।

যিশু মাদক সেবন করিলেন না, সুতরাং তাঁহার অল্প কাল স্থায়ী ক্রুশ-যন্ত্রণা অধিকতর পীড়াদায়ক হইল। প্রত্যেক বারের অঙ্গ সঞ্চালনে ক্ষত-স্থান ক্রমে বিস্তৃত এবং বেদনাযুক্ত হইতে লাগিল। শোণিতরাশি উষ্ম হইয়া দ্রুতবেগে মস্তিষ্কের দিকে ধাবিত হইল, নয়ন রক্তিম বর্ণ হইয়া উঠিল, নাসারন্ধ্রে ঘন ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল। যত প্রকার দৈহিক ক্লেশ হইতে পারে তাহা এই ক্রুশাহত ব্যক্তিকে এক সঙ্গে সহ্য করিতে হয়। যেন সহস্র সহস্র মৃত্যুযন্ত্রণা একত্র ঘনীভূত হইয়া যিশুকে নিষ্পেষণ করিতে লাগিল। তথাপি তাঁহার আত্মার কি অলৌকিক মহত্ব! তাদৃশ অন্তর্দাহে সন্তপ্ত হইয়াও প্রার্থনা করিলেন, "পিতা, ইহাদিগকে ক্ষমা কর। ইহারা কি করিতেছে তাহা জানে না।" শত্রুকে ক্ষমা কর, ভালবাস বলিয়া যেমন উপদেশ দিতেন তেমনি তাহার জীবন্ত দৃষ্টান্তও দেখাইলেন। এই প্রার্থনাটি তিনি নিত্যকালের জন্য স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বিশ্ব বিলুপ্ত হইলেও ইহার ধ্বংস নাই। নিষ্ঠুর দানবস্বভাব য়িহুদীগণ যে কৃপার পাত্র, ক্ষমার যোগ্য এ ভাবতো সহজে কাহারো মনে আসে না। কিন্তু যিশুর প্রশস্ত হৃদয়ে তাহা দেখা দিয়াছিল। বস্তুতঃ য়িহুদী পুরোহিত ও প্রধান যাজকগণ চিরসেবিত কুসংস্কার এবং প্রেমহীন ধর্ম্ম মতে এত দূর অন্ধ হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহারা ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রভেদ বুঝিতে পারিত না। যিশু তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছেন এ বিশ্বাস তাহা-দের বাস্তবিকই মনে হইত। জাতীয় প্রাচীন প্রথা, বদ্ধমূল সংস্কার

হইতে কি সহজে কেহ নিষ্কৃতি পাইতে পারে? পৌত্তলিক জেন্টাইল-প্রহরী দল আবার তাহাদের অপেক্ষাও কৃপাপাত্র। এই সকল অবস্থা জানিয়াই তিনি দয়ার্দ্র হইলেন। কোন মনুষ্যইত তাঁহার শত্রু ছিল না। পাপকেই কেবল তিনি চিরবৈরী বলিয়া জানিতেন। আশ্চর্য্য এই যে, এতাদৃশ নিবিড় কলুষান্ধকার ভেদ করিয়া অনন্ত কালের সৎ পদার্থ সাধুতা জাগিয়া উঠিয়াছে।

যিশুর যেমন যন্ত্রণা তেমনি অপমান। কিন্তু এত কষ্ট দেখিয়াও তবু পাপিষ্ঠ হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয় না! চোর দস্যু যেমন সর্ব্ব সাধারণের ঘৃণার পাত্র, যিশুও সেই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইলেন। সহমরণগামী চোর, পথের পথিকগণ, সামান্য পদাতিক সকলেরই রসনা এবং হস্ত তাঁহার প্রতি যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে লাগিল যিশু কিরূপে প্রাণত্যাগ করেন তাহা দেখিবার জন্য অনেক আমোদপ্রিয় লোক ঐ স্থানে সমবেত হইয়াছিল। হতভাগ্যেরা এমনি নির্দ্দয় পাষাণহৃদয়, তিনি মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, যন্ত্রণা অপমানের একশেষ হইতেছে, তথাপি তাহার উপর আবার উপহাস বাক্যযন্ত্রণা! য়িহুদীরা পাইলেটের আদেশে "ইনি য়িহুদীদিগের রাজা যিশু" লাটিন্ গ্রীক্ এবং আরমেয়িক্ তিন প্রচলিত ভাষায় এই কয়টি কথা বড় বড় অক্ষরে এক কাষ্ঠফলকে লিখিয়া শিরোদেশে ঝুলাইয়া দেয়। ইহা দ্বারা পাইলেট্ যে য়িহুদী জাতিসাধারণের প্রতি ঘৃণা উপহাস করিয়াছে ক্রোধান্ধ ধর্ম্মযাজক দল তাহা প্রথমে বুঝিতে পারে নাই। শেষে বুঝিতে পারিয়া রাজপ্রতিনিধিকে গিয়া বলিল, তুমি "য়িহুদীদিগের রাজা" এ কথা না লিখিয়া "সে বলে আমি য়িহুদীদিগের রাজা" এইরূপ লিখিয়া দাও। পাইলেট সে অনুরোধ গ্রাহ্য করিল না, বলিল, "যাহা লিখিয়াছি তাহা লিখিয়াছি।"

ক্রমে মৃত্যু নিকট হইয়া আসিল, তিলে তিলে প্রাণ বিয়োগ হইতে লাগিল। এমন সময় কোন পথিক বলিতেছে, "এ ব্যক্তি মন্দির ভাঙ্গিয়া তিন দিনের মধ্যে তাহা পুনর্গঠন করিতে চাহিয়াছিল; এতই যদি ক্ষমতা, তবে এখন ক্রুশ হইতে নামিয়া আসুক্ না কেন?" শুভ্রশ্মশ্রু প্রাচীন পাতকী পুরোহিতেরাও উপহাস বিদ্রূপের সহিত হাস্য কৌতুক আরম্ভ করিল।

সকলে মিলে আপনাআপনির মধ্যে আনন্দ প্রকাশ করিতেছে আর বলিতেছে, "এ লোকটা অন্যকে পরিত্রাণ দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু আপনাকে বাঁচাইতে পারিল না। এ যদি যথার্থই ঈশ্বরের পুত্র হয়, তবে ক্রুশ হইতে নামিয়া আসুক, এখনি আমরা উহাকে বিশ্বাস করিব।" পদাতিক প্রহরিগণও এইরূপে নানা প্রকার ব্যঙ্গোক্তি করিতে লাগিল। উভয় পার্শ্বস্থ দস্যুদ্বয়ের মধ্যে এক জন সকলের সঙ্গে যোগ দিয়া ঐরূপ উপহাস করিয়াছিল। যিশু মহৎলোক অদ্ভুতকর্ম্মা পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত, অথচ তিনি আপনাকে এবং তাহাদের দুই জনকে বাঁচাইতে পারিলেন না, এই তাহার বিরক্তির কারণ। কিন্তু অপর দস্যু সে প্রকার ছিল না, সে যিশুর মহত্ত্বে বিশ্বাস করিত। সম্ভব যে কোন সময় সে তাঁহার উপদেশাদি শুনিয়া থাকিবে। সে তাহার সঙ্গীকে ভৎর্সনা করিয়া বলিল, "তোর কি একটু ঈশ্বরভয় নাই? এইতো পাপের দণ্ড ভোগ করিতেছিস্। আমরা অন্যায় কর্ম্ম করিয়া উচিত শাস্তি পাইয়াছি, কিন্তু ইহাঁর কোন অপরাধ ছিল না।" অতঃপর সে যিশুকে বলিল, "হে যিশু, তুমি যখন আপনার রাজ্যে বসিবে তখন আমাকে মনে রাখিও।" তাহার সরল বিশ্বাসের কথা শ্রবণে প্রীত হইয়া তিনি বলিলেন, "অদ্যই তুমি স্বর্গলোকে আমার সঙ্গে অবস্থিতি করিবে।"

দেখিতে দেখিতে দিবা অবসান হইল। ঘোর নির্য্যাতনের মধ্যে যিশু নীরবে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছেন; কিন্তু গেথ্‌সিমেনির উদ্যান, মহাযাজকের গৃহ, বিচারালয় এবং গল্‌গথা মশানে নির্ব্বাক্ থাকিয়া যে সমস্ত মধুর উপদেশ তিনি প্রদান করিলেন তাহা কোন কালে কেহ ভুলিতে পারিবে না। পাছে কেহ ক্রুশ হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া লইয়া যায় এই সন্দেহে কর্ত্তৃপক্ষ তথায় প্রহরী নিযুক্ত রাখিল। তাহারা অনায়াসে সেই শোকাবহ দৃশ্যের নিকট বসিয়া পান ভোজন আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিল। যিশুর সঙ্গিনী এবং স্বদেশবাসিনী নারীগণ অদূরে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁহারা কাঁদিয়া আকুল হইলেন। মাতা মেরীও তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। তাঁহার রোদনধ্বনি শুনিয়া যিশুর সেই দিকে দৃষ্টি পড়িল। জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ! নারী, তোমার সন্তানের কি অবস্থা!" সেন্টজন্ ও

তথায় উপস্থিত ছিলেন। যিশু তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার জননীকে দেখিও!" তখন প্রায় জীবন শেষ হইয়া আসিয়াছে, অধিক কথা বলিবার আর সামর্থ্য নাই।

ক্রমাগত এই ভাবে ছয় ঘণ্টা কাল ক্রুশে থাকিয়া যখন যন্ত্রণার একশেষ উপস্থিত হইল, তখন চীৎকার রবে বলিয়া উঠিলেন, "এলি, এলি, লামা সেবক্তানি!" অর্থাৎ "হে আমার পিতা, হে আমার পিতা, কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে?" ইহা দাউদবিরচিত ২২ সংখ্যক গীতের প্রথমাংশ। গভীর দুঃখ প্রকাশের কালে এই কথা সচরাচর ব্যবহৃত হইত। কেন যিশু এমন নিরাশার কথা বলিলেন? সত্যই কি তিনি তখন ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন? পূর্ব্বের এবং পরের আশাপূর্ণ বীরবাক্য শ্রবণ করিলে সে ভাব মনে স্থান পায় না। অত্যন্ত যাতনা বশতঃ অল্প ক্ষণের জন্য এইরূপ বোধ হইয়াছিল যেন পিতা প্রসন্ন মুখ লুক্কায়িত করিয়াছেন। সহস্র মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষা মুহূর্ত্তকালের জন্য পিতার বিচ্ছেদ তাঁহার পক্ষে অধিক। আর সহ্যই বা কত হইবে! দেহের ধর্ম্ম যাহা তাহাতো একবারে নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে না। তাঁহার আত্মার বল বিশ্বাস ধৈর্য্যের পরাক্রম অসাধারণ বলিয়া এত ক্ষণ পর্য্যন্ত সমস্ত কষ্ট সহ্য করিয়া আসিলেন। এক্ষণে তাহার চরমসীমায় উপনীত হইয়াছেন, আর সংবরণ করিতে পারিলেন না। এই সময় জলতৃষ্ণায় প্রাণ নিতান্ত আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। বলিলেন, "জল দাও" অমনি এক জন অম্লরস আনিয়া মুখে প্রদান করিল এবং বলিতে লাগিল, "শুন! শুন! এ ইলায়াস্‌কে ডাকিতেছে। এস দেখা যাউক, সে আসিয়া ইহাকে কেমন করিয়া রক্ষা করে।"

কথিত আছে যিশুর অন্তিমকাল উপস্থিত হইলে সূর্য্য তমসাবৃত হয়, পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে, দেবমন্দিরের পতাকাবগুণ্ঠন দ্বিধা হইয়া যায়। বাহিরে ইহা হউক না হউক, অন্তররাজ্য শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, হৃদয়বান্ মানবের প্রাণ ফাটিয়া গিয়াছিল। মৃত্যুবেদনা যখন যিশুর সমস্ত ধৈর্য্য সহিষ্ণুতাকে নিঃশেষিত করিল, শোণিতপিপাসু নরাধমদিগের সমুদায় পশুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হইল, তখন তিনি প্রশান্ত অন্তঃকরণে বলিলেন,

"পিতঃ! তোমার হস্তে আমি আত্মসমর্পণ করিলাম!" তৎক্ষণাৎ শোণিতাধার ফাটিয়া গেল, মস্তক ঝুঁকিয়া পড়িল, প্রাণ বহির্গত হইল। এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়া বিশু দিব্যধামে চলিয়া গেলেন। তখন এক জন সৈনিক পুরুষ বলিয়া উঠিল, "ধন্য ঈশ্বর! এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই সাধুলোক ছিল," এবং দর্শকবৃন্দ সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দর্শনে ব্যথিত হইয়া বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

স্বর্গারোহণ।

দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হইয়া যিশু এই শোক দুঃখময় ধরাধাম পরিত্যাগ করিলেন, ব্রহ্মতনয়ের মর্ত্ত্যলীলা ফুরাইল, শিষ্য সহচরবৃন্দ অতলস্পর্শ শোকসিন্ধুতে নিমগ্ন হইল। বসুন্ধরা নিত্যনবনাটকের রঙ্গভূমি। তাহার বক্ষে শোকের অশ্রু ধারাও বহিতেছে, তৎসঙ্গে আনন্দ উল্লাসের লহরীলীলাও ছুটিতেছে;—অখণ্ড ঘটনাচক্রে আবর্ত্তমান বিচিত্র কার্য্যকারণস্রোতঃ অপ্রতিহত বেগে চলিয়া যাইতেছে। এক দিকে পুত্রশোকে কাতর হইয়া সে বিষাদের মলিন বসন পরিধান করিল, অপর দিকে আমোদোন্মত্ত য়িহুদীদিগের সঙ্গে উৎসবানন্দে নাচিতে লাগিল। জগতের নিত্যকর্ম্মের গতিবেগ নিমেষের জন্যও স্থগিত হয় না; কিন্তু বিধাতা আবার এই অবস্থার ভিতরেই গোপনে বসিয়া নবভাবের স্রোত খুলিয়া দেন। দৈনিক কার্য্য যেমন চলিয়া আসিতেছে, দৃষ্টতঃ উহা তেমনি চলিতে লাগিল, তাহার ভিতর দিয়া অজ্ঞাতসারে তিনি সত্যের গৌরব সমুজ্জ্বল করিতে লাগিলেন।

যিশুর দেহলীলার অন্ত হইলে সকলে নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিল, শিষ্যেরা মহাশোকে অধীর হইয়া পথে পথে মাতৃহীন বালকের ন্যায় কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। জেরুশালম নগরে যে দুই একটি খ্রীষ্টভক্ত ছিল জোসেফ্ আর্মেথিয়াস্ নামা জনৈক ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তন্মধ্যে এক জন। তিনি লোকভয়ে এত দিন প্রকাশ্যে কিছু করিতে পারিতেন না। এক্ষণে প্রভুশোকে ব্যথিত হইয়া আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। পাইলেটের নিকট অনুমতি লইয়া তিনি যিশুর ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া সম্পাদন করেন।

সহজেই যিশু দীনহীন, ধনজনপদমর্য্যাদাবিহীন, তাহাতে আবার এইরূপ অপমানজনক মৃত্যু; প্রবলবায়ুসংঘাতে যেমন দীপশিখা নির্ব্বাণ হইয়া যায় তেমনি যেন খ্রীষ্টীয় বিধান একবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। যাঁহার

শক্তিপ্রভাবে সকলে জীবিত ছিল তিনিই যদি অন্তর্দ্ধান হইলেন তবে আর কে কাহাকে রক্ষা করিবে? অজ্ঞান দীন দরিদ্র শিষ্য সহচরগণ জাতি-সাধারণ প্রতিকূলতার মুখে কিরূপে দাঁড়াইয়া থাকিবে? যিশু একাই এক লক্ষ ছিলেন, তাঁহার অপরাজিত স্বর্গীয় বলে দেশ নগর কম্পিত হইত। দেশাধ্যক্ষ সমাজপতিদিগের আক্রমণ হইতে আপনার অনুচরবর্গকে তিনি এত দিন বাঁচাইয়া রাখিলেন, এখন আর তাহারা কে? কেইবা তাহা-দিগকে গ্রাহ্য করে? সাধুসঙ্গগুণে শিষ্যদিগের অন্তঃকরণে নব ধর্ম্মভাব যে একটু অঙ্কুরিত হইয়াছিল তাহা বর্দ্ধিত এবং ফলবান্ হইবার আর আশা ভরসা রহিল না। বরং তাহা সমূলে বিনষ্ট হইবারই কারণ চারি দিকে বর্ত্তমান। বিদেশী সামান্য জন কয়েক ধীবর চণ্ডাল প্রধানপদস্থ জ্ঞানি-সমাজের অধিকার মধ্যে কিরূপে প্রাণ ধারণ করিল ইহাই আশ্চর্য্য। যিশু যে বিপদ পরীক্ষার কথা বলিয়া গিয়াছিলেন তাহার কেবল এই আরম্ভ। তাঁহার মৃত্যুর অন্ধকার ক্রমে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। আহা! অস-হায় নিঃসম্বল শিষ্যদিগের মুখের পানে চাহিবার আর কেহই নাই। কে আর তাহাদিগকে আশাবাক্য শুনাইয়া ধর্ম্মপথে স্থির রাখিবে? রাখাল শার্দ্দূলের করাল কবলে কবলিত হইয়াছে, মেষপাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। দুঃখের দুঃখী জীবনাশ্রয় চলিয়া গিয়াছেন, দীনজনকে কে আর ডাকিয়া সুধাইবে? যাঁহার প্রেমার্দ্র মুখকান্তি অবলোকনে সকল সন্তাপ বিদূরিত হইত, হায়! তিনি আর এ পৃথিবীতে নাই। হৃদয়ের পুঁতুল ভীষণ কাল-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে, আর সে মনোহর মূর্ত্তি তাপিত চক্ষুকে শীতল করিবে না। আর সে বীণাবিনিন্দিত অমৃতবচন কর্ণ শুনিতে পাইবে না। সকলকে অনাথ করিয়া, দুঃখের পাঁথারে ভাসাইয়া যিশু চলিয়া গেলেন। এমন একটু স্থান নাই যে শোকার্ত্তেরা সেখানে বসিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদে।

হায়! যিশু, কাঙ্গালের ধন, কি বিষম যন্ত্রণাই তুমি সহ্য করিয়া গেলে। মানুষকে তুমি এমনি ভাল বাসিতে যে তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য অনায়াসে নিজপ্রাণ বিসর্জ্জন করিলে। তুমি আমাদের অনুরোধে সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া বৃক্ষতল সার করিয়াছিলে। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কত সময়

তনু অবসন্ন হইয়াছে, লোকনিন্দায় প্রাণ জ্বলিয়া গিয়াছে। নিরাপদে নিদ্রা যাইবারও অবসর তুমি পাও নাই। এমনি কাজের ভার পিতা তোমার স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছিলেন যে দিন রাত্রি কোথা দিয়া চলিয়া যাইত তাহা জানিতেও পারিতে না। তিন বৎসর কাল অবিশ্রান্ত মাথার উপর দিয়া কত বিঘ্নই গেল! শেষ কি না হায়! এইরূপ অপমানজনক অপঘাত মৃত্যু! কিসের জন্য এত কষ্ট বহন? এই হতভাগ্য নরকুলের জন্য কি নহে? সার্থক তুমি পিতার পুত্র, তাঁহার জন্য সকল কষ্টই তোমার সহ্য হইল! অপমান প্রহার অঙ্গের ভূষণ হইল। আপনি নিরপরাধী হইয়াও তুমি এই সমুদায় দুঃখভার বহন করিয়াছ। পাছে আমাদের পরিত্রাণের ব্যাঘাত হয় এই জন্য মর্ম্মান্তিক ক্লেশ পাইয়াও একটী কথা বলিলে না। যে ভয়ানক কষ্ট তুমি সহিয়াছ, হে ক্ষমাবতার! তোমার অনুরোধে তাহার কণামাত্র অংশ বহন করিতেও আমরা প্রস্তুত নহি। নিজকৃত পাপের দণ্ডস্বরূপ বিধাতার হস্ত হইতে যে সকল অপমান নির্য্যাতন আইসে তাহা গ্রহণ করিতেই আমরা অধৈর্য্য হই, তবে আর তোমার অনুরোধে কিরূপে দুঃখ সহ্য করিব! যিশু, প্রাণাধিক প্রিয়তম যিশু, তোমার ক্রুশবিদ্ধ রক্তাক্ত কলেবর দেখিয়াও কি আমরা অপরাধীকে ক্ষমা করিতে শিখিব না? আহা! ঐ সুকোমল গণ্ডস্থলে কত নিষ্ঠুর চপেটাঘাতই সহ্য হইল! দুর্জ্জনদিগের কত প্রকার পরুষ বাক্যই তুমি শুনিলে! আহা! হা! নররাক্ষসেরা তোমার সোণার অঙ্গে বেত্রাঘাত করিয়াছে! মাথায় কাঁটার মুকুট পরাইয়া দিয়াছে! হায়! তোমাকে তাহারা বিবস্ত্র করিয়াছিল!—পিপাসু শুষ্ক কণ্ঠে অম্লরস ঢালিয়া দিয়াছিল! জন্ যে চরণের পাদুকাবন্ধন খুলিতে সাহস করিতেন না, সেই চরণদ্বয়ে লৌহশেলাঘাত! হায়রে পাষাণ প্রাণ! নির্দ্দোষ বালককে তুই কেমন করিয়া এত দুঃখ দিলি। আহা! যিশু, গুণধাম শত্রুপ্রেমী যিশু, তোমার দুঃখাশ্রুবিগলিত বদন, রোরুদ্যমান ঊর্দ্ধ নয়ন, শোণিতাক্ত তনু স্মরণে যে প্রাণ ফাটিয়া যায়! অন্তিমের চীৎকার ধ্বনি এখনও যে কর্ণকে আঘাত করিতেছে! যে সকল বেত্রাঘাত তুমি সহ্য করিলে পাপীর পৃষ্ঠে কি তাহার একটি আঘাতও সহিবে না? নির্দ্দোষ চরিত্র, নির্ম্মল স্বভাব তুমি, তোমার উপরে এত নিগ্রহ কেন? পাপী জগতের

প্রায়শ্চিত্তার্থ আর কি বলি ছিল না? তোমার পরিবর্ত্তে লক্ষ লক্ষ হতভাগ্য পাষণ্ডের মুণ্ডপাত কেন হইল না? পাপীর রক্তে বুঝি পাপ ধৌত হয় না? হাঁ, তবে এখন বুঝিলাম, সাধুর পবিত্র শোণিত না হইলে পাপীর প্রায়শ্চিত্ত হয় না। এই জন্যই তোমার আত্মবলিদানের ব্যবস্থা! কিন্তু অধম পাপীদের শোণিত যদি কোন কার্য্যে না আসিল, তবে তোমার প্রহারের অংশ যেন তাহারা কিছু পায়।

পুণ্যরবি দয়াল যিশু শোকের ঘনান্ধকার মধ্যে অস্তমিত হইলেন, তাঁহার বিরহে অনাথ শিষ্যমণ্ডলী দশদিক্ তমোময় দেখিল, হাহাকার রবে গগন ফাটিতে লাগিল।

খ্রীষ্টীয় জগতের প্রচলিত বিশ্বাস এই যে যিশু মৃত্যুর পর তিন দিনের দিন সশরীরে সমাধি হইতে উঠিলেন, শিষ্য সহচরদিগকে দেখা দিলেন, তাহাদের সঙ্গে পুনর্ব্বার আহারাদি আলাপ প্রসঙ্গ করিলেন, তদনন্তর মেঘের উপর চড়িয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। কিন্তু আমরা তাঁহার অন্য প্রকার পুনরুত্থান্ দেখিলাম। তাঁহার শরীর আর উঠিল না, সে মাটির দেহ মাটিতে মিশাইয়া গেল, কিন্তু তিনি নিজে উঠিলেন; উঠিয়া খ্রীষ্টভক্তগণের আত্মার মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন; যাহার দিব্যচক্ষু ছিল সেই চিন্ময় রূপ সে দেখিল, এখনও দেখিতেছে। কি ভাবে, কি আকারে তিনি ভক্তদলের মধ্যে রহিলেন? বিশ্বাস, বৈরাগ্য, ক্ষমা, প্রীতি, ন্যায়, পবিত্রতা, বিনয় আত্মসমর্পণ, সেবা, ভক্তি, প্রত্যাদেশ, বাধ্যতা, পুত্রত্ব এবং মহাযোগের গুণময় আকারে রহিলেন। ইহা বাহ্যরূপ নহে, কিন্তু তদপেক্ষা অধিকতর সুন্দর উজ্জ্বল এবং স্থায়ী। সাধুতারূপে তিনি সাধুসমাজে বিহার করিতেছেন, এবং অনন্ত কাল সেই ভাবে থাকিবেন। জীবদ্দশায় এক দেহে বদ্ধ ছিলেন, মৃত্যুর পর বাহ্য আবরণ অন্তরিত হইল, জড় ভাব চলিয়া গেল, সুতরাং তিনি শত সহস্র অগণ্য অযুত আত্মার মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেন। কণিকামাত্র সুগন্ধ পদার্থ যেমন প্রচুর পানীয় রাশিকে সুবাসিত করে, যিশুচরিতরূপ ঘনীভূত সুধাবিন্দু তেমনি ভক্তহৃদয়ের পাত্রে পাত্রে বিচরণ করিতেছে। ইহারই নাম পুনরুত্থান্। খ্রীষ্টভক্তগণ যে বলিয়া থাকেন যিশুর মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্যদিগকে তিনি সশরীরে পুনঃ পুনঃ

দর্শন দিয়াছিলেন, ইহার তাৎপর্য্য বোধ হয় অন্য রূপ। তিনি তাঁহার অসাধারণ জীবন ও মরণের দ্বারা স্বীয় বর্ত্তমানতা সহচরবর্গের হৃদয়ে এমনি উজ্জ্বলভাবে মুদ্রিত করিয়া গিয়াছিলেন যে তাহা বারংবার তাহাদের চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইত। পরলোকগত আত্মীয় প্রেমাস্পদের ছবি সুষুপ্তি এবং জাগ্রৎ অবস্থায় লোকে দেখিতে পায়, এ স্থলে সেই রূপ কিছু ঘটিয়া থাকিবে।

স্বর্গারোহণও তাঁহার বাহ্য ব্যাপার নহে। শরীর ভগ্ন হইবা মাত্র যিশুর জীবনজ্যোতি দ্বিধা হইল। একটি দিব্যধামে অমরলোকের দিকে উঠিল, অপরটি মর্ত্ত্যধামে নরলোকাভিমুখে অবতরণ করিল। মহাপুরুষদিগের অমরত্বের অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ দুইটি গতি আছে। ইহলোকে অক্ষয় কীর্ত্তি-কলাপের মধ্যে সেই বহির্মুখ গতি নিত্যকাল বর্ত্তমান থাকিয়া ধর্ম্মনীতিকে পোষণ করে, অন্তর্মুখগতি ভগবচ্চরণারবিন্দে গিয়া পুনর্ম্মিলিত হয়। যিশু ইহপরকালে অমর। স্বর্গধামে অমরবৃন্দের মধ্যে যেমন তিনি উচ্চাসনে উপবিষ্ট আছেন, পৃথিবীতলে ভক্তসমাজে তেমনি ভক্তরাজ হইয়া বিরাজ করিতেছেন। যিহুদীরা যাই তাঁহার ভঙ্গুর দেহ ভগ্ন করিল অমনি অনন্তজীবনজ্যোতি স্বর্গ মর্ত্ত্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; দিগ্দিগন্তরে, লোক লোকান্তরে তাহা পরিব্যাপ্ত হইল। নির্ব্বোধ ঘাতকেরা যিশুকে মারিয়া মহা বিপদে পড়িল। দীপ নির্ব্বাণ করিতে গিয়া আরো দেশ জ্বালিয়া তুলিল। যিশু তাহাদিগকে নবজীবনের পুণ্যদাবানলে একেবারে ঘেরিয়া ফেলিলেন। ভগবানের কি অদ্ভুত মহিমা!

ভারত তথাপি বলে, যিশু খ্রীষ্ট কে যে তাই আমি তাঁহাকে মান্য করিব? আর্য্য যোগী ঋষিদিগের জন্মস্থান হইয়া ম্লেচ্ছকে আমি মানিব? পাদরী সাহেবেরা দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে যাঁহার কথা বলে তিনিইত যিশুখ্রীষ্ট? তাঁহাকে আমি বিলক্ষণ চিনি। এই কথা বলিয়া সে মহাত্মা যিশুর সম্বন্ধে উদাসীন হয় এবং ঘৃণা পোষণ করে। কিন্তু এ বিষয়ে ভারত ভ্রান্ত,—সামান্য পাদরীর কুদৃষ্টান্তে সে ভ্রান্ত, তাহার ভ্রান্তি অপনোদন বাঞ্ছনীয়। আমরা যে পুরুষোত্তমের পুণ্যকাহিনী এত ক্ষণ শুনিলাম তিনি মানবকুলের গুরু। কি লক্ষণ বশতঃ তিনি গুরু হইয়াছেন তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি।

যিশু ভগবানের পুত্র,—অনুগত সৎপুত্র। নরবংশের মুখ উজ্জ্বল করিবার উপযুক্ত পুত্র তাঁহার একটিও ছিল না, সেই জন্য যিশুর জন্ম হয়। তিনি জন্মিয়া পিতার নাম সম্ভ্রম রক্ষা করিলেন। কেবল পিতার নয়, মনুষ্যত্বেরও গৌরব রক্ষা করিলেন। তুমি আমি কি তবে ঈশ্বরের পুত্র নহি? অবশ্য, সকলেই আমরা ঈশ্বরের পুত্র, কিন্তু অবাধ্য। সম্বন্ধে তিনি প্রত্যেক মানব মানবীর পিতা, কিন্তু কার্য্যে সে সম্বন্ধ কেহ পালন করিত না, এই জন্য তাঁহাকে এত দিন পিতা বলিয়া ডাকিতে কেহ সাহস করে নাই। যিশু সরল মধুর বিশ্বাসে সহজে তাঁহাকে পিতা বলিতে শিখিয়াছিলেন। "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" এই বাক্য তাঁহাতে সফল হইয়াছে। পিতাই পুত্ররূপে জায়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, এ কথার যদি কিছু অর্থ থাকে তবে তাহা সুপুত্র যিশুতে প্রতিপন্ন হইয়াছে। পিতৃসম্পত্তি এবং তদীয় গুণরাশিতে পুত্রের যেমন অধিকার জন্মে, যিশুতে তাহা জন্মিয়াছিল। পুত্র পিতার অংশ, তাঁহার মানবীয় প্রকাশ, যিশু তাহাই ছিলেন। তিনি অস্থিমাংসময় দেহধারী মেরীনন্দন নহেন। তিনি য়িহুদী বা মুসলমান, ব্রাহ্মণ বা খ্রীষ্টীয়ান, ইয়োরোপ বা আসিয়ার নহেন; দেশ কাল জাতির সহিত আর তাঁহার সম্বন্ধ নাই। তিনি একণে পুত্রত্বের সার্ব্বভৌমিক অবতার, মানব মাত্রের জ্যেষ্ঠ সহোদর, মনুষ্যত্বের আদর্শ। চিন্ময় বপু ধারণ করত তিনি যাবতীয় সাধুগণের মধ্যে বাস করেন। তাঁহার মনুষ্যত্ব অপূর্ণ এবং অনন্ত উন্নতিশীল ঈশ্বরত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই জন্য তাঁহাকে নরদেব বা নরহরি বলা যায়। পিতারূপী পুত্র, কিন্তু পুত্ররূপী পিতা তিনি নহেন। খ্রীষ্টবাদীরা যে তাঁহাকে পিতা বলেন ইহা সম্পূর্ণ ভুল। প্রাচীন কালের খ্রীষ্টান বাবাজিগণ এবং ধর্ম্মপুস্তক,—যিশু নিজেও তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র এবং মনুষ্যপুত্র বলিয়া জানিতেন। মানবে ঈশ্বরের প্রকাশ, আর পুত্র স্বয়ং পূর্ণ ব্রহ্ম পিতা এ উভয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ। পুত্রত্ব বা প্রকৃত মনুষ্যত্বের পূর্ণতা জন্য যত টুকু ঐশীভাব প্রয়োজন তাহাই তাহাতে ছিল।

মানবকুল নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিয়া যখন আদমের ন্যায় বিপথগামী হইল, পিতৃধর্ম্ম কোন সন্তান ভালরূপে পালন করিতে পারিল না, তখন

বিশ্ববিধাতা পিতা আদর্শ পুত্র নরাবতার যিশুকে ধরাতলে প্রেরণ করিলেন। পিতা পুত্রের মধ্যে পরস্পর কেমন সৌসাদৃশ্য তিনি তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। পুত্রত্ব তাঁহার বিশেষ লক্ষণ। এই লক্ষণ প্রমাণের জন্য যিশু আত্মত্যাগী মহাযোগী হন। সমস্ত বিশ্বমধ্যে ঈশ্বর, ঈশ্বরেতে আমি, এবং আমাতে ঈশ্বর ও সমস্ত বিশ্ব এই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। পিতৃযোগ এবং ভ্রাতৃযোগে একাকার হইয়া তিনি অনন্ত ব্রহ্মেতে নিত্য অধিবাস করিতেন। বিশ্বাস বৈরাগ্য বিনয় শান্তি প্রেম পুণ্য যোগ ভক্তি সেবা দাসত্ব প্রভৃতি যাবতীয় সাধুগুণে তিনি এত দূর উন্নত ছিলেন যে তাঁহাকে অবতারের অবতার বলিয়া মনে হয়। পিতা যেমন গুণবান্ পুত্রও তদনুরূপ; যিশুর স্বভাব আচরণে পিতৃগুণ উজ্জ্বলরূপে প্রতিফলিত হইত। নরকতুল্য য়িহুদী-সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি পুণ্য পবিত্রতার মহোচ্চ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। যদি পিতৃ সম্পত্তি অধিকার করিতে কাহারো অভিলাষ থাকে তবে তিনি যিশুর ন্যায় সৎপুত্র হউন। যদি সৎপুত্র হইতে ইচ্ছা হয় তবে যিশুর পবিত্র চরিত্রকে জীবনের শোণিত করুন। আপনার অহংজ্ঞান আত্মাভিমানকে দূর করিয়া দিয়া সেইখানে যিশুকে স্থাপন করিলে এবং তাঁহার সহিত ইচ্ছা রুচি চরিত্রে এক হইতে পারিলে পুত্র নামের যোগ্য হওয়া যায়।

যিশু আধ্যাত্মিক ভাবে ব্রহ্মযোগের দ্বার স্বরূপ। তিনি একমাত্র পথ, কেন না তিনি আত্মবলিদান দ্বারা জগতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন এবং তদ্দ্বারা পিতার সঙ্গে এক হইয়া যান। ব্রহ্মযোগ সাধনের এই এক মাত্র দ্বার, তদ্ভিন্ন অন্য পন্থা নাই। এই জন্য কথিত হইয়াছে যিশুর রক্ত মাংসের সহিত একীভূত হইলে ব্রহ্মের সহিত নিত্যযোগ সম্পাদিত হয়।

যিশু উচ্চ অর্থে অদ্বৈতবাদী ভক্ত ছিলেন। আর্য্য যোগী ঋষিরা নিষ্ক্রিয় অদ্বৈতবাদী; বাসনা নির্ব্বাণ পূর্ব্বক সচ্চিদানন্দ স্বরূপে লীন হওয়া-কেই তাঁহারা শ্রেয় বোধ করিতেন। কিন্তু যিশুর উদ্দেশ্য সেরূপ নহে। তিনি ইচ্ছাযোগে মিলিত হইয়া জীবগণের হিতসাধনে প্রাণ মন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি কর্ম্মযোগে জীবিত ব্রহ্মযোগী। এবং ঈশ্বরত্ব ও

মনুষ্যত্ব উভয় পক্ষের প্রতিনিধি। যিশুর জীবনস্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিলে নির্ব্বিঘ্নে গন্তব্য স্থানে গিয়া উপনীত হওয়া যায়। ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী যেমন প্রবল স্রোতস্বিনীতে নিমজ্জমান হইয়া মহাসমুদ্রে গিয়া পড়ে; একাকিনী গমন করিলে কখন তথায় পৌঁছিতে পারে না, মধ্যপথে শুষ্ক মরুভূমিতে শুকাইয়া যায়; তদ্রূপ সামান্য সাধারণ মানবজীবন; সে একাকী অনন্ত ব্রহ্মসাগরের দিকে যাইতে পারে না; কিন্তু বিশালবক্ষ ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গে মিশিলে অনায়াসে তথায় পৌঁছিতে পারে।

যোগিবর যিশুর জীবনলীলার অভিনয় ফুরাইয়া গেলে কয়েক দিনের জন্য তাঁহার নাম লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। কিন্তু অল্পকাল পরে দেখ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। অজ্ঞান ও অসহায় শিষ্যেরা স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের বলে নবজীবন পাইলেন, পবিত্রাত্মা প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদিগকে মহাতেজস্বী করিয়া তুলিল। প্রত্যাদেশানলে অভিষিক্ত হইয়া সকলে আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাহা হইতে ধর্ম্ম-বীরপুরুষ সকল জন্মিয়া যিশুর শোণিতস্রোতে আপনাদের জীবনশোণিত প্রবাহিত করিয়া দিল; বসুধা সাধু ভক্তগণের শোণিতে আর্দ্রীভূত হইয়া দেখ কি অমৃত ফল প্রসব করিয়াছে এবং করিতেছে! স্বর্গীয় মেষ যিশুর প্রত্যেক রক্তবিন্দু হইতে শত সহস্র ভক্তাত্মা জন্মগ্রহণ করিল। সেই দীন সূত্রধরতনয়ের আজ জগতে কত আদর! কত কোটী কোটী জ্ঞানী মূর্খ ধনী দরিদ্র রাজা প্রজা ক্ষুদ্র মহৎ নরনারী তাঁহার দাসত্ব করিতেছে এবং করিয়া গিয়াছে। ইহ পরকালে তাঁহার অযুত অগণ্য শিষ্য। কত সাধু ভক্ত দেবাত্মাকেই তিনি জন্ম দিয়াছেন! তিনি বাস্তবিক খাম্বিরার স্বরূপ। ইয়োরোপ আসিয়া আমেরিকার জ্ঞান সভ্যতার প্রশস্ত ললাটে যিশু নাম অঙ্কিত, যাবতীয় সভ্যসমাজের হৃদয়মধ্যে যিশুর পবিত্র শোণিত প্রবাহিত। তাঁহার যে মস্তক কণ্টকমুকুটে ক্ষত হইয়াছিল তাহা এখন অমূল্য রত্নরাজীতে শোভা পাইতেছে। যে ক্রুশযন্ত্র অধর্ম্মের প্রতিকৃতি ছিল, তাহা আজ ভক্ত নর-নারীর কণ্ঠের হার, হৃদয়ের পদক; ধর্ম্মমন্দির ও সমাধি পীঠের শিরো-ভূষণ এবং যিশুজীবনের বিজয়পতাকা স্বরূপ। পাপের চিহ্ন পুণ্যের

উদ্দীপক হইল, তাহার স্পর্শে সন্তাপিত হৃদয় শান্তি পাইল, ইহা অপেক্ষা আর তাঁহার গৌরবের পরিচয় অধিক কি হইতে পারে? যদ্দ্বারা তিনি অপমানিত এবং নিহত হইলেন সেই সমুদয় পদার্থ এক্ষণে পরিত্রাণের উপায় ও স্বর্গমন্দাকিনীর পবিত্র নীররূপে গৃহীত হইতেছে। অগণ্য অসংখ্য ভজনালয় বিদ্যামন্দির অনাথাশ্রম চিকিৎসালয় উর্দ্ধমুখে এখন যিশুগুণ গান করে। কোথায় গেল সেই ধর্ম্মধ্বজী গর্ব্বিত য়িহুদী জাতি? কোথায় রহিল তাহাদের দম্ভ অভিমান, ধন মানের অহঙ্কার? আর কোথায় আসিয়া বসিল সেই ধীবরতনয় দীনহীন পিটার জন্! জ্ঞান ধর্ম্ম রাজ-নীতি সামাজিক আচার ব্যবহার সকলের মধ্যেই এখন যিশুর পুনরুত্থান্ দর্শন কর। স্থূলদর্শী লোকেরা মনে করে খ্রীষ্টিয়সমাজের জ্ঞান, সভ্যতা এবং ধর্ম্মনীতির বর্ত্তমান উন্নতি সাধারণের চেষ্টার ফল। আমরাও ইহা এক অর্থে স্বীকার করি। কারণ মহৎ লোকেরা স্বহস্তে যাবতীয় কার্য্য করেন না। কিন্তু ভবিষ্যৎ উন্নতির মধ্যে যে তাঁহাদের ঘনীভূত শক্তি সংক্রামিত হইয়া সকলকে সৎপথে চালিত করে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। বর্ত্তমান উন্নতির মধ্যে যিশুর ব্যক্তিত্ব এবং পরিচালক শক্তি দেদীপ্যমান প্রকাশ পাইতেছে। তিনি অমূল্য হীরক খণ্ড, তাঁহার বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র মুদ্রা উৎপন্ন হইয়াছে। স্পর্শমণির সংস্পর্শে সকলেই স্বর্ণ হয়, কিন্তু কেহ স্পর্শমণি হইতে পারে না। এমনি প্রভূত পরাক্রমে যিশু বিশ্বাস বৈরাগ্য প্রেমের স্রোত প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন যে তাহা উনিশ শত বৎসর পর্য্যন্ত অবাধে চলিয়া আসিতেছে। মরিবার সময় তিনি পৃথিবীতে কি রাখিয়া গিয়াছিলেন? বাহিরে দেখিতে গেলে কিছুই নয়। কিন্তু ঐ একাদশ শিষ্যের ভিতরে যে প্রেম মুদ্রিত ছিল, পরে তাহাই জগতময় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। কেবল তিনি আপনার প্রতি শিষ্যদিগকে ভালবাসিতে শিখাইয়া গিয়াছিলেন, সেই গুরুভক্তি হইতে এত বড় কাণ্ড হইয়াছে। তিনি একাকী যে দৈবশক্তি ও সাধুভাব সঞ্চারিত করিয়াছেন, এক্ষণে মহাজ্ঞানী সভ্য পণ্ডিত যেখানে যত আছে সকলে মিলিয়া কি তাহা পারে? সাধ্য কি? মহাপুরুষের জীবন ঘনীভূত দেবত্ব, তাহার গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। কোটী ক্ষুদ্রবুদ্ধি

কৃতবিদ্যের মস্তিকের দ্বারা যেমন এক জন মহাবুদ্ধিশালী মহৎ মনুষ্য প্রস্তুত হইতে পারে না, তেমনি সহস্র জন্ পিটার সুথার কর্ম্মের সমবায়ে খ্রীষ্টজীবন নির্ম্মাণ করা যায় না। পণ্ডিতবর রেনান্ যথার্থ কথাই বলিয়াছেন, "ভবিষ্যতে যত বড় মহাপুরুষই কেন পৃথিবীতে আসুন না, যিশুকে কেহ অতিক্রম করিতে পারিবেন না। তাঁহার প্রবর্ত্তিত উপাসনা চিরযৌবনে নবীভূত থাকিবে, তাঁহার জীবনোপন্যাস শ্রবণে চিরকাল লোকে কাঁদিবে, তাঁহার ক্লেশ সহিষ্ণুতা স্মরণে হৃদয় বিগলিত হইবে।" যুগের পর যুগ এই কথা সকলে ঘোষণা করিবে যে, মানবসন্তানদিগের মধ্যে যিশুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ জন্মে নাই।" এমনি মহৎ গুণধাম তিনি, যে লোকে তাঁহাকে মনুষ্যপুত্র বা ব্রহ্মতনয় বলিয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারিল না, শেষ স্বয়ং ভগবান্ পূর্ণ ব্রহ্মের পদে তাঁহাকে স্থাপন করিয়া তবে মনঃক্ষোভ দূর করিল।

ধর্ম্মপিপাসু চতুর পাঠক হয়তো বলিবেন, যিশু বড় লোক হইলেন তাহাতে আমার কি? রক্ত মাংস ভোজন ইত্যাদি গভীর রহস্যের অর্থ আমি বুঝিতে পারিলাম না। পাপী অধম দুর্ব্বলবিশ্বাসী বড় লোকের কথা বলিয়া কি করিবে? তাহার যাহাতে দুঃখ ঘুচে এমন কিছু মহামন্ত্র দৈবশক্তি তিনি কি দিতে পারেন? আমরা বলি, হাঁ, তাহা তিনি পারেন। যে সকল অমূল্য উপদেশ তিনি দিয়াছেন তাহা পাঠে বহু উপকার দর্শে। তদ্ব্যতীত যখন পাপ প্রলোভনে পড়িবে তখন তাঁহাকে স্মরণ করিয়া বলিও "দূর হও পাপ! আমার পশ্চাতে চলিয়া যাও!" যখন সত্যের অনুরোধে অপমানিত হইবে তখন তাঁহার সহিষ্ণুতা মনে করিও। কেহ যখন প্রাণে ব্যথা দিবে কিম্বা প্রহার করিবে তখন যিশুর ক্ষমা বাক্য এবং প্রার্থনা পাঠ করিও। যখন হৃদয় শূন্য, সংসার অরণ্য বলিয়া মনে হইবে, তখন নির্জ্জনে বা পর্ব্বতশিখরে গিয়া যিশুর মত ধ্যান এবং প্রার্থনা করিও। তিনি যেমন সর্ব্বদা পুণ্যানলে বেষ্টিত হইয়া পাপী জগতের সঙ্গে ব্যবহার করিতেন, দুশ্চরিত্র নরনারীকে ভাল বাসিতেন তেমনি ভাবে সকলের সঙ্গে থাকিও। যিশু আপনার আমিত্ব ভুলিয়া ব্রহ্মসর্ব্বস্ব হইয়াছিলেন, সেই ভাবে তুমি আত্মত্যাগী নরহরি হও। ঈশ্বর পরকাল যেমন তাঁহার প্রত্যক্ষীভূত পদার্থ ছিল

তোমার পক্ষেও যেন উহা তেমনি হয়। সাধু ইচ্ছার তার তাঁহার সর্ব্বদা সপ্তমে বাজিত, তেমনি করিয়া তুমিও বাজাইবে। এই সমস্ত সাধনে হাতে হাতে পুণ্য লাভ হয়।

সে যাহউক, এক্ষণে লিখিতে লিখিতে আমরা কোথায় আসিয়া পড়িলাম? পরিশেষে বিধাতা যে গভীর শোকের ব্যাপারকে মহা আনন্দে পরিণত করিয়া ফেলিলেন দেখিতেছি! রঙ্গভূমির দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইল। হরিলীলা কি চমৎকার রহস্য! শোক দুঃখ সকল মিথ্যা হইয়া গেল। পিতা মৃত্যুর অন্ধকারের ভিতর হইতে পুণ্যের সূর্য্য বাহির করিয়া দেখাইলেন। সমস্তই তাঁহার লীলা খেলা। একটু অমঙ্গল অশান্তির অন্ধকার দেখাইয়া শেষ সমুদায় বিষয়টীকে মঙ্গলে পরিণত করাই তবে তাঁহার উদ্দেশ্য! ইহারই জন্য এত কাণ্ড কারখানা! ধন্য তুমি হে ঈশ্বর! তোমাকে কোটী কোটী প্রণিপাত! ধন্য যিশু পুণ্যাবতার! তোমাকেও ধন্য! তুমি ভক্তচিত্তহারী এবং পাপীর বন্ধু। তোমাকে বাহিরে রাখিয়া আর প্রাণ তৃপ্ত হয় না; হৃদয় অধিকার কর, জীবনের শোণিত এবং চরিত্রের বল হও। তোমার সঙ্গে মিশিয়া কেবল যেন এই কথা সর্ব্বদা বলি, যে "হে ঈশ্বর! আমার ইচ্ছা নহে, কিন্তু তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

[সম্পূর্ণ।]